বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবন

বাইবেল ভিত্তিক প্রার্থনা যা আমাদের
যীশুর নিকটে আকর্ষিত করে

কপিরাইট

Scripture quotations are from the Holy Bible Bangla – OV. Published by: The Bible Society of India. Used by permission. All rights reserved.

কোথাও নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকলে বুঝতে হবে যে এখানে ব্যবহৃত প্রতিটি উদ্বৃতি পবিত্র বাইবেল The Bible Society of India-**OV.** থেকে নেওয়া হয়েছে। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

বাইবেলের বেশিরভাগ অনুবাদগুলিতে হিব্রু ঐশ্বরিক নামগুলিকে শাস্ত্রে অনুবাদ করার সময় অসুবিধা হয়। বাংলা পবিত্র বাইবেল OV অনুবাদে, ‘ইল’, ‘ইলোহিম’ এবং ‘ইলোহ’ অনুবাদ করা হয়েছে “ঈশ্বর” এছাড়াও ‘ইহাওহে’ এবং ‘অ্যাডোনাই’ অনুবাদ করা হয়েছে “প্রভু”। এবং ‘ক্রিস্টোস’ এর গ্রীক ভাষায় ঐশ্বরিক নামটি ‘মাশী’ হিসাবে অনুবাদ করা হয় এবং ‘কুরিওস’ নামটি ‘প্রভু’ হিসাবে অনুবাদ করা হয়। তাই সংকলকগণরা এই বাংলা বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন ওয়ার্ক বইটিতে এই নিয়মাবলীগুলি অনুসরণ করেছেনC

এই ম্যানুয়ালটিতে অন্যান্য সমস্ত উপাদান কপিরাইট মুক্ত।

সংকলক, প্রিন্টার এবং বিতরণকারীরা চিকিৎসা বা মনস্তাত্ত্বিক পরিষেবা সরবরাহে নিযুক্ত নেই, এবং এই ম্যানুয়ালটি চিকিৎসা বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলি সনাক্তকরণ বা চিকিৎসার নির্দেশিকা হিসাবে নয়।

বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবন – বাংলা - ২০২১

‘বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবনের’ ম্যানুয়াল এবং অন্যান্য সম্পর্কিত উপকরণগুলি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে ইংরাজী এবং অন্যান্য ভাষায় উপলব্ধ রয়েছে - www.victoriouschristianlife.info

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

স্বীকারোক্তি i

পটভূমি ii

ভূমিকা ১

মন ফেরানো ১২

ক্ষমা ২৭

গভীরভাবে মন ফেরানো ও ক্ষমা চাওয়া ৩৮

অনৈশ্বরিক বন্ধন থেকে মুক্তি ৩৯

দোষারোপের/নিন্দামূলক বিচার থেকে মুক্তি ৪৭

নেতিবাচক কথা থেকে মুক্তি ৫৬

আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি ৬৪

ঐশ্বরিক উত্তরাধিকারের পুনঃপ্রাপ্তি ৭২

বাপ্তিষ্ম ৮৪

ঈশ্বরের বাণী শোনা এবং তার কথা পালন করা ৯১

প্রার্থনার পরিচর্যা কাজের জন্য ব্যবহারিক যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে.... ১০০

সংযুক্তি ১১১

- নতুন নিয়মে মন ফেরানোর তালিকা ১১২
- কিছু সাধারণ সমস্যা মন ফেরানোর বিষয়ে ১১৪
- আপনার পারিবারিক ইতিহাসের তালিকা তৈরি করা ১২১
- প্রজন্মের আশীর্ব্বাদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা ১২৬
- খ্রীষ্টতে আমি কে ১৩০
- কীভাবে বাইবেল পড়তে হবে ১৩৩
- অসুস্থকে সুস্থ করা ১৩৫
- একে অপরের সাথে ও ঈশ্বরের সাথে সঠিক হওয়ার বিষয়ে বাইবেল কি বলে.. ১৪১
- বাইবেল অর্থ বা টাকা - পয়সার ব্যাপারে কি বলে ১৪৩

স্বীকারোক্তি

এই বইয়ের পরিকল্পনা এবং অনুপ্রেরণা হৃদয়ে দেওয়ার জন্য এবং বিভিন্ন খসড়ার মাধ্যমে সেটি সংরক্ষণ করার জন্য সংকলনকারীরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

এই ম্যানুয়ালটি/বইটির অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য এলেল মিনিস্ট্রিকে (Ellel Ministries) তাঁরা ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এছাড়াও, তাঁরা এলিজা হাউসের (Elijah House) প্রতিষ্ঠাতা, জন এবং পলা স্যান্ডফোর্ডকে ধন্যবাদ জানাতে চান কারণ তাঁরা উৎসাহ ও পরিচালনার মাধ্যমে এই কাজের পথ প্রদর্শন করেছেন।

পটভূমি

১১ বছর বয়সে, আমি একজন খ্রীষ্টান হিসাবে *"নতুন জন্ম"* লাভ করেছিলাম। প্রথম কয়েক বছর, যীশুকে নিয়ে আমি বেশ উৎসাহী ছিলাম, পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলাম এবং সুস্থতা দেওয়ার দান পেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, যখন আমি স্কুল ছেড়ে দিলাম যীশুর প্রতি আমার আগ্রহ কমে গেল। এর পরের তিন দশক আমি আবার পিছনে যেতে থাকলাম, উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম এবং অনেক সমস্যার সমাধান করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লাম। ঠিক, মরুভূমিতে ইস্রায়েলীদের মত, আমার জীবনটা একটা বৃত্তে ঘুরছিল কিন্তু প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করছিল না। খ্রীষ্টান হওয়াটা যদি বেআইনি হয়, আমাকে দোষী প্রমান করার কোন কারণ ছিল না। কিছু কিছু সময় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন হতাম কিন্তু অন্যান্য সময় এই চিন্তাগুলোকে এড়িয়ে যেতাম। যখন আমার বাবা মারা গেল, তখন একটি বিষয়কে আমার বিবেচনায় আনতে হল, তা হল, মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কিনা এবং যদি থাকে, তাহলে কিসের ভিত্তিতে একজন মানুষ স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে? এই বিষয়টা যীশুর প্রতি আমার আগ্রহ আবার জাগিয়ে তুলল। কিন্তু এই সময় আমি ছিলাম পাপে পূর্ণ এবং এর থেকে বের হওয়ার কোন উপায় আমার জানা ছিল না।

এর কয়েক বছর পর, নামমাত্র চার্চে যায় এমন একজনকে বিয়ে করলাম। একদম প্রথম থেকেই আমাদের বিবাহিত জীবন ছিল বিপর্যস্ত কিন্তু ঈশ্বর এটাকে ব্যবহার করে যীশুর দিকে আমাকে আবারও ফেরালেন। আমি বাইবেল পড়া ও প্রার্থনা করাকে আবারও গুরুত্ব দেওয়া শুরু করলাম। খুব সংকটের মুহূর্তে, আমি আমার বিবাহিত জীবন নিয়ে প্রার্থনার মিনিষ্ট্রিতে যোগ দিই। সেখানে আমি উপলব্ধি করলাম যে, ঈশ্বর চান যারা পূর্বে আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে (আমার পিতা-মাতা, আমার শিক্ষক, আমার স্বামী) তাদেরকে যেন আমি ক্ষমা করি এবং আমার নিজের পাপ থেকে আমি মন ফেরাই, খুব নির্দিষ্ট ভাবে।

সময়ের সাথে সাথে পাপ থেকে মন ফেরানো ও ক্ষমা সম্পর্কে আমি আরও

গভীরভাবে বুঝতে পেরেছি ও তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছি। প্রতিটি শিক্ষাই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমার জীবনে আরও বেশি স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে। আমি অন্য রকম অনুভব করেছিলাম – উজ্জ্বল – এবং যীশু ও পবিত্র আত্মার প্রতি আমি আবারও উৎসাহী হয়ে উঠলাম। অনেক বছর পর, আমি জলে বাপ্তিষ্ম নেওয়ার পরেই আমার স্বামীও পুর্ণজন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তার পরে সেও পবিত্র আত্মায় ও জলে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করল। এখন আমার স্বামীও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পরিচর্যা, অন্তরের সুস্থতা ও উদ্ধারের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। আমরা বিভিন্ন পরিচর্যা কার্যক্রম দেখেছি, প্রার্থনা পরিচর্যা সংস্থার মধ্য দিয়ে শিষ্য হয়েছি এবং অনেক বই পড়েছি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পূর্ণকালীন পরিচর্যা কাজের জন্য আহূত হলাম। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা খুবই উদ্দীপ্ত ও গর্বিত হলাম। আমাদের বন্ধুদের ত্যাগ করলাম, বাড়ী-ঘর বিক্রি করে দিলাম এবং মনে করলাম আমরা খুব ভালই আছি। কিন্তু, যেভাবে আশা করেছিলাম সেভাবে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হচ্ছিল না। তাই খুব তারাতাড়িই আমাদেরকে নম্র হতে হল। আমাদের গর্ব, অন্যকে ক্ষমা না করা এবং অন্যান্য পাপপূর্ণ আচরণ খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। আমাদের এই সমস্ত আচরণ চিন্তাভাবনাকে ঠিক করার জন্য “শুদ্ধতার আগুনের” পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হল। তারপরও, কিছু মাস পরে আমাদেরকে আমাদের কাজের জায়গা থেকে বরখাস্ত করা হল। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জীবন দ্বারা কি চান, তা খোঁজার আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে ছিল। তারপরেও আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কেন ঈশ্বরের কথা শুনতে পাচ্ছি না, কি আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে[১] যেহেতু পরিচর্যা কাজ থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়েছিলাম, তাই এই সময়ে আমরা বাইবেল অধ্যায়ণ ও প্রার্থনায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখলাম। আমাদের কাছে প্রার্থনার পরিচর্যা কাজের একটি তালিকা ছিল সেই

[১] পেনান্ট জোন্স; *“বেসিক মিনিস্ট্রি প্রেয়ার”*, ১৯৯৬ (অপ্রকাশিত), গ্ল্যান্ডেল মনোরের ব্যাক্তিগত নোট পরিচালক, এলেল মিনিস্ট্রি, যুক্তরাজ্য, অনুমতি সমেত।

তালিকানুযায়ী আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয় নিয়ে আমারা প্রার্থনা করতে থাকলাম যার মধ্যে ছিল – আমাদেরকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করা এবং নিজেদের পাপ থেকে মন ফেরানোর বিষয়। একজন প্রার্থনা করলে, অন্যজন তা শুনতো। যখন অন্যজন তা শুনতো তখন (পবিত্র আত্মার সাহায্যে) একই বিষয়ে তার নিজের জীবনের সমস্যার বিষয়গুলি মনে পড়ত এবং সেই বিষয়গুলো নিয়েও প্রার্থনা করা হত। এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যেতে লাগলো এবং এক সময় আমাদের সমস্ত প্রার্থনার বিষয় শেষ হল। এরকম আর কোন বিষয় ছিল না, যা নিয়ে আমারা আরও প্রার্থনা করতে পারি। আমাদের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমরা আর্তনাদ করেছি। এরপর খুব পরিষ্কারভাবেই আমরা দুজনই ঈশ্বরের কথা শুনতে পেলাম তা হল, *"এখন আমি তোমাকে ব্যবহার করতে পারবো"* এবং সেই হারিয়ে যাওয়া গানের কথা, *"আস ও গুনকীর্তন কর!"*। অল্পকিছুদিনের ভিতরেই, ঈশ্বর তাঁর আহ্বান সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই জায়গায় আমাদেরকে মুক্ত করেছিলেন।

এই দিক নির্দেশনাটি তখন লেখা হয়েছিল যখন আমরা প্রার্থনার পরিচর্যা কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম এবং এটাকে ব্যবহার করেছিলাম। প্রার্থনার ক্ষেত্রে বাইবেলের ভিত্তি কি তা আমরা এখানে ব্যাখ্যা করেছি যাতে পাঠক তা বুঝতে পারে এবং তার হৃদয় থেকে পবিত্র আত্মার সহযোগীতায় প্রার্থনা করতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই দিক নির্দেশনাটি একটি যন্ত্র, যেখানে ঈশ্বরের সহযোগীতায় বিশ্বাসীরা তাদের *"পিছুটানকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে"* এবং স্বাধীনভাবে চার্চের পরিচর্যার কাজ করতে পারে। এই দিক নির্দেশনাটি ঈশ্বর তাঁর যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে আমাদেরকে মুক্ত করেছিলেন। যারা এটা টাইপ করেছিল, অনুবাদ ও পুনরায় পর্যবেক্ষণ করেছিল তাদের সবাইকে মুক্ত করতে ঈশ্বর এটাকে ব্যবহার করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, আপনাকে মুক্ত করতেও ঈশ্বর এটাকে ব্যবহার করবেন, যদি আপনি চান; স্বাধীনভাবে 'বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন' কাটাতে!

ভূমিকা

বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন

স্বর্গের প্রত্যেকটি আত্মিক দান ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকে দেওয়ার জন্য রেখেছেন *(ইফিসীয় ১:৩)*। ঈশ্বরের আকাঙ্খা যেন, আমাদের জীবন প্রাচুর্যে পূর্ণ হয় *(যোহন ১০:১০)* যীশু বলেছেন, এমনকি তাঁর চেয়েও বড় বড় কাজ আমরা করবো *(যোহন ১৪:১২-৪১)*। এমনকি, বিশ্বাসী হয়েও আমাদের জীবন সবসময় সহজ থাকে না এবং আমাদের চাওয়া অনুযায়ী সমস্ত কিছু ঘটে না। কিন্তু জীবনের খুব কঠিন পরিস্থিতিতেও আমাদের অন্তরে শান্তি এবং করুণাময় প্রতিক্রিয়া থাকা উচিত। এটাই বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন। যদি আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিজয়ী জীবন যাপন করছি না, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন শয়তান সেগুলি আমাদের থেকে হত্যা, চুরি এবং ধবংস করছে *(যোহন ১০:১০)*। আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এটা নয়।

> আন্তরিক সুস্থতা হল ব্যক্তিগত, জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপি পুনরুজ্জীবনের একটি বিশাল চাবিকাঠি।
> (রবার্ট ফেটিভেইট, লাইজা হাউস, ২০১৪)

'বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবনের' প্রার্থনা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, আমদেরকে যীশুর কাছাকাছি আসতে সাহায্য করা, পবিত্র আত্মার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া এবং যীশুর মত সেই আশ্চর্য কাজগুলো করা যা যীশু করেছিলেন *(লূক ২৪:৪৬-৪৯; প্রেরিত ৩:১৯-২০; ৪:২৯-৩০; ইফিসীয় ৪:১১-১৬; ফিলিপীয় ৩:১০-১১)* এই মন্ত্রণালয়টি সুসমাচারিক এবং এটি আমাদের জীবনে অভ্যন্তরীণ সুস্থতা, পবিত্রতা এবং রুপান্তর নিয়ে আসে। এটি শারীরীক সুস্থতা ও শয়তানকে নির্যাতন থেকে উদ্ধার পাওয়ারও ফলাফল হতে পারে (শারীরীক সুস্থতা এবং উদ্ধার সম্পর্কে এই ম্যানুয়ালটিতে দুটি আলাদা বিভাগ রয়েছে)।

মথি ১২:৩৩ পদে ফরীশিদের সাথে কথা বলার সময় যীশু বলেছেন, *“গাছ ভাল হলে তার ফল ভাল হবে, আবার গাছ খারাপ হলে তার ফল খারাপ হবে; কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়”*। আমরা বিজয়ী জীবন যাপন করছি কিনা তা বোঝা যায় আমাদের জীবনের “ফল” দেখে। যদি গালাতীয় ৫:১৯-২১ পদ তারপর গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদের মত হয়, তাহলে আমরা বিজয়ী জীবন যাপন করছি না বরং পাপের দাস হয়ে জীবন যাপন করছি *(যোহন ৮:৩৪)*। কৃষিকাজের মত করে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে যে গাছের ফল খারাপ সেই গাছের হয়তো শিকড়ে সমস্যা আছে, পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, অথবা পুষ্টির অভাব রয়েছে *(লূক ১৩:৬-৯)*। যদি শিকড় ভাল থাকে তাহলে তার ফলও ভাল হবে। প্রেরিত পৌল আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন যেন আমাদের শিকড় যীশুর কাছে পর্যন্ত পৌঁছায় এবং তাঁর উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের জীবন গড়ে তুলি *(কলসীয় ২:৭)*। এইভাবে, আমরা আমাদের জীবনের ফলকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারব *(যোহন ১৫:১৬)*।

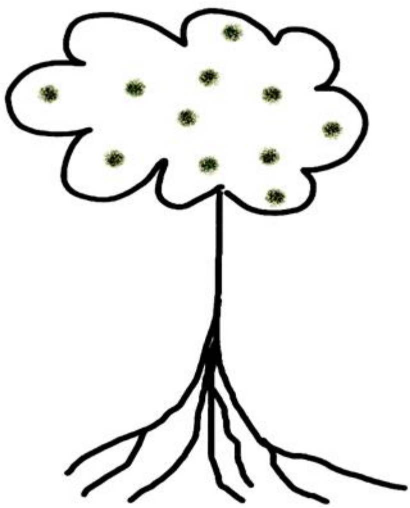

সুতরাং, যখন আমাদের জীবনের ফল ভাল হবে না, তখন ধরে নিতে হবে আমাদের আত্মিক শিকড়ে সমস্যা আছে। যেমন, হয়ত আমাদের জীবনে এমন কোন পাপ আছে যে বিষয়ে কখনও মন ফেরানো হয়নি অথবা যারা আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে এখনো সত্যি সত্যি ক্ষমা করা হয়নি। সেটা হতে পারে অনেক বছর আগের কথা। কেউ কেউ বলতে পারে, এটা অনেক বছর আগে ঘটেছিল এবং আমরা দুঃখ পেয়েছিলাম কিন্তু আমরা তা ভুলে গিয়েছি। এটা ক্ষমা নয় বরং ভুলে

যাওয়া। ক্ষমা হল আমাদের দ্বারা নির্বাচন করা একটি কাজ। যেমন, আমরা ক্ষমা করি কারণ *"...প্রভু আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন..." (কলসীয় ৩:১৩)*।

আমাদের জীবন আমাদের প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা গঠিত হয়[২]। এমনকি আমাদের মাতৃগর্ভেও অভিজ্ঞতা রয়েছে *(গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৬; যিশাইয় ৪৯:১)*। আমরা যখন বেড়ে উঠি এবং আমাদের বিকাশ ঘটে তখন এই অভিজ্ঞতাগুলির মাধ্যমে আমরা সাড়া দিই এবং শিখি। আমাদের সুস্থ মানব বিকাশের জন্য ছোটবেলা থেকে যেগুলো শিখতে হবে তা হল:

- কিভাবে ঈশ্বর ও মানুষের উপর নির্ভর করা যায় *(গীতসংহিতা ২২:৯);*
- কিভাবে ঐশ্বরিক উপায়ে নির্বাচন করা এবং আপনার আবেগের সাথে মোকাবিলা করা যায় *(ইফিসীয় ৪:২-৩; ৬:৪);*
- খ্রীষ্টতে আমরা কে এবং ঈশ্বর কে, এই ব্যাপারে কিভাবে আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায় *(দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৯; ফিলিপীয় ৪:১৩);* এবং
- আমাদের নিজেদের জন্য ঈশ্বরের নেতৃত্ব কিভাবে উপলব্ধি করবো তা জানা *(যিরমিয় ২৯:১১; যোহন ১০:২৭)*।

আমরা যদি আমাদের প্রথম বছরগুলিতে এই সুঅভ্যাস না করি তবে পরবর্তী জীবনে সমস্যা হতে পারে। প্রথম জীবনে আমরা যে ব্যাথা পেয়েছি তার প্রতি আমাদের অধার্মিক প্রতিক্রিয়ার কারণে, ঈশ্বর আমাদের যা করতে চেয়েছেন তা হতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, যখন আমরা খুব ছোট থাকি তখন ঐশ্বরিক উপায়ে কিভাবে রাগ দমন করতে হয় তা শিখি না *(ইফিষীয় ৪:২৬-২৭),* একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে আমরা যখন রেগে যাই তখন বেশিরভাগ সময় আমরা অধার্মিক উপায়ে একটা বাচ্চার মত আচরণ করে থাকি। যেমন, আক্রমণাত্মক আক্রমন বা মুখ গুমড়ে থাকা, যা আমাদের সম্পর্কের ক্ষতি করে। আমাদের ছোটবেলায় যা ঘটেছিল তার

---

[২] জন এবং পলা স্যান্ডফোর্ড; *'রেসটোরিং দ্য খ্রীষ্টান ফ্যামিলি'*, ২০০৯, কারিশমা হাউস।

প্রতি পাপপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানানোর কারনে আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে অনেক সমস্যা হয়। ঈশ্বর হলেন পুনরুদ্ধারকারক। শুধুমাত্র তিনি আপনার ক্ষতিগ্রস্থ জীবন পুনরুদ্ধার করতে পারেন!

এই শিক্ষা আমাদেরকে আমাদের জীবনের খারাপ ফল ও তার মূল কারণ খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। তারপর, যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে সেই মূল কারণ থেকে মুক্ত হয়ে, মন ফেরানো ও ক্ষমার উপহার হিসাবে আমাদের অন্তরকে তিনি সুস্থ করবেন, যা তিনি আমাদেরকে দিতে চেয়েছেন বা প্রতিজ্ঞা করেছেন।

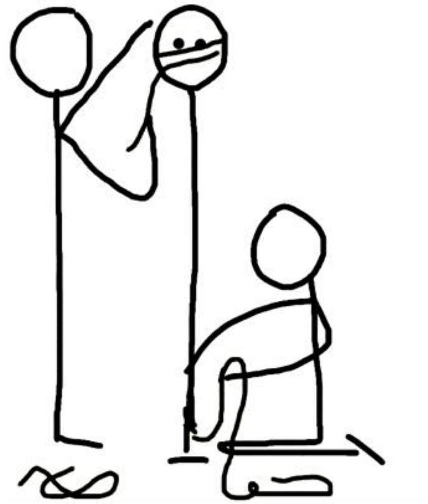

কিছু কিছু সময় খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা বারবার একই পাপে পড়তে থাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই পাপের ফাঁদে আটকে থাকে। এই রকম অবস্থায় তারা খ্রীষ্টীয় ভাই বোনদের দ্বারা সাহায্য পেতে পারে *(গালাতীয় ৬:১)*।

"নতুন জন্ম" পাওয়া 'সাধারণ' বিশ্বাসীরা চার্চ গঠনের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে, অন্যান্য সাধারণ বিশ্বাসীদেরকে যীশুর পথে চলতে (শিষ্যত্ব গ্রহণে) সাহায্য করার মাধ্যমে *(ইফিষীয় ৪:১২)*। এই 'সাধারণ মানুষদের' ভূমিকা সেই যিহোশূয়ের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মত হতে পারে *(সখরিয় ৩:৪)*। তারা স্বর্গদূতদের কাছ থেকে যিহোশূয়ের মলিন বস্ত্র খুলে নেওয়ার নির্দেশ পেয়েছিল যতক্ষন না ঈশ্বর তাকে পবিত্র করেন। তারা আবার সেই সমস্ত সাধারন লোকদের মত যারা লাসারের জীবিত হয়ে ওঠার সময় পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল *(যোহন ১১:৪৩-৪৪)*। তারা যীশুর দেওয়া নির্দেশাবলী পালন করেছিল, লাসারের কবরের কাপড়গুলি সরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া

লাসারের একটি নতুন মুক্ত জীবনকে উপভোগ করতে দেখার দ্বারা।

হতে পারে আমাদের কিছু অভ্যাসগত বা আবর্তক পাপ রয়েছে যেগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হয়। কখনও কখনও সেগুলি আমাদের থেকে নয় তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা উদ্ভূত হয়। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপগুলি নির্দিষ্টভাবে স্বীকার করতে পারি এবং ঈশ্বরকে আমাদের পরিবারকে এইভাবে পাপের প্রবনতা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং ক্ষমা করার জন্য বলতে পারি *(নহিমিয় ৯:২)*। এইগুলির সাথে মোকাবিলা করা এবং অধার্মিকতার বন্ধন, বিচারের নিন্দা, নেতিবাচক শব্দ এবং অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়গুলি আমাদেরকে আরও কার্যকরভাবে উপকার করতে এবং আশীর্ব্বাদগুলি উপভোগ করতে সক্ষম করে তোলে যা যীশু ক্রুশে আমাদের জন্য জয় করেছেন। এগুলো পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

> স্বাধীনতা, আমরা যা চাই তা করার অধিকার নয়, কিন্তু ঈশ্বর যা চান তা করার ক্ষমতা।

লেখকেরা এই সমস্ত প্রার্থনাগুলো নিজেদের জন্য ব্যবহার করেছেন এবং ঈশ্বর আশ্চর্য উপায়ে তাদেরকে উত্তর দিয়েছেন এরপর থেকে, তারা এই দিক নির্দেশনাটি বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন মানুষের কাছে ব্যবহার করেছেন এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমস্ত মানুষকে এইরকমভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা প্রতিনিয়তই এটা দেখে অবাক হয়েছেন যে যারা সত্যি সত্যি ঈশ্বরের কাছাকাছি আসতে চায় তাদেরকে সাহায্য করার জন্য কিভাবে ঈশ্বর সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেছেন। তাদের আশা ও প্রার্থনা হল এই যখন আপনি এই দিক নির্দেশনাটি পড়বেন, আপনি যেন আরো বেশি করে যীশুর কাছে আসতে পারেন, এবং অন্যদেরকেও একইভাবে সজ্জিত হতে সাহায্য করতে পারেন। তাদের আকাঙ্খা যেন, সমস্ত জায়গার সমস্ত মানুষ ‘বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন’ যাপন করে!

পাপ ও পবিত্রতা

ঈশ্বর পবিত্র। এর অর্থ হল, ঈশ্বরের মধ্যে কোন পাপ নেই। ঈশ্বর পবিত্র অথবা আমরা বলতে পারি, সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত কিছু থেকে তিনি আলাদা। তিনি স্বর্গীয়। মহিমান্বিত। তাঁর উপস্থিতিতে কোন পাপ থাকতে পারে না। আমরা যদি তাঁর সামনে উপস্থিত হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে পবিত্র হতে হবে যদিও এটা আমাদের জন্য অসম্ভব কিন্তু ঈশ্বরের জন্য সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য এটা করেন যখন আমাদের *"নতুন জন্ম"* হয় এবং খ্রীষ্টতে আমাদের নতুন সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারপরেও সমস্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা পরিত্রাণ পাওয়ার পরেও পাপ করতে থাকে এবং কেউ কেউ আবার আগের জীবনের পাপ দ্বারাও আক্রান্ত থাকে।

বাইবেলের সমস্ত 'চিঠি' বিশ্বাসীদের জন্য উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। মাঝে মধ্যেই বিশ্বাসীদেরকে তাদের পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে কারণ এটা বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল এবং অবিশ্বাসীদেরকে যীশুর কাছ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল। এখনও একই রকম হয়। ঈশ্বরের মতো চরিত্রকে (পবিত্রতা) আমাদের জীবনে ধারণ করার জন্য এই পৃথিবীতে ধারাবাহিকভাবে আমাদের পাপ মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এটা ঐশ্বরিক চরিত্র বা 'ফল' আমাদের জীবনে আমরা বিকশিত করি যা অনন্তকালের জন্য গণ্য করা হবে *(মথি ৭:১৭-২৩; ২ করিন্থীয় ৫:১০; গালাতীয় ৫:১৯-২৬; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৪-১৫)*।

"ধন্য তাহারা, যাহারা আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করে, যেন তাহারা জীবন-বৃক্ষের অধিকারী হয়, এবং দ্বার সকল দিয়া নগরে প্রবেশ করে। বাহিরে রহিয়াছে কুকুরগণ, মায়াবিগণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও প্রতিমাপূজকেরা, এবং যে কেহ মিথ্যা কথা ভালবাসে ও রচনা করে। আমি যীশু আপন দূতকে পাঠাইলাম, যেন সে মণ্ডলীগণের নিমিত্ত তোমাদের কাছে এই সকল সাক্ষ্য দেয়। আমি দায়ূদের মূল ও বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয়

নক্ষত্র।” (প্রকাশিতবাক্য ২২:১৪-১৬)

বাইবেল আমাদেরকে বলে যে, মানব জাতির শুরু হয়েছিল আদম ও হবা এর থেকে। ঈশ্বর মানব জাতিকে তৈরী করেছিলেন তাঁর সাথে সহভাগিতা করার জন্য। কিন্তু তারপর আদম ও হবা পাপ করল এবং সমস্ত মানব জাতি পাপী হয়ে গেলো এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল *(আদিপুস্তক ৩)*। শুধু একটি মাত্র অবাধ্যতা (আদম, হবার পাপ) আমাদের পবিত্রতাকে নষ্ট করে দিল। সেই সময়, ঈশ্বর বাইবেলে শয়তানকে নিয়ে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, যার উপর সম্পূর্ণ বাইবেলের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে। তা হল – স্ত্রীলোক থেকে আসা বংশ শয়তানের মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে *(আদিপুস্তক ৩:১৫)* এটা যীশুর কথা বলে। তাঁর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান, পাপ ও মৃত্যুর উপর তাঁর সম্পূর্ণ বিজয় এবং ঈশ্বরের সাথে মানুষের পুণর্মিলনের পথ।

বাইবেল হল, পাপের মধ্য দিয়ে মানুষের সম্পূর্ণ ধবংস এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রতিকারের দলিল।
(চার্লস এইচ. স্পারজন)

ঈশ্বর চিরদিনের জন্য আমাদেরকে তাঁর কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে চাননি। তাই তিনি একটি উপায় বের করলেন যাতে আমরা তাঁর সাথে আবার মিলিত হতে পারি। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র, যীশুকে পাঠালেন, আমাদের পাপ ও অবাধ্যতার জন্য তিনি মারা গিয়ে সেই মূল্য পরিশোধ করলেন। যীশু, ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে সমস্ত আনন্দকে উপেক্ষা করে, একজন সাধারণ মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে বাস করলেন। যীশু সমস্ত দিক থেকে আমাদের মত ছিলেন, একই রকম প্রলোভন তাঁর বেলায়ও প্রযোজ্য ছিল, শুধু ব্যতিক্রম ছিল তিনি আমাদের মত পাপ করেননি *(ইব্রীয় ৪:১৫; ৭:২৬)*। তাঁর পিতা, ঈশ্বর যা চেয়েছেন যীশু শুধুমাত্র তাই বলেছেন ও করেছেন। এটাই যীশুর জীবনকে, আমাদের জীবনের জন্য নিখুঁত আদর্শ হিসাবে তৈরী করেছে।

যীশু আমাদের প্রত্যেকের জন্য ক্রুশে, একজন আসামীর মত মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি ছিলেন সেই নিখুঁত বলিদান যা সকল সময়ের, সকল মানুষের, সমস্ত পাপের মূল্য পরিশোধ করেন। তিনি কখনও কোন পাপ করেননি কিন্তু পাপীদেরকে ঈশ্বরের ঘরে নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তিনি মৃত্যুবরন করেছিলেন *(১ পিতর ৩:১৮)*। আমাদের জন্য যীশুর উৎসর্গকে স্বীকার করা এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের পাপভার নিয়ে নেন। তখন, আমরা আমাদের নিজেদের জন্য ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরী করতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে অনন্তজীবনসহ সমস্ত অনুগ্রহ উপভোগ করতে পারি। এর ফল হবে আমাদের 'পরিবর্তিত হৃদয়' এবং ঈশ্বরের প্রতি ও বিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের আচরণের পরিবর্তন। আমাদের সত্তার অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক পরিবর্তন হবে। বাইবেলে যাকে বলা হয় *"নতুন জন্ম" (যোহন ৩:৩)*।

> বাইবেল আপনাকে পাপের কাছ থেকে দূরে রাখবে অথবা পাপ আপনাকে বাইবেলের কাছ থেকে দূরে রাখবে।
>
> (ডি. এল. মুডি)

আমরা নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র করতে পারি না; এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল। কিন্তু যখন আমাদের *"নতুন জন্ম"* হয় তখন আমরা নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠি। আমাদের পুরাতন স্বভাবগুলো চলে যায় এবং আমরা নতুন করে শুরু করি। যখন যীশুকে আমরা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করি, ঠিক তখনই আমাদের কিছু কিছু স্বভাব ও আচরন পরিবর্তিত হয়; আমরা পাপে মারা যাই ও খ্রীষ্টে জীবিত হই! যদিও অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বলে, কিছু কিছু পুরাতন অভ্যাস মুছে যায় না। খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসাবে আমরা যত পরিপক্ক হব, সমস্ত দিক থেকে আমরা ততই যীশু খ্রীষ্টের মত হব। শিষ্য পৌল এই পক্রিয়াকে একটি যুদ্ধ বলেছেন *(রোমীয় ৭:১৪-২৫)*। এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার একমাত্র সমাধান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য রয়েছে। আমাদেরকে বিশ্বস্তভাবে সবসময় তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

আমাদের ভাল হওয়ার সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা ও সংগ্রাম আমাদেরকে এই বিজয় এনে দিতে পারবে না, যা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য অর্জন করেছেন। বাইবেলের অনেক পদ আমাদেরকে বলে, মনে প্রাণে পবিত্র আত্মার সাহায্যকে চাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা যীশুর মত হতে পারি।

"কিন্তু যদি পবিত্র আত্মার সাহায্যে দেহের সব অন্যায় কাজ ধ্বংস করে ফেল তবে চিরকাল জীবিত থাকবে। কারণ যারা ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনায় চলে তারাই ঈশ্বরের সন্তান।" (রোমীয় ৮:১৩-১৪)

"তাহলে তোমরা যখন মসীহের সঙ্গে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছ তখন মসীহ স্বর্গে, যেখানে ঈশ্বরের ডান দিকে বসে আছে সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলোর জন্য আগ্রহী হও।" (কলসীয় ৩:১)

"নূতন মানুষকে পরিধান করে নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে নূতনীকৃত হচ্চো।" (কলসীয় ৩:১০)

আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে হলে নিজের কাছে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমদের সমস্ত অহংবোধ, গর্ব, আত্মতুষ্টি, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা বিসর্জন দিতে হবে যাতে ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা ও পরিবর্তন করতে পারেন। 'খ্রিস্টকে' অবশ্যই আমদের জীবনে 'স্ব' প্রতিস্থাপন করতে হবে। আমাদের মধ্যে কিছু দোষ এবং অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র থেকেই যাবে, কিন্তু বিজয়ী বিশ্বাসী জীবনে যীশুর মত নিজেকে গড়ে তোলা এবং তাঁকে ঘনিষ্টভাবে জানার আকাঙ্খা সবসময়েই থাকে।

আমাদের স্বভাবকে কখনো কখনো স্পঞ্জের সাথে তুলনা করা যায়। আমরা চারিপাশের পরিবেশকে শুষে নিই। যাদের সাথে আমরা সময় কাটাই, আস্তে আস্তে তাদের মত হতে থাকি। ঈশ্বরের সাথে আমরা যত সময় কাটাই, (প্রার্থনা ও বাইবেল অধ্যায়নের মধ্য দিয়ে) এবং যীশু ও পবিত্র আত্মাকে আমাদের মন পরিবর্তন করার সুযোগ দিই, ততই

আমরা যীশুর মত হতে থাকি। এরপর, আমাদের জীবনে যখন কঠিন সময় আর পরীক্ষা আসে তখন ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যক্ষমতা, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন, এই স্বভাবগুলো পবিত্র আত্মার ফল হিসাবে দেখা যায় *(গালাতীয় ৫:২২-২৩)* অন্যদিকে, আমরা যদি জাগতিক আনন্দ আর ভোগ বিলাসে সময় কাটাই যা আমাদের স্বভাবে আছে, তাহলে আমাদের জীবনে পবিত্র-আত্মা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

পবিত্র আত্মা সবসময় আমাদেরকে সাহায্য করতে আগ্রহী, কিন্তু তিনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন এবং তাঁর সাহায্য আমরা কেবল তখনই পাব, যখন আমরা তাঁর কাছে সেটা চাইব এবং তাঁর পরিচালনায় চলতে প্রস্তুত থাকব *(গালাতীয় ৫:১৬-১৭)*।

আমাদের জীবনে যীশুর প্রভুত্ব মেনে নিয়ে এই প্রার্থনা উচ্চস্বরে করার মধ্য দিয়ে তা ঘোষণা করতে পারি।

প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

"প্রভু যীশু, আমি আমার জীবনে তোমার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছি এবং তোমাকে আমার প্রভু, আমার মুক্তিদাতা এবং যোগানদাতা হিসাবে গ্রহন করছি। আমার সারাজীবনের প্রভু হওয়ার জন্য, আমার জীবনে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি...

- আমার আত্মা ও সমস্ত উপাসনার প্রভু
- আমার মন এবং সমস্ত আচরণ ও চিন্তা - ভাবনার প্রভু
- আমার সমস্ত আবেগ অনুভূতির প্রভু
- আমার সমস্ত ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের প্রভু
- আমার দেহ এবং আমার শারীরীক স্বাস্থ্যের প্রভু
- আমার মৃত্যুর সময় ও প্রকৃতির প্রভু
- আমার যৌন জীবন ও যৌনচরনের প্রভু
- আমার পরিবার ও আমার সমস্ত সম্পর্কের প্রভু
- তোমার জন্য আমার দায়িত্ব ও কাজের প্রভু
- জাগতিক সমস্ত জিনিস ও প্রয়োজন মেটানোর প্রভু
- আমার আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর প্রভু

আমাকে মুক্ত করার জন্য যীশু তুমি তোমার রক্ত ঝরিয়েছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে, আমেন।"

মন্তব্য: 'যীশু' এই নামটা, হিব্রু ভাষাতে 'ইয়েশুয়া', মানে "প্রভু হলেন পরিত্রাণ"। যখন আমরা "যীশুর" নামে প্রার্থনা করি আমরা স্বীকার করি যে তিনি এমন ঈশ্বর যিনি রক্ষা করেন, সুস্থ করেন এবং উদ্ধার করেন। এটা তাঁর ক্ষমতা, তাঁর প্রকৃতি এবং তাঁর বিশ্বাস যা আমরা 'যীশুর নামে' প্রার্থনা করার সময় ব্যবহার করতে পারি। শুধুমাত্র 'যীশুর নাম' নিয়ে প্রার্থনা করার ব্যাপারে আমাদের সাবধান হতে হবে তাহলে যীশু তাতে একমত হবেন।

মন ফেরানো

"সময় এসে গেছে; ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে, তোমরা পাপের পথ থেকে মন ফেরাও এবং এই সুসমাচারের উপর বিশ্বাস কর।" (যীশুর বাক্যে মার্ক ১:১৫)

যীশু যখন তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন তখন এটাই ছিল তাঁর প্রধান বক্তব্য এবং বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে, অনুতাপ সহকারে মন ফেরানো আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে যীশু পৃথীবীতে তাঁর পরিচর্যা কাজ করার সময় মন ফেরানোর বিষয়ে কথা বলেছিলেন *(মথি ৪:১৭; মার্ক ১:১৫; লূক ১৫:১-৩২, ২৪:৪৭)*, এবং স্বর্গে আরোহণের পরেও *(প্রকাশিত বাক্য ২:৫, ২:২২, ৩:৩)*। এই শাস্ত্রগুলির মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যীশু বিশ্বাসীদের সাথে তাদের মন ফেরানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলেছেন।

প্রেরিত পৌল, তাঁর প্রচার কাজ এবং পরিচর্যার মধ্যেও, আমাদের অনুতাপ সহকারে মন ফেরানোর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তুলে ধরেছেন যেমন – প্রেরিত ২৬:২০ এবং ২করিন্থীয় ৭:৮-১০। রোমীয় ২:৪ পদে তিনি বলেছেন

> আত্ম সাক্ষ্য – যীশুর সঙ্গে আমার একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য
>
> "আমি এমন একজন যুবক যার জীবনে উদ্ধারের নিশ্চয়তা ছিল না এমনকি আমি আমার *'বিশ্বাস দিয়ে'* এই নিশ্চয়তার দাবী করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যে বিষয়গুলো আমাকে বিরক্ত করছিল সেগুলি নিয়ে অনুতাপ করার সাথে সাথেই আমি তৎক্ষণাৎ শান্তি অনুভব করেছিলাম এবং আমার হৃদয়ে আমি প্রভুর বাক্য শুনতে পেয়েছিলাম যে 'আমি তোমাকে কখনোই ছেড়ে যাব না এবং ত্যাগ করবো না।'"

যে ঈশ্বরের দয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমরা আমাদের পাপ থেকে মন ফিরাই, অর্থাৎ অনুতাপ করি। প্রেরিত পিতর আরও বলেছিলেন যে ঈশ্বর চান আমরা প্রত্যেকে অনুতপ্ত হই *(প্রেরিত ২:৩৮; ২ পিতর ৩:৯)*।

অনুতাপ সহকারে মন ফেরানো নিয়ে প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি হয়। কিছু লোক মনে করে যে অনুতাপ সহকারে মন ফেরানোর বিষয়ে কথা বলার ফলে আমাদের অতীতের পাপ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা চালিয়ে যাওয়া। যাইহোক, আমরা যে পাপগুলি করেছিলাম সেই পাপের সমস্ত স্মৃতি এবং সেই পাপের জন্য আমরা যে অপরাধবোধ অনুভব করি তা তাৎক্ষনিকভাবে দূরে চলে যাবে যখন আমরা **সত্যই** এর জন্য অনুতাপ করব। অনুতাপ সহকারে মন ফেরানো ঈশ্বরের থেকে একটা উপহার, একটা আশীর্ব্বাদ। অনুতাপ সহকারে মন ফেরানোর ফল হল অনন্তজীবন, ক্ষমা, আনন্দ ও স্বাধীনতা এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করা। এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

অনুতাপ সহকারে পাপ থেকে মন ফেরানো

অনুতাপ সহকারে মন ফেরানো মানে পাপকে পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফেরা। এটার অর্থ হল, আমরা আমাদের অন্যায় কাজগুলি ও ভুল চিন্তাভাবনাগুলি ছেড়ে চলে যেতে চাই এবং ঈশ্বরের আরও কছাকাছি আসতে চাই। আমরা যদি অনুতাপ সহকারে পাপ থেকে মন ফেরানোর **সিদ্ধান্ত** না নিই – তার মানে হল, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা পাপ থেকে আমাদের মন ফেরাতে চাই না! মন ফেরানো মানে শুধুমাত্র অপরাধবোধ বা ক্ষমা চাওয়া নয়। আমরা হয়ত নিজেকে দোষী অনুভব করতে পারি এবং কোনো একটা পাপ কাজের জন্য দুঃখ অনুভব করতে পারি। এমনকি আমারা আমাদের তিক্ত অশ্রু নিয়ে কাঁদতেও পারি (মথি ২৭:৩ যিহুদা ইস্কারিয়তের মতো), কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া দরকার। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, যখন আমরা পাপ

করি, তখন আমারা ঈশ্বরকে কষ্ট দিই। আমাদের মধ্যে পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগাতে হবে যেন এই কাজগুলো আমরা আর না করি। আর এইজন্য আমাদের ঈশ্বরের সাহায্য দরকার।

অনুতাপ সহকারে মন ফেরানো এমন একটি বিষয়, যা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে তাদের জীবনে কমপক্ষে একবার করতে হবে, তবে বিজয়ী জীবন যাপন করতে হলে আমাদেরকে প্রায়শই অনুতাপ সহকারে মন ফেরাতে হবে। যারা পাপ স্বীকার করে অনুতাপ সহকারে মন ফেরায় না, তারা শয়তানের কাছে দরজা খুলে দেয় যেন শয়তান প্রবেশ করে তাদের যন্ত্রণা দেয় *(ইফিষীয় ৪:২৬-২৭)*।

> অনেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট মন পরিবর্তন করে থাকেন কিন্তু তাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যের শক্তি অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হয়নি।
>
> (বিল জনসনের প্রতি অবদান)

ঈশ্বর আমাদের জীবনের সমস্ত দোষ ত্রুটি দেখতে পান; *"সৃষ্টির কোন কিছুই ঈশ্বরের কাছে লুকানো নেই। তাঁহার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁহার চক্ষুগোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে" (ইব্রিয় ৪:১৩)*। আমরা যা কিছু করি তা সবই ঈশ্বর জানেন – এমনকি আমাদের গোপন পাপগুলিও। গীতসংহিতা ৯০:৮ পদে গীতরচক ইশ্বরকে বলেছেন, *"তুমি রাখিয়াছ আমাদের অপরাধ সকল তোমার সাক্ষাতে, আমাদের গুপ্ত বিষয় সকল তোমার মুখের দীপ্তিতে"*। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে ঈশ্বর আমাদের রেকর্ড বই খুলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, যেন আমরা আমাদের পাপ থেকে অনুতাপ সহকারে মন পরিবর্তন করে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চাই। আর, আমরা যখন সেটা করি, তিনি তাঁর কলমটা যীশুর রক্তে ডুবিয়ে আমাদের পাপের সমস্ত চিহ্ন মুছে দেন।

"ধন্য তাহারা, যাহাদের অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহাদের পাপ আচ্ছাদিত

হইয়াছে, ধন্য সেই ব্যক্তি যাহার পক্ষে প্রভু পাপ গণনা করেন না ও যাহার হৃদয়ে প্রবঞ্চনা নাই।" (গীতসংহিতা ৩২:১-২ এবং রোমীয় ৪:৭-৮)

"তিনি ফিরিয়া আমাদের প্রতি করুণা করিবেন; তিনি আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দ্দিত করিবেন; হাঁ, তুমি আপন লোকদের সমস্ত পাপ সমুদ্রের অগাধ জলে নিক্ষেপ করিবে।" (মীখা ৭:১৯)

"তৎপরে তিনি বলেন, "এবং তাহাদের পাপ ও অধর্ম সকল আর কখনও স্মরনে আনিব না।"" (ইব্রীয় ১০:১৭)

"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।" (১ যোহন ১:৯)

পবিত্র শাস্ত্রের ১ যোহন ১:৯ পদে আমরা পাই, আমরা যে সমস্ত পাপ স্বীকার করি, ঈশ্বর সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।

বিশ্বাস করা

পাপ থেকে মন ফেরানোর পূর্বে, যীশু কে, এবং তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন, তার উপর বিশ্বাস করতে হবে।

যিশু চান যেন, আমরা সু-সংবাদের নিম্নোক্ত তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর বিশ্বাস করি।

১। যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং সেই অভিষিক্ত খ্রীষ্ট অথবা মশীহ

২। যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন

৩। যীশু তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন

এই বিষয়গুলো বাইবেলের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যাবে কিন্তু সব একসাথে লেখা আছে ১ করিন্থীয় ১৫:১-৬ এবং ২৩ পদে। এই ঘটনাগুলি ছাড়াও, পুনরুত্থিত যীশুকে প্রায় ৫০০ এর বেশী মানুষ দেখেছিলেন এবং যারা যীশু

খ্রীষ্টের বিশ্বাসী, তারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনে আবার জীবিত হবে। আমরা যদি এই বিষয়গুলো বিশ্বাস করি, তাহলে আমাদের বিশ্বাস আছে। কারণ যীশু আমাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন, আমরা আমাদের এই বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে পারি, আমাদের নির্দিষ্ট পাপগুলো সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব যীশুর উপর তুলে দিয়ে। আমরা এটা করতে পারি আমাদের পাপসকল চিহ্নিত করে, স্বীকার করা এবং যীশুর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাঁর মত হওয়ার দ্বারা।

আমাদের পাপ চিহ্নিত করা

মন ফেরানোর প্রথম ধাপ হল, আমাদের পাপকে চিহ্নিত করা। কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে। যতবার আমরা অনুধাবন করব, আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজ যীশুর মত নয় ততবার আমাদের মন ফেরানোর দরকার। প্রায়শই সংস্কৃতির নিয়মগুলি বাইবেল যা বলে তা নিয়ে একমত না। পরিশিষ্টে, নতুন নিয়ম থেকে পাওয়া মন ফেরানোর তালিকা এবং নতুন ও পুরাতন নিয়ম থেকে বিষয় ভিত্তিক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে। যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায় ও শাস্ত্র থেকে পাওয়া মন ফেরানোর তালিকা দেখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন, যেন তিনি আপনার পাপপূর্ণ – আচরণকে দেখিয়ে দেন।

> সুক্ষ বিচার বুদ্ধির সহজ নিয়ম: এটার উৎপত্তি কি আলোর রাজ্য থেকে নাকি অন্ধকারের রাজ্য থেকে?
> (বিক্টর ডিমন্তে, অ্যাডনয়ে)

আমরা অনেকেই ঈশ্বরের আগে অন্যান্য বিষয়কে রাখি *(১ যোহন ৫:২১)*। আমরা অনেক সময় অন্যান্য দেবতার উপাসনা করি। হয়তো পরিবারের কাউকে, কোন খেলোয়ারকে অথবা কোন পালককে যীশুর চেয়ে বড় করে প্রাধান্য দেই। অনেক সময় টাকা ও জাগতিক সম্পদকে ঈশ্বরের চেয়ে বেশী

ভালবাসি। হয়তো আমাদের মনে কারও প্রতি কামনা জাগতে পারে বা অশ্লীল ছবি দেখতে পারি। শান্তি, সুস্থতা এবং জীবনে ভাল হওয়ার ক্ষেত্রে যীশুর উপর বিশ্বাস না রেখে বরং শারীরীক ব্যায়াম বা কোন সুস্থতার পদ্ধতি ব্যবহার করি যা অন্ধকার রাজ্যের শক্তির সাথে যুক্ত। যারা আমাদেরকে কষ্ট দেয় তাদেরকে হয়তো আমরা ক্ষমা করছি না অথবা আমাদের মুখের কথা বা অন্তর দিয়ে আর একজনের বিচার বা সমালোচনা করছি। আমরা হয়তো আমাদের পরিবারের সদস্যদের উপর খুবই রাগান্বিত, স্ত্রী বা স্বামী বা সন্তানদেরকে প্রহার করি। আমরা হয়তো পরচর্চা করি। এমনকি যেটা ভাল কাজ, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে করতে বলেননি সেটাও পাপ। (বাইবেলের ইব্রীয় ৬:১ পদে একে *"মন্দ কাজ"* বা *"মৃত কাজ"* বলেছে)। মনে রাখুন, প্রত্যেকটা পাপই পাপ। সু-সংবাদ এটাই যে, যখন আমরা পাপ স্বীকার করি ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাই তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন না, তাঁর কাছে কখনই সেটা তত খারাপ না অথবা কতবার করেছি তাও ব্যাপার না।

"যীশু আরও বললেন, "মানুষের ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে তা-ই মানুষকে অশুচি করে, কারণ মানুষের ভিতর অর্থাৎ অন্তর থেকেই মন্দ চিন্তা, সমস্ত রকম ব্যাভিচার, চুরি, খুন, লোভ, অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা, ছলনা, লম্পটতা, হিংসা, নিন্দা, অহংকার এবং মূর্খতা বের হয়ে আসে এই সব মন্দতা মানুষের ভিতর থেকেই বের হয়ে আসে এবং মানুষকে অশুচি করে।"" (মার্ক ৭:২০-২৩)

"তোমরা যখন পাপপূর্ণ স্বভাবের অনুসরণ করো, *পাপ স্বভাবের কাজগুলো স্পষ্টই দেখা যায়। সেগুলো হল-ব্যাভিচার, অশুচিতা, লম্পটতা, প্রতিমা-পূজা, জাদুবিদ্যা, শত্রুতা, ঝগড়া, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা, অমিল, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, হৈ-হুল্লোর করে মদ খাওয়া, আর এই রকম আরও অনেক কিছু। আমি যেমন এর আগে তোমাদের সতর্ক করেছিলাম এখনও তাই করে বলছি, যারা এইরকম কাজ করে ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের জায়গা হবে না। কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হল-ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব,*

ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও ইন্দ্রিয়দমন। এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই।" (গালাতীয় ৫:১৯-২৩)

[কিছু 'ক্ষমার অযোগ্য' পাপ রয়েছে *(মথি ১২:৩২; ১ম যোহন ৫:১৬)*। কিন্তু আমাদের যদি ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়ার আকাঙ্খা থাকে, তাহলে আমরা তা করব না।]

ঈশ্বর আমাদের পাপকে ঘৃণা করেন এবং চান আমরাও পাপকে ঘৃণা করি। যখন আমরা আমাদের পাপকে চিহ্নিত করে সেই পাপপূর্ণ আচার-আচরণকে ঘৃণা করি, তখনই আমরা সেই সমস্ত কাজ করা বন্ধ করি।

আপনি এখনই ঈশ্বরের কাছে সেই বিষয়গুলো আপনার কাছে প্রকাশ করার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন যা তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে বা এখনো করে চলেছে। যে সমস্ত পাপ তাঁর থেকে আপনাকে আলাদা করেছে, সেই সমস্ত পাপ তিনি তাঁর তালিকা বই থেকে বাদ দিতে চান।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু তৎক্ষণাৎ আমার বিবাহিত জীবনকে সুস্থ করেছেন

"আমার "নতুন জন্ম" হওয়া সত্ত্বেও আমি একজনকে বিয়ে করেছিলাম, যে "নতুন জন্ম" নেওয়া খ্রীষ্টান ছিল না। অনেক বছর আমাদের বৈবাহিক জীবন খুব খারাপ ছিল। অনেক বছর পর, অন্তত একজন অবিশ্বাসীকে বিয়ে করার জন্য আমি অনুতপ্ত হয়েছিলাম। ঈশ্বর আমার স্বামীর জীবনে কাজ করলেন এবং তার পাপের জন্য অপরাধ বোধ দিলেন। তারপর তার মন ফেরানো হল এবং গৌরবময় "নতুন জন্ম" হল। তাৎক্ষণিকভাবে ঈশ্বর আমাদের বিবাহিত জীবনের সমস্ত কিছুকে সুন্দর করে তুললেন।"

"হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ, আর আমার অন্তরের অবস্থা জেনে নাও; আমাকে যাচাই করে দেখ, আর আমার দুশ্চিন্তার কথা জেনে নাও। তুমি দেখ আমার মধ্যে এমন কিছু আছে কি না যা দুঃখ দেয়; তুমি আমাকে অনন্ত জীবনের পথে চালাও।" (গীতসংহীতা ১৩৯:২৩-২৪)

নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি হয়ত আপনার জন্য উপকারী হতে পারে:

"স্বর্গীয় পিতা, আমি যেসব পাপ করেছি সেগুলো সুনির্দিষ্ট করে আমাকে তুমি দেখিয়ে দাও এবং সেগুলো তুমি আমার জীবন থেকে এখনই সরিয়ে নাও। যীশুর নামে চাই, আমেন"।
(এরপর ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা চিন্তা, আবেগ ও গভীর অনুভূতির জন্য অপেক্ষা করুন)

আমাদের পাপ স্বীকার করা

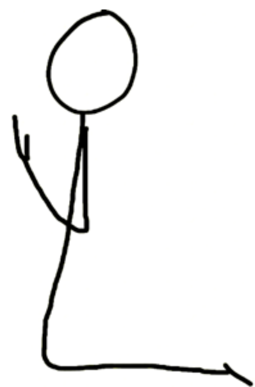

আমাদের পাপপূর্ণ মনোভাব ও আচার-আচরণ চিহ্নিত করার পর, আমাদেরকে সেই পাপ স্বীকার করতে হবে এবং তা থেকে ফিরতে হবে। যদি এরকম কোন পাপ বারবার আমাদের চিন্তায় ফিরে আসে, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বারবার ঈশ্বরের কাছে চাইতে হবে যেন তিনি সেই বিষয়গুলি থেকে আমাদের মন ফেরাতে, দূরে থাকতে এবং আলাদা থাকতে সাহায্য করেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন আমরা পাপ স্বীকার করি তখন সেটা যেন নির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত ভাবে করি।

বাইবেল মানুষের নির্দিষ্ট পাপগুলির অনেক বিস্তারিত ঘটনা বলে। যেমন: রাজা দায়ূদ – ব্যাভিচার করার দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলেন, প্রতারণা এবং গণহত্যা *(২ শমুয়েল ১১ ও ১২)*। যেভাবে ঈশ্বর নাথানকে বলেছিলেন, দায়ূদ ঠিক কি কি অন্যায় করেছেন *(২ শমুয়েল ১২:৯-১০)*। ঈশ্বর জানেন, ঠিক কি কি পাপ আমরা করেছি। কোন কিছুই ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকানো নয়, তিনি আমাদের হৃদয় ও অন্তর জানেন এবং তিনি দেখতে পান আমরা কি চিন্তা করি ও কি কাজ করি। পবিত্র ঈশ্বরের সামনে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে সৎ থাকা প্রয়োজন কারণ তিনি আমাদের ব্যাপারে

সমস্ত কিছু জানেন এবং তিনি চান আমাদের পাপের দায়িত্ব আমরা নিজেরাই নিই *(প্রকাশিত বাক্য ২:২৩)*।

প্রত্যেক পাপ পাপীদের উপরে, অন্যান্যদের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে। একটি পাপ আমাদেরকে আরও পাপ করতে পরিচালনা করে যখন আমরা প্রথম পাপকে লুকাই। পাপের যে পুরো এক বড় বেড়াজাল রয়েছে তা প্রথমে সণাক্ত করতে হতে পারে এবং স্বীকার করার প্রয়োজন হতে পারে, যাতে ব্যক্তি এগুলির থেকে মুক্ত হয়। তারপর সেই ব্যক্তি ঈশরের অনুগ্রহ উপলব্ধি করতে পারে যা তার পাপ ক্ষমা করে, এবং ক্ষতিগুলো সমাধান করতে সাহায্য করে।

যখন আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, তখন আমরা ঈশরের সাথে একমত হই ও প্রকাশ্যে মেনে নেই যে আমরা পাপ করেছি। স্বীকারোক্তি মানে হল উচ্চস্বরে বলা। বাইবেলে কোথাও পরোক্ষভাবেও উল্লেখ হয়নি যে, পাপ স্বীকার নীরবে হয়েছে। আমরা আমাদের মুখ দিয়ে স্বীকার করি: *"তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর..." (রোমীয় ১০:৯-১০)*। একবার আমরা স্বীকার করে নিলে ঈশ্বর অসম্ভব কাজ করতে পারেন এবং এই পাপগুলি ক্ষমা করতে পারেন।

আমরা যে সমস্ত পাপের স্বীকার ঈশ্বরের কাছে করি না, সেই সমস্ত পাপের ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি তিনি আমাদেরকে দেননি *"যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি তবে তিনি তখনই আমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং সমস্ত অন্যায় থেকে আমাদের শুচি করেন, কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য এবং কখনও অন্যায় করেন না।" (১ যোহন ১:৯; হিতোপদেশ ২৮:১৩)*

"সেইজন্য এস, আমরা সাহস করে ঈশ্বরের দয়ার সিংহাসনের সামনে এগিয়ে যাই, যেন দরকারের সময় সেখান থেকে আমরা তাঁর করুণা ও দয়া পেতে পারি।" (ইব্রীয় ৪:১৬)

আমাদেরকে ক্ষমা ও পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

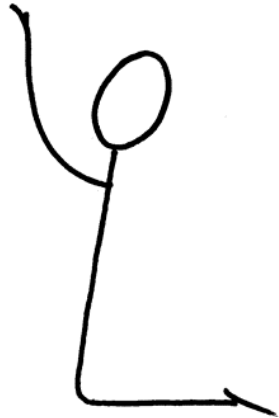

আমাদের পাপ স্বীকার করার পর আমরা ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে পারি। আমরা ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি যেন তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা যাদেরকে অশুচি করেছি তাদেরকে শুচি করেন *(১ যোহন ১:৯)*। এবং বিবেচনা করতে পারি কিভাবে আমরা তাদের জন্য সঠিক কাজটি করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি। যারা যারা আমাদেরকে ব্যাথা দিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করা অথবা তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাওয়া দরকার। আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে বলতে হবে যে, আমরা পরিবির্তন হতে চাই এবং আরো যীশুর মত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তারপর, আরও গভীরভাবে যীশুকে ও তাঁর পবিত্র আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে আসতে এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করতে আহ্বান জানাতে হবে।

প্রার্থনা সহায়িকা, যদি আপনি জানেন আপনি পাপ করেছেন:

- কি পাপ করেছেন তা স্বীকার করুন (খুবই নির্দিষ্টভাবে)।
- প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে ও অন্যজনকেও ক্ষমা করেন ও ধুয়ে পরিষ্কার করেন এবং পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেন।
- ঈশ্বরের কাছে চান কোন বিষয়গুলি সংশোধন করতে হবে তা যেন আপনাকে দেখিয়ে দেন।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান করুন (আবার) এবং আপনাকে পবিত্র আত্মাতে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করে তুলুন।

এখানে মন ফেরানোর একটি নমুনা প্রার্থনা দেওয়া হল যা আপনাকে ঈশ্বরের আরও কাছাকাছি যেতে সাহায্য করবে। আপনার নিজের ভাষায় প্রার্থনাটি করলে তা হবে আরও বেশি কার্যকারী কারণ এই প্রার্থনা আপনার অন্তর থেকে আসে।

মন ফেরানোর প্রার্থনা

“স্বর্গীয় পিতা, আমি স্বীকার করছি যে আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমি... *(এবার উচ্চস্বরে ঈশ্বরের কাছে সেই নির্দিষ্ট পাপটির কথা স্বীকার করুন। সত্যি সত্যি সততার সহিত প্রত্যেকটি ঘটনা বিস্তারিতভাবে ঈশ্বরের কাছে বলুন)* এই পাপ পরিত্যাগ করছি। আমি পাপ করেছিলাম। আমি এই পাপ থেকে মন ফিরিয়ে তোমার দিকে ফেরার মনস্ত করেছি।

“অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা কর এবং যীশুর রক্তে আমাকে ধৌত কর। আমি বদলাতে চাই, আমাকে পরিবর্তন কর এবং আমাকে একটি নতুন হৃদয় দাও। আমার উপরে বা অন্যের উপরে এই পাপের প্রভাব তুমি বন্ধ করে দাও। প্রভু যীশু, আমার হৃদয়ে আস (আবারও) এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ কর।

“আমি যাদেরকে কষ্ট দিয়েছি তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করি। পিতা তুমিও তাদেরকে আশীর্ব্বাদ কর। কোন বিষয়গুলি আমাকে সংশোধন করতে হবে তা আমাকে দেখাও। প্রলোভনের হাত থেকে দয়া করে আমাকে রক্ষা কর এবং মন্দ থেকে রক্ষা কর। তোমাকে ধন্যবাদ। যীশুর নামে চাই, আমেন”।

অনুতাপ সহকারে মন ফেরানোর প্রার্থনা করার পরে, নিম্নলিখিত শাস্ত্রটি প্রার্থনা হিসাবে ঘোষণা করা সহায়ক হবে।

ঈশ্বরের ক্ষমার নিশ্চয়তা

উচ্চস্বরে এটি ঘোষণা করুন *(১ যোহন ১:৮-১০ থেকে)*

"হে প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ যে, তোমার বাক্য বলে যখন আমি আমার পাপ স্বীকার করি তখন তুমি তোমার ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে আমার পাপ ক্ষমা করে দাও এবং আমার অন্তরের সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি কর। তাইজন্য আমি ক্ষমা পাই! তোমার ক্ষমার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যীশুর নামে চাই, আমেন।"

আমাদেরকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে, ঈশ্বর সেই পাপকে আমাদের হৃদয় থেকে অপসারন করেন। এরপরে যীশু ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের হৃদয়ে আরও বেশি জায়গা হয়। যদি আমরা যিশুকে ও পবিত্র আত্মাকে আহ্বান জানাই তখনই তিনি আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করেন *(প্রকাশিত বাক্য ৩:২০)*। এটা অনেকটা এরকম দরজার মত যেখানে হৃদয়ের দরজার হাতলটি শুধুমাত্র ভেতর দিকেই আছে তাই শুধুমাত্র আমরাই আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলতে পারি! যত বেশি আমরা যীশু ও পবিত্র আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে আহ্বান জানাব তত বেশি তিনি আমাদের মধ্যে বসবাস করবেন *(কলসীয় ১:২৭)*, যত বেশি আমরা তাঁর মত হব, তত বেশি পবিত্র আত্মার ফল আমাদের জীবনে ধরবে *(গালাতীয় ৫:২২)*। এটা অনেকটা 'আত্মিক শ্বাস-প্রশ্বাস' এর মত। যত বেশি আমরা পাপ থেকে খালি হব, তত বেশি আমরা চাইতে পারব যেন যীশু, পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বরের প্রেম দ্বারা আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয় *(রোমীয় ৫:৫)*।

মনে রাখবেন, আমাদের নিজেদের চেষ্টা দ্বারা আমরা পরিবর্তিত হই না – আসলে আমরা পারি না! এটা ঈশরের কাজ, যখন তাঁকে আমরা আহ্বান জানাই তখন তিনি আমাদেরকে পরিবর্তন করেন।

একে অন্যের সাথে প্রার্থনা

পূর্বের মন ফেরানোর প্রার্থনা করার পরও যদি পাপের উপর বিজয় না হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত পাপের ভিত্তির কারণ বা মূল এখনও উন্মোচিত হয়নি এবং সত্যিকারের মন ফেরানো হয়নি। তাহলে আবার প্রার্থনাটি করা উচিত তবে এবার একজন বিশ্বস্ত খ্রীষ্টীয় বন্ধুর উপস্থিতিতে তা করতে হবে যেন মূলের কারণটি উন্মোচিত হয়। তাহলে এই মানুষটি তার পাপ থেকে ফিরতে পারবে (অথবা যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করতে পারবে)। একজন 'প্রার্থনার পরিচালক' তার সাথে প্রার্থনায় একমত হতে পারেন এবং ঈশ্বর যা করেছেন তার সাক্ষী হতে পারেন *(মথি ১৮:১৯-২০)* এবং তাকে নিশ্চিত করবে যে তিনি ক্ষমা পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে, যখন হৃদয়ের গভীরে মুক্তির অনুভূতি ও হাল্কাবোধ হবে, সাধারণত তখনই তারা জানবে যে তারা ক্ষমা পেয়েছেন।

যে কাউকে পরিচর্যা করার সময় তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এই পাপের কথা আর মনে রাখবেন না;

আত্ম সাক্ষ্য – মন ফেরানোর পর যীশু-খ্রিষ্ট দ্বারা আরোগ্য লাভ

"পিঠে ব্যাথা এমন একজনের জন্য আমি প্রার্থনা করছিলাম। আমি আদেশ দিলাম যেন তার পীঠ সুস্থ হয় এবং প্রত্যেকটি হাড় যেন সারিবদ্ধ হয় এবং তার ব্যাথা যেন চলে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার পীঠের ব্যাথা প্রায় চলে গেল কিন্তু কাঁধের দিকে কিছু ব্যাথা রয়ে গেল। এবার আমি তার কাঁধের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করলাম এবং আদেশ দিলাম যেন তার ব্যাথা চলে যায়। আমি সেই লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "এমন কেউ কি আছে যে আপনাকে, দুঃখ দিয়েছে এবং তাকে আপনার ক্ষমা করা প্রয়োজন?" সে বলল 'না', কিন্তু হয়তো কোন পাপ"। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কি পাপ?" সেই লোকটি খোলাখুলিভাবে কিছু নির্দিষ্ট পাপ স্বীকার করলেন (একটি হল ব্যাভিচার)। মন ফেরাতে ও ক্ষমা চাইতে আমি তাকে সাহায্য করতে পারলাম যেন সে চাইতে পারে প্রভু যীশু তার হৃদয়ে আসে। সে তাই করল এবং সাথে সাথেই সে অন্তরে মুক্তি লাভ করল এবং তার ঘাড়ও সুস্থ হয়ে গেল।"

"...সেইজন্য আমি তাদের অন্যায় ক্ষমা করব, তাদের পাপ আর কখনোও মনে রাখব না।" (যিরমিয় ৩১:৩৪; ইব্রীয় ৮:১২; ইব্রীয় ১০:১৭)। যখন আমরা সত্যি সত্যি পাপ থেকে ফিরি তখন ওই পুরানো পাপগুলো আমাদের মনে এসে আমাদেরকে আর দোষী করে না, আমরা তখন জানবো আমরা ক্ষমা পেয়েছি *(কলসীয় ১:২১-২৩; ১ যোহন ১:৮-১০; ৫:১৫)*।

আমাদের মন ফেরানোর প্রমান/প্রকাশ

আমাদের পাপের স্বীকার ও মন ফেরানোর পরেও আমাদেরকে তা বার বার করে দেখাতে হবে। তার মানে, আমাদেরকে অবশ্যই জীবনে ফল দেখাতে হবে, তোমরা যে পাপ থেকে মন ফিরিয়েছ তার উপযুক্ত ফল তোমাদের জীবনে দেখাও *(মথি ৩:৮)* এটার মানে, যতবার আমরা পাপ থেকে ফিরি ততবার আমাদের প্রলোভনের অনুভূতি হয়। আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, পাপের কাছে হার মানা বন্ধ করতে হবে এবং তার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করতে হবে। এটা হতে পারে পাপপূর্ণ চিন্তা, শব্দ বা কাজ।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু আমার অর্থ সংক্রান্ত পাপ দূর করেছেন

"আমি আমার কর্মকর্তার কাছে আমার অর্থ সংক্রান্ত পাপের জন্য মন ফিরিয়েছি কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেইনি। আমাকে অপরাধী করা হল, যখন একই রকম অপরাধের জন্য কিছু রাজনৈতিক নেতাকে ধরা হয়েছিল। এই অর্থ আমরা কোথায় ফেরত দেব এই বিষয়টা নিয়ে যখন আমি আমার স্বামীর সাথে প্রার্থনা করছিলাম (সক্কেয়ের মত), আমার স্বামী শুনতে পেল প্রভু হৃদয়ে কথা বলছেন: "আমার ঋণ শোধ করো"। আমরা বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম এর অর্থ কি, কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম যীশু আক্ষরিকভাবে আমার পাপকে তাঁর নিজের উপর তুলে নিয়েছেন। এখন তিনি তাঁর পক্ষ হয়ে আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলছেন। আমি আমার কর্মকর্তার কাছে আমার অপরাধের কথা স্বীকার করে ও ক্ষমা চেয়ে একটি চিঠি লিখলাম, যার সাথে একটি 'মানি অর্ডার' পাঠালাম যা সুদসহ চুরি করা অর্থের সমান। তারা আমাকে লিখে পাঠাল "একটু দেরী হলেও সৎ থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।""

আমাদেরকে অবশ্যই পাপ থেকে ফিরে আসা চালিয়ে যেতে হবে, যখনই এই পাপ আমাদের কাছে আসে তখনই সেটা থেকে ফিরে যীশুর কাছে আসা উচিত। এটা আমাদের নিজেদের শক্তির দ্বারা করতে পারি না কিন্তু অবশ্যই এই পাপ থেকে ফেরার জন্য যীশুর সাহায্য দরকার। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখা দরকার যা হল *"হ্যাঁ এবং আমেন" (২ করিন্থীয় ১:২০)* এবং যখনই আমরা আমাদের মন ফেরানোর হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসি, তিনি সবসময়ই আমাদেরকে ক্ষমা করেন।

সংশোধন করা (শোধরানো)

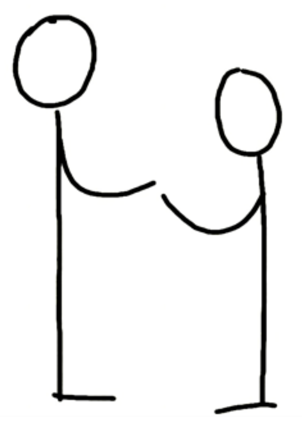

পাপ করলে সেই পাপের অবশ্যই একটা ফলাফল আছে। যেমন, আমরা যদি কাউকে দুঃখ দিই, তাহলে আমরা ক্ষমা পেয়ে গেলেও সেই মানুষটার মধ্যে হয়তো কষ্ট রয়েই যায়। কখনো কখনো ঈশ্বর চান যেন আমরা সেই ক্ষতিটা পূরণ করে দিই *(গণনাপুস্তক ৫:৬-৮)*। যদি চুরি করে থাকি, তাহলে যার জিনিস চুরি করেছি তার কাছে স্বীকার করতে হবে এবং সেই জিনিসটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অনেক সময় সুদসহ দিতে হবে (যেমন, সক্কেয়, *লূক ১৯:৮*)। যদি আমরা কারো প্রতি নির্দয় আচরণ করে থাকি তাহলে এবার থেকে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে। সেই সব পাপ তাদের কাছে স্বীকার করে নিতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে এবং যে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলতে হবে।

এই পাপ যদি দেশের আইনের বিরুদ্ধে হয় তবে তার জন্য আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং সমস্ত প্রক্রিয়াতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে বিচার ব্যবস্থার কাছে যেতে হবে, নিজের কাজ স্বীকার করতে হবে এবং আইনকে তার পথে চলতে দিতে হবে (রোমীয় ১৩:১-৭)।

ক্ষমা

“তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না কর তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করবেন না।” (মথি ৬:১৪-১৫)

ঈশ্বর তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক ঠিক করার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি উপহার দেয়েছেন, আর তা হল ক্ষমা *(রোমীয় ৫:১৫-১৬)* সুসংবাদ হল ক্ষমার বাণী। ক্ষমা আর দয়া হল ঈশ্বরের চরিত্রের একটি অংশ। আমরা যদি ঈশরের কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করি তাহলে তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদেরকে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি করবেন *(১ যোহন ১:৮-১০)*। আমরা যে স্তরের যোগ্য না, ঈশ্বর তার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে ক্ষমা করে যেখানে নিয়ে যায় – তা হল অনুগ্রহের স্তর[৩]।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু আমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করতে সাহায্য করেছেন

“একজন বন্ধু প্রতারণা করে আমাকে পুলিশে দিয়েছিল এবং আমার জেল হয়েছিল। আর এতে আমি সর্বস্ব হারিয়েছিলাম। যেমন আমার বিবাহ এবং সন্তানদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমার কাজ এবং সুনাম ও সমস্ত কিছু হারিয়েছিলাম। আমার পুরনো বন্ধুর প্রতি ঘৃণা ও তিক্ততা জেগে উঠল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমার কিছু খ্রীষ্টান বন্ধু আমাকে বলল সেই পুরানো বন্ধুকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিতে। আমি চেষ্টা করলাম অনেকবার। শেষে একদিন আমি যীশুর কাছে সাহায্য চাইলাম ওই বন্ধুকে ক্ষমা করার জন্য। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি জোরে বলতে পারলাম “আমি তাকে ক্ষমা করেছি” এবং সেই মুহূর্তে আমি হৃদয়ের গভীরে জানলাম যে আমি আমার বন্ধুকে ক্ষমা করেছি এবং সাথে সাথেই আমি আলাদা অনুভব করলাম। তারপর আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে এবং আমি দেখা করলাম এবং এখনো পর্যন্ত আমাদের সু-সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে।”

---

[৩] জন এবং ক্যারল আর্নট: দয়া এবং ক্ষমা, ২০০৯, নিউ ওয়াইন মিনিষ্ট্রি। অনুমতি সমেত।

অন্যকে ক্ষমা করা

আমরা এই অনুগ্রহের স্তরে যদি সবসময় থাকতে চাই, তাহলে যারা আমাদের কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করতে হবে। যীশু হলেন আমাদের আদর্শ। যারা তাকে ক্রুশে দিয়েছিল এমনকি তিনি তাদেরও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন *(লূক ২৩:৩৪)*। তাঁকে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করা অথবা তাদের ক্ষমা চাওয়া পর্যন্ত যীশু অপেক্ষা করেননি বরং তাঁকে যখন আঘাত করছিল ও অপমান করছিল, ঠিক সেই সময় তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমাদেরকে যীশুর মত হতে হবে এবং তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করতে হবে।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশুতেই মুক্তি

“আমি মানুষকে ক্ষমা করতে সক্ষম হয়েছি এবং হিংসা না করে বরং ভালবাসায় অন্যদেরকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি যদিও সে আমার সঙ্গে কথা বলেনি। আর তখন থেকেই আমি মুক্ত অনুভব করছি।”

আমরা যখন হৃদয় থেকে ক্ষমা না করি, তখন আমরা ‘অনুগ্রহের স্তর’ থেকে ‘বিচারের স্তরে’ নেমে আসি, যেখানে আমাদের পাপের ফল যা, তাই আমরা পাই, যখন আমরা ক্ষমা না করি, তখন আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল থেকে বঞ্চিত হই। উদাহরণস্বরুপ: আমাদের প্রার্থনার উত্তর আমরা নাও পেতে পারি অথবা অসুখ ভাল নাও হতে পারে *(১ পিতর ৩:৭; যাকোব ৫:১৬)*। কখনো কখনো এর চাইতেও মারাত্মক পরিণতি হতে পারে *(মথি ৬:১৫)*। ‘বিচারের’ স্তর হল এমন একটি স্তর যেখানে থাকলে আমরা কেবল আমাদের কাজ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী ফল পাব এবং হয়তো বা তাঁর শাসনের আওতায় থকব *(যোহন ৩:৩৬)*। অথবা আমরা পীড়নকারীদের (মন্দ আত্মা) হাতেও সমর্পণ হয়ে যাবো।

“আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, যে পর্য্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে। আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর” (ক্ষমাহীন ভৃত্যের দৃষ্টান্ত পড়ুন *মথি*

১৮:২৩-৩৫)।

যারা আমাদের দুঃখ দেয় তাদেরকে আমরা যদি প্রতিনিয়ত হৃদয় থেকে ক্ষমা করতে থাকি তাহলে আমরা প্রতিনিয়ত 'অনুগ্রহের' স্তরে থাকতে পারব। যখন আমরা অন্যের উপরে অনুগ্রহ করি তখন আমরা নিজেরাও অনুগ্রহ পাই, যেমন প্রেরিত ১০ এ বর্ণিত কর্নীলীয়। এটাই হল যা বুনবেন তাই কাটবেন এই নীতির ইতিবাচক দিক *(লূক ৬:৩৭-৩৮)*।

যারা আমাদের আঘাত করেছে তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য প্রথমেই আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারপর ঈশ্বর আমাদের মধ্যে ক্ষমা করার সক্ষমতা দেবেন। একমাত্র তাঁর শক্তিতেই আমরা পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারি; কিন্তু আমাদের মধ্যে ক্ষমা করার ইচ্ছা থাকতে হবে। প্রথমবার এই বিষয়ে প্রার্থনার পর আমরা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করতে নাও পারি। ক্ষত খুব গভীর হলে, অনেক সময় একই মানুষকে যে আমাদের, অন্যদের, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাকে অনেকবার ক্ষমা করতে হবে। এটা একটা প্রক্রিয়া, যা অনেকটা পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত, প্রতিবার এক একটি স্তর সরানো হয় যতক্ষন পর্যন্ত শেষ না হয়। একসময় আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা তাদের সত্যি সত্যি ক্ষমা করে দিয়েছি, ক্ষত অনেকখানি সেরে গেছে এবং সেই মানুষের কথা মনে হলে বা তার সাথে দেখা হলে আর সেই পরিমাণ আশঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে হৃদ স্পন্দন বেড়ে যায় না। আবার আমরা সেই 'অনুগ্রহ' স্তরে পৌঁছে যাই!

"তখন পিতর এসে যীশুকে বললেন, "প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব? সাতবার কি?" যীশু তাকে বললেন, "কেবল সাতবার নয়, কিন্তু আমি তোমাকে সত্তর গুন সাতবার পর্যন্ত ক্ষমা করতে বলি।" " (মথি ১৮:২১-২২)

এটি ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন যেহেতু এটি তাঁর মানদন্ড। একই পাপ আমরা যতবার করি না কেন যদি সেই পাপের জন্য হৃদয় থেকে অনুতাপ করি - ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন যখন আমরা ক্ষমা চাইব। একইভাবে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করলে আমাদেরকেও তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে, সেটা যতবারই হোক না কেন।

কেউ যখন আমাদের আঘাত দেয় তখন আমরা সেই আঘাতের জবাবে পাপ করে ফেলি। যেমন, হয়তো তাদেরকে দোষারোপ করি খুব নির্বোধ মনে করি অথবা তাদের আঘাতের জবাবে রেগে যাই। এই প্রক্রিয়াগুলো পাপের এবং সেই পাপ স্বীকার করতে হবে এবং তার জন্য মন ফেরাতে হবে। যদি এইসব আঘাতগুলো খুব অন্যায্যও মনে হয়, তবু এগুলো হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে; আমাদের মেনে নিতে হবে যে, কী করতে হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক একমাত্র ঈশ্বর। যখন আমরা বলি, 'এটা অন্যায়' অথবা অন্যায়ের 'প্রতিশোধ নিতে চাই', তখন আসলে আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্তর থেকে নামিয়ে 'বিচারের' স্তরে নিয়ে আসি। আমরা সত্যিই ক্ষমা করতে পেরেছি কিনা তার একটা পরীক্ষা হল আমরা তাদের সত্যিই হৃদয় থেকে আশীর্ব্বাদ করতে পারি কিনা এবং তারা সেই আশীর্ব্বাদ পেয়েছে জেনে আমরা খুশি হই কিনা। যীশু বলেছেন, *"যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিও; যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিও।" (লূক ৬:২৮)*

যারা আমাদের আঘাত করেছে তাদেরকে ক্ষমা করা মানে এই নয় যে, আবার তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে বা তাদের সাথে আবার সম্পর্ক করতে হবে, তবে আমাদের মিলন কামনা করা উচিৎ। যেটাই হোক, ঈশ্বর আমাদেরকে বলেছেন, যে মানুষের উপর বিশ্বাস করার থেকে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করা উত্তম, গীতসংহিতা ১১৮:৮ পদ বলে, *"মনুষ্যে নির্ভর করণাপেক্ষ সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম"*। এমনকি যীশুও সবাইকে বিশ্বাস করেননি *(যোহন ২:২৪-২৫)*। তা সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা সবাইকে ভালবাসি, এমনকি আমাদের শত্রুদেরও *(মথি ৫:৪৪-৪৬)*।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু আমাকে নম্র করেছেন এবং শান্তি এনেছেন

"আমার বান্ধবী আর আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম আর ছোটবেলা থেকে আমরা দুজন দুজনকে সবকিছু বলতাম। যখন আমরা কলেজে পড়তাম সে এমন একটা ছেলেকে পছন্দ করতে লাগল যাকে আমি পছন্দ করতাম না। অনেকবার আমি তাকে বলেছি ঐ ছেলেটাকে ভুলে যেতে কিন্তু সে আমার কথা শুনিনি। ধীরে ধীরে আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তাকে মিস করতাম আর এই কারণের জন্য আমার মনে শান্তি ছিল না। একটা রবিবার আমাদের পালক ক্ষমা করার বিষয়ে একটি বাক্য বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন কে ঠিক কে ভুল সেটা বড় কথা নয় কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্ষমা করা। তাই আমার বান্ধবীর জন্য কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা বিচার করার জন্য আমি অনুতাপ করেছি আর ঈশ্বরের থেকে ক্ষমা চেয়েছি। তারপর আমি আমার বান্ধবীকে ম্যাসেজ করেছিলাম। আমার খুব কঠিন মনে হচ্ছিল! আমি তার ব্যাপারে কি ভাবছিলাম সব তাকে বলেছিলাম। আমি আমার প্রিয় বান্ধবীর থেকে ক্ষমা চেয়েছিলাম আর আমি তাকে বলেছিলাম আমি তাকে খুব ভালবাসি। সবথেকে অবাক করা বিষয় হল সে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল আর সেও আমার থেকে ক্ষমা চেয়েছিল। আবার আমাদের সম্পর্ক ঠিক হয়ে গিয়েছিল আর আমি ঐ ছেলেটির সাথে তার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম! সত্যি আমি আমার হৃদয়ে খুব শান্তি আর স্বাধীনতা অনুভব করেছি। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।"

অনেকক্ষেত্রে, যীশু ক্ষমার বর্ণনা করতে গিয়ে অর্থনৈতিক ঋণ ক্ষমা বাতিল হওয়া প্রসঙ্গকে ব্যবহার করেছেন *(মথি ১৮:২৩-৩৫)*। ক্রুশে মৃত্যুবরণের সময় তিনি বলেছিলেন *"সমাপ্ত হইল" (যোহন ১৯:৩০)*। সেই সময় এই কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছিল যে, একটি বিশেষ ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করা হল। অন্য কথায়, যীশু বলতে চেয়েছেন যে, তিনি আমাদের পাপের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেছেন; যে শাস্তি আমাদের পাওনা সেই শাস্তি তিনি গ্রহণ করেছেন। যীশু আমাদের জন্য কী করেছেন তা যখন সত্যিই আমরা বুঝতে পারি, তখন আমরা আমাদের বিরুদ্ধে যারা পাপ করে তাদেরকে

ক্ষমা করাটা যে অপরিহার্য তাও বুঝতে পারি।

কখনো কখনো মানুষ মনে করে যে, তার বিরুদ্ধে করা পাপগুলো বা অন্যায় যদি খুব গুরুতর হয় তাহলে সেই অপরাধীকে আর ক্ষমা করার দরকার নেই। এটা হতে পারে, ভূমি আত্মসাৎ, অথবা যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ। অপরাধের শীকার যারা হয় তাদের মনোভাব কি, তা আমরা বুঝতে পারি। বাইবেল পরিষ্কারভাবে বলে যে, অপরাধ যতই গুরুতর হোক না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই অপরাধীদিগকে ক্ষমা করতে হবে *(মথি ৬:১৪-১৫; ইফিসীয় ৪:৩১-৩২; ১ করিন্থীয় ৬:৭)*।

এইসব ব্যাপারে ক্ষমা করা সহজ না, একমাত্র ঈশ্বরই আমাদেরকে এই ব্যাপারে ক্ষমার মনোভাব দিতে পারেন। কখনো কখনো হয়তো পুরোপুরি ক্ষমা করতে বেশ সময় লাগতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, যারা আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে তাদের সাথে আবারও বন্ধুত্ব করতে হবে তা নয়, তবে অবশ্যই আমাদের মন থেকে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু আমার ব্যবসায় উন্নতি দিয়েছেন

“আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, কারণ আমার এক সপ্তাহের কাজের মজুরি আমার ক্রেতা আমাকে দিচ্ছিলেন না। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমার ও আমার পরিবারের জন্য খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছিল; বন্ধক দেয়ার মতও কোন কিছু অবশিষ্ঠ ছিল না। পালক আমাকে বুঝতে সাহায্য করল যে, আমার ক্রেতাদের আমার ক্ষমা করা প্রয়োজন – এমনকি তাদের যে ঋণ আমার কাছে আছে তাও ছেড়ে দিতে হবে! এটা খুবই কঠিন একটা ব্যাপার ছিল। ব্যাপারটি একদমই ন্যায্য ছিল না। পরবর্তীতে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। এর কিছুদিন পর আমি কিছু ভাল ক্রেতার সাথে যুক্ত হলাম যারা সঠিক সময়ে আমাকে অর্থ পরিশোধ করত।”

প্রার্থনাপূর্বক এবং গভীর মনোযোগের সাথে ভেবে দেখুন সেই মানুষগুলি আপনার ঠিক কী কী ক্ষতি করেছে এবং আপনার কাছে কী কী ঋণ করেছে। তাহলে আপনি আপনার ক্ষমার সঠিক মূল্যটা পরিমাপ করতে পারবেন (যেমন-টাকা, খ্যাতি, যন্ত্রণা, বিশ্বাসঘাতকতা...) তারপর প্রত্যেকটি কারণের জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনার কাছে তার সমস্ত ঋণ ভুলে যান।

এবার একটু সময় নিয়ে পবিত্র আত্মাকে আপনার জীবনে আমন্ত্রণ জানান যেন তিনি আপনাকে দেখিয়ে দেন এমন আর কাদেরকে ক্ষমা করতে হবে যারা আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছে। আপনি নিজে যখন কষ্ট পেয়েছেন সেই সময় হতে পারে ভুলভাবে প্রতিক্রিয়া করেছেন, তাই এই কারণের জন্যও আপনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন।

কাউকে ক্ষমা করার সময় প্রার্থনার নির্দেশনা:

- তারা কিভাবে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে তা ঈশ্বরকে বলুন (খুবই নির্দিষ্টভাবে)।
- তাদেরকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নিন (যদি আপনি না পারেন তবে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চান)।
- তারা আপনাকে কষ্ট দেওয়ার ফলে আপনি কোন ভুল চিন্তা বা কাজ করে থাকলে তা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করুন।
- যারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করেন।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান করুন (আবার) এবং তিনি যেন পবিত্র আত্মা দিয়ে আপনার হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করেন।

আপনার হৃদয় যখন প্রস্তুত হবে, তখন উচ্চস্বরে এরকম একটি প্রার্থনা আপনি করতে পারেন।

অন্যদেরকে ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা

“প্রিয় স্বর্গীয় পিতা, যারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাদেরকে যেন আমি হৃদয় থেকে ক্ষমা করে দিতে পারি।

“আমি সিদ্ধান্ত নিলাম *(যাকে ক্ষমা করতে চান তার নাম বলুন)* এর সমস্ত পাপ *(সে যে পাপ করেছে সেটার নাম বলুন। যেমন, অপব্যাবহার করা, অবহেলা বা নিন্দা করা)* ক্ষমা করতে চাই, এমনকি সে *(তার নাম বলুন)* যে সমস্ত অন্যায়ের জন্য আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেনি সেই দায় থেকেও আমি তাকে মুক্তি দিতে চাই।

“পিতা ঈশ্বর, আমি স্বীকার করছি যে, তাদের পাপের জবাবে আমিও পাপ করেছি *(নির্দিষ্টভাবে আপনার পাপের নাম বলুন, যেমন- রাগ, ঘৃণা, অভিশাপ)*। আমি এই পাপপূর্ণ প্রতিক্রিয়া বন্ধ করতে চাই, আমাকে পরিবর্তন হতে সাহায্য কর। আমাকে ক্ষমা কর, ধৌত কর এবং একটি পরিষ্কার হৃদয় দাও। ঐ সমস্ত পাপের ফলাফল থেকে এখনই আমাকে মুক্ত কর। আমাকে নতুন করে গড়ে তোল। প্রভু যীশু, আমার হৃদয়ে আস (আবার) এবং তোমার পবিত্র আত্মায় আমাকে পূর্ণ কর। তোমাকে ধন্যবাদ।

“যেহেতু আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি, তাই আমি তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করতে চাই *(যাদেরকে আশীর্ব্বাদ করছেন তাদের নাম বলুন)*। আমি চাই প্রভু, তুমিও তাদেরকে আশীর্ব্বাদ কর। যীশু খ্রীষ্টের নামে চাই। আমেন”।

যারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে যতক্ষন না পর্যন্ত তাদের সবাইকে ক্ষমা করতে পারেন ততক্ষন পর্যন্ত আপনার নিজের ভাষায় প্রার্থনা করে যান।

নিজেদেরকে ক্ষমা করা

আমরা অতীতের যেসব বিষয়গুলি নিয়ে এখনো লজ্জা পাই, সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের নিজেদেরকে ক্ষমা করা প্রয়োজন এবং তা সম্ভব। আমরা কেউ কেউ ভীষন খারাপ কিছু কাজ করেছি কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে যেভাবে ক্ষমা করেছেন ঠিক একইভাবে আমাদের নিজেদেরকেও ক্ষমা করা উচিত। আমরা যখন কষ্ট পেয়েছি বা বোকামি করেছি, বা এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে গিয়েছি যার মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে অসম্মান করেছি তখন হয়ত আমরা নিজেদেরকেও দোষারোপ করি।

যদি কোন বিষয়ের জন্য নিজেদেরকে ক্ষমা করা দরকার সেই বিষয়গুলি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি পবিত্র আত্মাকে আহ্বান জানাতে পারেন।

[কিছু সময় চুপচাপ বসে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করুন]।

আপনি প্রস্তুত হলে নিচের প্রার্থনাটি উচ্চস্বরে করতে পারেন।

নিজের পাপের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা

"প্রিয় স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ সেইজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন যে ভুলগুলি আমি করেছি তার জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারি। ***(নির্দিষ্ট পাপের কথা উল্লেখ করুন যার জন্য আপনার নিজের ক্ষমা প্রয়োজন)***। আমি নিজেকে ক্ষমা করি। আমি আর নিজেকে দোষী ভাবি না। আমি পরিবর্তন হতে চাই, তুমি আমাকে পরিবর্তন কর। আমি নিজেকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, ধন্যবাদ তোমাকে। যীশুর নামে চাই, আমেন।"

ঈশ্বর এই সময় আপনাকে যে যে বিষয়গুলি দেখাচ্ছেন সেই বিষয়গুলি নিয়ে প্রার্থনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার নিজের ভাষায় প্রার্থনা করতে থাকুন।

যখন আমরা ঈশ্বরকে দোষ দিয়েছি

“মানুষের অজ্ঞানতা তাহার পথ বিপরীত করে, আর তাহার চিত্ত সদাপ্রভুর উপরে রুষ্ট হয়।” (হিতোপদেশ ১৯:৩)

“পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যাক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়।” (যাকোব ১:১৩-১৫)

যখন আমাদের জীবনে খারাপ কিছু ঘটে তখন অনেক সময় আমরা ঈশ্বরকে দোষারোপ করি। যদিও ঈশ্বর কোন ভুল করেননি এবং আমাদের পাপের জন্য কখনোই তিনি দায়ী নন। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁর ভালবাসা – দয়া অনন্তকালীন স্থায়ী *(যাকোব ১:১৭)*। উদাহরণস্বরুপ, যখন আমাদের জীবনে, আমাদের কোন আত্মীয়ের জীবনে বা কোন বন্ধুর জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে যা আমরা পছন্দ করি না তখন হয়ত আমরা ঈশ্বরের প্রতি রাগান্বিত হই। সেক্ষেত্রে, সেইসব দোষ থেকে ঈশ্বরকে অব্যাহতি দিতে হবে এবং তাঁকে দোষারোপ করার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

যদি কখনো ঈশ্বরকে কোন কিছুর জন্য দোষারোপ করে থাকেন তাহলে পবিত্র আত্মাকে আমন্ত্রণ জানান যেন তিনি আপনাকে সেটা দেখিয়ে দেন। [কিছু সময় চুপচাপ বসে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করুন।]

যখন আপনি প্রস্তুত হবেন তখন নিচের প্রার্থনাটি উচ্চস্বরে করুন।

ঈশ্বরকে দোষ দেওয়ার জন্য মন ফেরানোর প্রার্থনা

"সদাপ্রভু আমার জীবনে যা যা খারাপ ঘটেছে তার জন্য আমি তোমাকে ভুলভাবে দোষারোপ করেছি ***(নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন কোথায় কোথায় আপনি তাকে দোষারোপ করেছেন)***। পিতা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাকে আর দোষ দিচ্ছি না। আমার জন্য ও সবার জন্য যেটা সবচেয়ে ভাল আমি বিশ্বাস করি একমাত্র তুমিই তা জান। আমাকে পরিবর্তন কর। আমাকে নতুন করে গড়ে তোল। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন"।

যে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রার্থনা করতে হবে তা সম্পূর্ণ শেষ না করা পর্যন্ত প্রার্থনা করতে থাকুন।

আত্ম সাক্ষ্য – আমার বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য
যীশু আমাকে ব্যবহার করেছেন

"আমি এই প্রার্থনাগুলো আমার বন্ধুর সাথে ব্যবহার করেছি। সে তার জীবনে কষ্টকর পরিস্থিতিতে থাকাকালীন সময় যখন প্রার্থনা করেছিল তখন আমি দেখতে পেলাম তার মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি তাকে কিছু বলিনি তবে তারপরে সে আমাকে বলেছিল যে সে অনুভব করেছে একটা ভারী বোঝা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হাল্লেলুইয়া!"

গভীর ভাবে মন ফেরানো ও ক্ষমা চাওয়া

আমরা বিভিন্নভাবে পাপে পড়তে পারি। তার মধ্যে একটা হল এড়িয়ে যাওয়া *(হোশেয় ৪:৬)*। এই কারণে প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পড়া এবং তা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে মন ফেরানোর তালিকা খুঁজে পাবেন। পরবর্তী পাঁচটি ভাগে আমরা আমাদের জীবনের প্রচলিত কিছু বন্ধন বা দাসত্ববন্ধন খুঁজে দেখব যা শুধুমাত্র মন ফেরানো ও ক্ষমার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন থেকে অপসারিত হতে পারে। আমাদের জীবনে এই সমস্ত বন্ধনের প্রভাব কতটুকু তা বিবেচনা করার জন্য আমাদেরকে প্রার্থনা করা দরকার। এই বিষয়গুলো হয়তো আমাদেরকে বিজয়ী জীবন যাপন করতে বাধা দিচ্ছে।

আত্ম সাক্ষ্য – একজন সত্যিকারের বন্ধু হতে যীশু আমাকে সাহায্য করলেন

“যীশু আমাকে ভাল বন্ধু হতে সাহায্য করেছেন। আমি আর আমার নিকটতম বন্ধুর মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং আমরা একত্রে অনেকটা সময় কাটাতাম। আমি চাইতাম তার সঙ্গে আরও সময় কাটাই তাই মাঝে মাঝে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে আনতাম। সে আমাকে বারবার বলত আমি তার অবস্থা বুঝতে পারছি না এবং সেই জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে তার অসুবিধা হচ্ছে। যখন আমি ‘অনৈশ্বরিক বন্ধন’ সম্বন্ধে জানলাম, আমি বুঝলাম যে আমি তাকে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি। আমি আমার বন্ধুকে আমার জীবনে যীশুর আগে রেখেছিলাম। আমি আমার পাপের থেকে মন ফেরালাম, অনৈশ্বরিক বন্ধনকে আমি কেটে দিলাম, ঈশ্বর আমাদের দুজনকে মুক্ত করলেন। এখন আমাদের বন্ধুত্ব অনৈশ্বরিক বন্ধন থেকে মুক্ত।”

অনৈশ্বরিক বন্ধন থেকে মুক্তি

"আর তারা দুজন একদেহ হবে।" (আদিপুস্তক ২:২৪; মথি ১৯:৫)

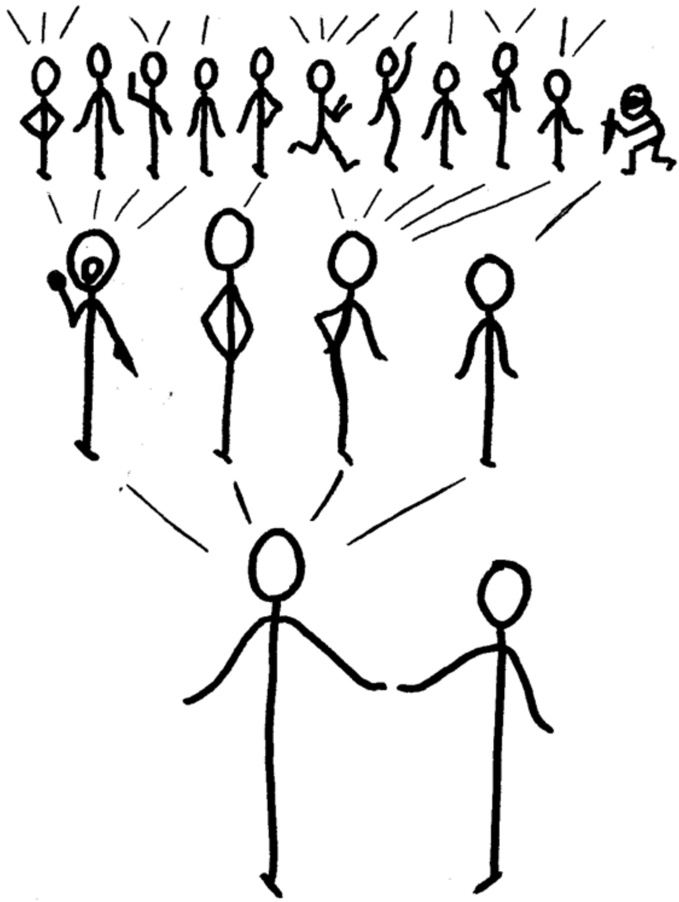

যখন দুইজন মানুষ সামাজিকভাবে বা আত্মিক সম্পর্কে পরস্পরের কাছাকাছি আসে তখন তাদের মধ্যে একটি অদৃশ্য বন্ধন তৈরী হয়। যা তাদের দেহ, আত্মা ও মন দ্বারা তাদেরকে একসাথে যুক্ত করে *(১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)*।

এই বন্ধনটি খুবই শক্তিশালী কারণ আমাদের মস্তিষ্ক সেই মানুষটার একটা ‘ছবি’ নেয়, আর বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থা যার সাথে আমরা যুক্ত থাকি তার মধ্য দিয়ে অনেক সময়ের জন্য তারা আমাদের স্মৃতিতে থাকে, অনেক সময় সারা জীবনের জন্যও।

এই স্মৃতিগুলোকে আমাদের ভালোর জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পর্কগুলোতে এমনকি একক বিবাহের সম্পর্কের মধ্যে বন্ধনকে আরও জোরালো করতে সাহায্য করে। যখন আমাদের জীবনে বিবাহের সম্পর্কের বাইরেও কোন ভুল বা পাপপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয় যেমন, প্রেমের ও দৈহিক সম্পর্ক বা কোন যৌনতা বিষয়ক কল্পনা, তখন পাপের বন্ধন তৈরি হয়, পরবর্তীতে আমাদের শত্রু এই বিষয়কে ব্যবহার করে পাপের পথে চলতে আমাদেরকে প্রভাবিত করে *(মথি ৫:২৭-২৮; ২ তিমথি ২:২২-২৬; ২ পিতর ২:১৮-১৯; যিহূদা ৮)*।

একইরকমভাবে, যেখানে ভয়, প্রভাব বা পাপপূর্ণ নিয়ন্ত্রন একটি সম্পর্কে থাকে, সেখানে পাপের বন্ধন তৈরি

আত্ম সাক্ষ্য – অনৈশ্বরিক নিয়ন্ত্রন থেকে যীশু আমাকে মুক্ত করেছেন

“আমি এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছি যেখানে আমার মা আমাদেরকে খুব যত্ন নিতেন। কয়েক বছর আগে আমি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার মা এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিলেন এবং বিভিন্ন উপায়ে আমার মনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম তিনি আমাকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছেন এবং আমাকে পরিচালনা করতে চাইছেন। আমার নিজের সিদ্ধান্ত নিজের নেওয়ার পরিবর্তে তিনি আমাকে তার ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। খুব হতাশ হয়ে তিনি বললেন আমি যদি চলে যাই তাহলে তিনি আত্মহত্যা করবেনই। পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার জীবনে তার যে অনৈশ্বরিক নিয়ন্ত্রন ছিল সেটা আসলে যাদুবিদ্যা। তবে আমি তাকে ক্ষমা করতে পেরেছিলাম, তারপর সঙ্গেসঙ্গে সেই অনৈশ্বরিক বন্ধন ছিন্ন হল আর আমি অন্য রকম অনুভব করলাম যেহেতু যীশু আমাকে মুক্ত করেছিলেন।”

হয়। শয়তান আমাদের পাপের এই বন্ধনগুলোকে ব্যবহার করে, পাপের পথে চলার জন্য আমাদেরকে প্রভাবিত করে। সে এগুলোকে ব্যবহার করে মানুষকে কষ্ট দেয় ও নিয়ন্ত্রন করে। এই প্রকার পাপপূর্ণ সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে সাথে অনেক সময় আমাদের পরিবারেও থাকে।

একটি সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার পর বা অপর ব্যক্তির মৃত্যুর পরও পাপপূর্ণ আত্মিক বন্ধন অক্ষত থাকে।

"দুষ্ট লোক তার মন্দ কাজের ফাঁদে পড়ে, সে নিজের পাপের দড়িতে কষে বাঁধা পড়ে।" (হিতোপদেশ ৫:২২)

প্রেম-ভালবাসা, অশ্লীল ছবি এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের জন্য অনুতাপ করা অথবা যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদেরকে আঘাত দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে বা আমাদের উপরে নিয়ন্ত্রন করেছে তাদেরকে ক্ষমা করার পর আমরা যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতায় আমাদের সাথে সেই লোকদের সবরকম অধার্মিক বন্ধন (আত্মিক), আবেগপ্রবণ (আত্মা) এবং শারীরীক (দেহ) সম্পর্ককে ছিন্ন করতে পারি। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি যেন তাদের কাছ থেকে যে পাপ আমাদেরকে একসাথে বেঁধে রেখেছে, মন্দ প্রভাব এবং যে সমস্ত স্মৃতি তাদের সাথে যুক্ত আছে তার থেকে আমাকে মুক্ত করেন। এটা পৃথকভাবে এবং পদ্ধতি অনুসারে হওয়া উচিত। কিছু মানুষ এই বন্ধনগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার অনুভূতিকে অনুধাবন করতে পারে যখন এই বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, এবং সমস্ত আবেগের গভীর স্পর্শও পেতে পারে।

"কিন্তু সদাপ্রভু ন্যায়বিচারক, তিনি দুষ্টদের বাঁধন কেটে ফেলেছেন।" (গীতসংহীতা ১২৯:৪)

"কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সুক্ষ্ম বিচারক।" (ইব্রীয় ৪:১২)

পরিবারের কোন সদস্যের সাথে বা কোন প্রিয়জনের সাথে অধার্মিক বন্ধন ভেঙ্গে ফেলার মানে এই নয় যে, আমরা তাদেরকে আর ভালোবাসব না বা তাদের জন্য প্রার্থনা করবো না। এটার অর্থ এই যে, এই বন্ধনগুলো ব্যবহার করে আমাদেরকে আবার অন্ধকারের পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শত্রুর ক্ষমতা অকেজ হয়ে গেছে।

আত্ম সাক্ষ্য –
ব্যাডমিন্টন আমার প্রতিমা

"আমি খেলাধুলায় খুব আগ্রহী ছিলাম। আমি সপ্তাহে ছয় দিন রাত্রিবেলা করে আমার ছুটির দিনে ব্যাডমিন্টন খেলতাম। আমি গির্জাতে যাওয়া অবহেলা করতাম এবং বহু কষ্টে প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের সময় বের করতাম। যখন আমি জলে বাপ্তিস্ম নিতে চেয়েছিলাম, আর আমি যখন পালকের সাথে কথা বলি তখন তিনি আমাকে বাপ্তিস্ম দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যতক্ষণ না আমি যীশুকে আমার জীবনে প্রথম স্থান দেব তিনি আমাকে বাপ্তিস্ম দেবেন না। পরে আমি বুঝলাম ব্যাডমিন্টন ছিল আমার দেবতা এবং আমার প্রতিমা। আমি মন ফিরালাম, ব্যাডমিন্টন খেলার সময় কমিয়ে দিলাম এবং যীশুকে আমার অগ্রাধিকার দিলাম।"

পবিত্র বাইবেলের যাত্রাপুস্তক ২০:৩-৬ পদ বলে, ঈশ্বর ব্যাতিরেকে অন্য দেবতাদের, বা অন্য কিছুকে অথবা অন্য কাউকে (মূর্তি) ঈশ্বর বলে মানা বা তার আরাধনা করা যাবে না। এই কাজের ভয়াবহ ফলাফল পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা আছে। এছাড়াও, পবিত্র শাস্ত্র প্রায় প্রতিমা পুজাকে আত্মিক ব্যাভিচার হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন - ইস্রায়েল আলাদা আলাদা বিভিন্ন বিদেশী ঈশ্বর বা প্রতিমার আরাধনা করত, তাই ইস্রায়েলকে অনেক সময়ই 'ব্যাভিচারিনী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, *যিরমিয় ৩ অধ্যায়; হোশেয় ১:২ এবং ২ অধ্যায়)*।

আপনি কি নিয়ে সবথেকে বেশি চিন্তা করেন? যদি যীশু না হন, তবে কি? যেটা, আপনার হৃদয়ে যীশুর স্থান নিয়ে নিয়েছে?

আমরা যদি একজন ব্যভিচারিনীর সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হই, তাহলে তার সাথে আমরা *"এক দেহ"* হই। এটা আমাদের দেহের অপব্যবহার করা। এই ক্ষেত্রে, পবিত্র বাইবেলে বলেছে, আমাদের দেহ *"পবিত্র আত্মার মন্দির" (১ করিন্থীয় ৬:১৩-২০)*। তাই একইরকমভাবে, যখন আমরা একজন ব্যাভিচারিনীর সাথে দৈহিকভাবে যুক্ত হই অথবা কোন প্রতিমার আরাধনা করি, ঠিক তখনই আমরা একটি অনৈশ্বরিক বন্ধন তৈরি করি *(ইফিষীয় ৫:৫; ১ যোহন ৫:২১)*।

আমরা যখন নিজেকে অন্যকিছুর উপরে বা অন্য কারোর কাছে সমর্পন করি, যা আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের[৪] মাধ্যমে সত্য ঈশ্বরকে আরাধনা করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাকেই মূর্তিপূজা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এটা হতে পারে বস্তুগত জিনিস (সম্পত্তি, মাদকদ্রব্য) কোন মানুষ (যেমন পরিবারের সদস্য, পালক অথবা শিক্ষাদাতা), সম্পদ (যেমন ধনসম্পত্তি, পদমর্যাদা)

---

[৪] ডেভিড ক্রশ, শোল টাইস, ২০০৬, সার্বভৌম পৃথিবী এলটিডি।

ক্রিয়াকলাপ (যেমন কাজ, শিক্ষা, খেলাধুলা অবসর সহ) এবং বাইবেল বিরুদ্ধ ও মার্শাল আর্ট সহ *"অন্ধকার রাজ্যে"* যার উৎস রয়েছে তার সাথে জড়িত এমন যে কোন কিছু।

অনৈশ্বরিক বন্ধনের বিষয়ে উপরের শিক্ষাগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, যখন আমরা কোন ধরনের মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত হই তখনই এই অনৈশ্বরিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়। আমাদের জীবনে প্রতিটি মূর্তির পিছনে একটি মন্দ শক্তি রয়েছে (১ করিন্থীয় ১০:২০-২১)। প্রত্যেকটি অনৈশ্বরিক বন্ধন বা ভুল উপাসনার মধ্য দিয়ে মন্দ শক্তি মানুষের জীবনে কাজ করার সুযোগ পায় এবং তাদের জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যদি কেউ যে কোনরকমভাবে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত থাকে, তাদের অবশ্যই অনুতাপ করা উচিত এবং ঈশ্বরের কাছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া দরকার। তারপর, যীশু খ্রীষ্টের নামের ক্ষমতা বলে, (আত্মিকভাবে) তা ছিন্ন করা দরকার এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা দরকার যেন, এর পেছনে শয়তানের সমস্ত শক্তির প্রভাব যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা ধৌত হয়।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু তরুণীদেরকে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে শিক্ষা দিলেন

"বাইবেল শিক্ষার দুইজন তরুণী আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রেমিক থাকা কি আমাদের জন্য ঠিক আছে?' তখন আমরা একসাথে প্রার্থনা করলাম এবং একজন দর্শন পেল যীশু তার মহিমা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। অন্যজন শাস্ত্রের কথা শুনতে পেল, "হে যেরূশালেমের মেয়েরা, ...তোমরা ভালবাসাকে জাগায়ো না বা উত্তেজিত কোরো না যতক্ষন-না তার উপযুক্ত সময় হয়" (পরমগীত ২:৭)। তারপর, সেই দুই তরুণী তাদের পাপপূর্ণ প্রেমের জন্য অনুতাপ করতে আগ্রহী হল এবং প্রার্থনা করল যেন তাদের এবং তাদের প্রেমিকদের মধ্যে পাপপূর্ণ বন্ধনগুলো ছিন্ন হয়।"

যদি আপনার মধ্যে অনৈশ্বরিক বন্ধন রয়েছে তার জন্য প্রার্থনার নির্দেশনা:

- যারা আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদেরকে ক্ষমা করুন (নির্দিষ্ট থাকুন)
- আপনার নিজের পাপ ও পাপময় প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য পাপ স্বীকার করুন ও মন ফেরান (নির্দিষ্ট থাকুন)।
- যীশুর নামে অনৈশ্বরিক বন্ধনগুলি ছিন্ন করুন, অপর ব্যাক্তি (অথবা বস্তু) থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্তি পাওয়ার জন্য ও মন্দ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা (প্রার্থনা) করুন।
- ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা (প্রার্থনা) করুন যেন তিনি আপনাকে যীশুর রক্তে ধৌত করেন ও আপনাকে পরিবর্তন করেন।
- সেই ব্যাক্তিকে আশীর্ব্বাদ করুন।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান করুন (আবার) এবং তিনি যেন পবিত্র আত্মাতে আপনার হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করেন।

এই প্রার্থনাটি অন্তর থেকে উচ্চস্বরে করুন।

অনৈশ্বরিক বন্ধন ভেঙ্গে ফেলার প্রার্থনা

"স্বর্গীয় পিতা, কোন ব্যাক্তির সাথে বা কোন বস্তুর সাথে আমার যে অনৈশ্বরিক বন্ধন তৈরি হয়েছিল তার জন্য আমি অনুতাপ সহকারে মন ফেরাচ্ছি *(নির্দিষ্টভাবে সেই ব্যক্তি/বস্তুর নাম উল্লেখ করুন)*। আমি *(যাকে ক্ষমা করেছেন তার নাম)* ক্ষমা করে দিচ্ছি। সে আমার বিরুদ্ধে যে অন্যায় করেছে, যে পাপ *(নির্দিষ্টভাবে পাপের কথা উল্লেখ করুন)* করেছে তার সমস্ত ঋণ *(ব্যক্তিটির নাম বলুন)* ক্ষমা করে দিলাম। আমি স্বীকার করছি, আমার বিরুদ্ধে তারা যে অন্যায় করেছে তার বিপরীতে আমি তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করেছি *(নির্দিষ্টভাবে আপনার পাপপূর্ণ আচরণটি উল্লেখ করুন)*। আমি আমার পাপের জন্য অনুতাপ করছি এবং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

"যীশুর নামের ক্ষমতায় আমি আমার *(ব্যক্তির নাম)* সাথে সমস্ত অনৈশ্বরিক বন্ধন ছিন্ন করে দিচ্ছি। পিতা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা পাপের সমস্ত প্রভাব আমার জীবন থেকে ধুয়ে ফেল এবং মন্দ থেকে আমাকে মুক্ত কর। আমি *(ব্যক্তিটির নাম বলুন)* আশীর্ব্বাদ করছি। দয়া করে তুমি আমার হৃদয়ে আসো এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাকে পূর্ণ কর। আমাকে পরিবর্তন কর এবং আমাকে পবিত্র কর, আমেন।"

দোষারোপের/নিন্দামূলক বিচার থেকে মুক্তি[৫]

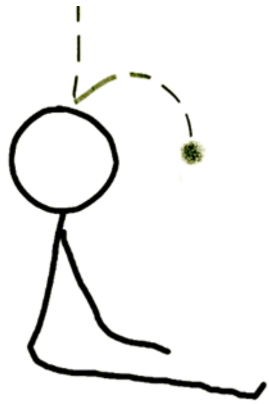

ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন অনেক আইন আছে। মাধ্যাকর্ষন শক্তির মত বাস্তব আইনও এর মধ্যে রয়েছে। পবিত্র বাইবেলে, ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর আত্মিক আইনের কথা বলেছেন। মাধ্যাকর্ষন শক্তির মত কিছু নিয়ম কখনোই পরিবর্তন হয় না, সবসময়ই একইরকম থাকে, একইভাবে, আমাদেরকে সত্যি সত্যি বুঝতে হবে, সেই আত্মিক আইনগুলি আমাদের জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলে। যেমন- দোষারোপ করা, সমালোচনা করা, অন্যের ভুল ধরা খুবই প্রচলিত একটি পাপ, যা অনেক সময় আমরা লক্ষ্যও করি না যে, আমরা তা করছি। এই পাপ থেকে আমাদের জীবনে গুরুতর পরিণতি হবে কারণ কিছু আধ্যাত্মিক আইন প্রযোজ্য হবে।

মা-বাবাকে সম্মান করুন :

“তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।” (যাত্রাপুস্তক ২০:১২; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৬; ইফিষীয় ৬:২-৩)

এই নিয়ম আমাদেরকে নির্ধারন করে দেয় যে, জীবনের ক্ষেত্রগুলোতে যদি আমরা পিতা-মাতাকে সম্মান করি তাহলে আমাদের জীবন ভালভাবে চলবে এবং পরিপূর্ণ হবে। একইভাবে, যে ক্ষেত্রগুলোতে আমরা আমাদের পিতা-

[৫] জন এবং পলা স্যান্ডফোর্ড, ‘বিটার রুট জাজমেন্ট অ্যান্ড এক্সপেকটেন্সি’ (শিক্ষার উপাদান), এলিজা হাউস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: www.elijahhouse.org এছাড়াও ইউটিউবে আছে।

মাতাকে অসম্মান করব, সেই ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের জীবনে ভাল কিছু ঘটবে না।

আপনি যা বুনবেন তাই কাটবেন :

"তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে।" (গালাতীয় ৬:৭)

এই নিয়মটি এটাই নির্ধারণ করে যে আমরা তাই গ্রহণ করি যা আমরা অপরকে দিয়ে থাকি। আমরা যদি ভাল জিনিস দিই, তাহলে আমরা ভাল জিনিস গ্রহণ করব; আমরা যদি মন্দ জিনিস দিই, তাহলে আমরা মন্দ জিনিসই ফিরে পাবো।

"কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।" (মথি ৬:১৪-১৫)

"তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও।" (মথি ৭:১২)

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু আমার ভাইকে পরিবর্তন করেছিলেন আমি মন ফেরানোর পরে

"আমার ভাই মদ্যপানে আসক্ত ছিল। আমি বলতাম, 'আমার ভাই একজন মাতাল'। তার প্রতি আমার বিচার করার মনোভাব থেকে মন ফেরালাম এবং তার সম্পর্কে এটাই বলতে লাগলাম, 'আমার ভাই ঠিক একদিন এই নেশা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবে'। তার কয়েক মাসের মধ্যেই, আমার ভাই মদ্যপান করা বন্ধ করে দিয়েছিল।"

"কেননা সর্বজাতির উপরে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; তুমি যেরূপ করিয়াছ, তোমার প্রতিও সেইরূপ করা যাইবে, তোমার অপকারের ফল তোমারই মস্তকে বর্তিবে।" (ওবদিয় ১৫)

"যাহা বুনিবে তাই কাটিবে" এই সার্বজনীন আইনের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি এই পদগুলি।

বিচার করতে যাবেন না :

"তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও। কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে; এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।" (মথি ৭:১-২ ও পরবর্তী অংশ)

"যারা নিজেদের ধার্মিক মনে করে অন্যদের তুচ্ছ করত তাদের শিক্ষা দেবার জন্য যীশু এই কথা বললেন: "দু'জন লোক প্রার্থনা করবার জন্য উপাসনা ঘরে গেলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফরীশী '...আমি ঐ কর আদায়কারীর মত পাপীও নই...।' "" (লূক ১৮:৯-১৪)

এখানে যে ধরনের বিচারের কথা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের ঘটনাগুলোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত নয়, আমাদেরকে পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। বরং এটা এমন ধরনের বিচার যেখানে কোন ব্যক্তির কাজগুলোর চেয়ে সেই ব্যক্তিটি কেমন তা বিচার করা হয়। উদাহরণস্বরুপ, আমরা অনেক বার বলি: *'লোকটা ভাল না, লোকটা খারাপ, লোকটা মূর্খ, বাজে লোক', এর বদলে আমরা বলতে পারি, 'মানুষটা যে কাজ করেছে সেই কাজটা ভাল নয়'* এবং সেই ব্যক্তিকে আমরা আশীর্ব্বাদ করতে পারি। এই ধরনের বিচারে, যখন কোন ব্যক্তিকে বিচার করা হয় তখন একটি শ্রেষ্টত্বের অবস্থান তৈরী করা হয় যেখানে আমরা মনে করি; আমরা ভাল, এবং অপর ব্যক্তির পদ আমাদের চেয়ে নীচু। এইরকম কাজ

থেকে বিরত থাকার জন্য ঈশ্বর পবিত্র বাইবেলে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন বরং বলেছেন আমরা যেন 'পক্ষপাতিত্ব' না করি। কিছু মানুষ খুবই শিক্ষিত এবং কিছু মানুষ শিক্ষিত নয়; কিছু মানুষ ধনী, অন্যরা তাদের মত ধনী নয়। তবুও ঈশ্বরের চোখে আমরা সবাই সমানভাবে মূল্যবান। আমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা যেন বিচার না করি। আমরা যেন আমাদের নিজেদের মত করে আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসি *(যাকোব ২:১-৯)*। এই বিচার আমাদের মধ্যে অসন্তোষ, অপছন্দের অনুভূতি বা এমন বিরক্তি তৈরী করে যা আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না; কিন্তু এইগুলির প্রচুর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে এবং ঈশ্বরের ভালবাসার আইন থেকে দূরে সরে যায়।

"অতএব, হে মনুষ্য, তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দিবার পথ নাই; কারণ যে বিষয়ে তুমি পরের বিচার করিয়া থাক, সেই বিষয়ে আপনাকেই দোষী করিয়া থাক; কেননা তুমি যে বিচার করিতেছ; তুমি সেই মত আচরণ করিয়া থাক।" (রোমীয় ২:১)

বৃদ্ধি :

"দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদেরও নিমিত্তে পরিমাণ করা যাইবে।" (লূক ৬:৩৮)

বৃদ্ধি পাওয়ার আইন হল যে, ঈশ্বর চান যেন আমরা নিজেরাই আশীর্ব্বাদে পরিণত হই এবং আরও বেশী বেশী আশীর্ব্বাদ পাই। যাহোক, এই আইনটি সমানভাবে ভাল এবং খারাপ দু'দিকেই প্রযোজ্য। এটা আশীর্ব্বাদ, দয়া, উৎসাহ ও দানশীলতার সাথে সাথে ক্ষমাহীনতা, অভিযোগ, তিক্ততা, সমালোচনা এবং রূঢ়তার জন্যও প্রযোজ্য। যেমন, আমাদের মধ্যে যদি

ক্ষমাহীনতা বা অন্যদের প্রতি তিক্ততা থাকে তাহলে অন্যদের কাছ থেকেও আমরা আরও বড় পরিসরে ক্ষমাহীনতা ও তিক্ততা ফেরত পাব। আমরা যাদের বিচার করেছি তাদের মতোই হয়ে উঠি, বা হতে পারে তার চেয়েও খারাপ।

এই চারটি আইন একসাথে কাজ করে এবং এত শক্তিশালী যে, আমাদের চারপাশে থাকা মানুষদের আচরণকেও প্রভাবিত করতে পারে এবং তাদেরকে এমনভাবে কাজ করতে বাধ্য করে যে অন্যথায় তাদের স্বভাব অস্বাভাবিক হতে পারে। যেমন আমরা যদি ভাল কাজের বীজ বপন করি, তাহলে আশেপাশের মানুষেরা সেই ভাল কাজের কারণেই আমাদের প্রতি সদয় হয়ে উঠবেন। একইরকমভাবে, যখন আমরা খারাপ কাজের বীজ বপণ করি, তখন আমাদের আশেপাশের মানুষেরা সেই খারাপ কাজের কারণেই আমাদের প্রতি নির্দয় হয়ে

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু এক মহিলাকে ক্ষমা করলেন তার বাবাকে নিন্দা করার জন্য এবং তার স্বামীকে মুক্ত করলেন

“আমাদের একজন অল্প বয়সী মহিলার সাথে দেখা হয়েছিল, তার বাবা মারা গিয়েছিল যখন তার বয়স ৫ বছর ছিল। তার বাবা ছিলেন একজন মদ্যপায়ী; সে মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকত এবং অন্যরা তাকে তার বাড়িতে তুলে নিয়ে আসত। এক রাতে সে যখন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছিল; সে একটি বড় নর্দমায় পড়ে ডুবে গেল। পরে সেই মহিলা ভাল চাকরীসহ একজন ভাল মানুষকে বিয়ে করল। তাদের একটি সন্তান হল, কিন্তু তিন বছর পর তার স্বামী একজন মদ্যপায়ী হয়ে গেল এবং সেও মাতাল হয়ে, রাস্তায় পড়ে থাকত এবং রাস্তা থেকে তাকে নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে আসতে হত। আমরা সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তোমার বাবার মাতলামির জন্য তুমি কি তাকে দায়ী করতে?’ সে বলল, ‘অবশ্যই, আমি তাকে মূল্যহীন মনে করতাম এবং বলতাম আমি এরকম কাউকে বিয়ে করব না’। সে তার বাবাকে দায়ী করার জন্য ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য অনুতাপ করল, এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইল। সেই রাতেও, তার স্বামীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে আসার প্রয়োজন হল কিন্তু এবার সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কিছুই বলল না। এর পরের দিন লোকটি তার মদ্যপানের জন্য নিজেকে অপরাধী অনুভব করল এবং তার স্ত্রী ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইল।”

উঠবেন। আমাদের খারাপ আচরণ বা মনোভাব তাদেরকে কলুষিত করে *(ইব্রিয় ১২:১৪-১৫)*।

মা-বাবার দোষ খোঁজা এবং একের পর এক তাদের দোষ ধরে বিচার করা, প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকারক। আমরা যখন নিজের বাবার দোষ ধরে বিচার করি তখন আমরা সমস্ত পুরুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যা বপন করেছি সেই ফসল কাটার ঝুঁকি নিয়ে যাই। হয়তো আমরা অতীতে দোষ ধরার মত যেসব ভুল করেছি সেগুলো ভুলে যেতে পারি কিন্তু তার ফলস্বরুপ আমরা খারাপ জিনিস কাটতে থাকি। যখন এই ধরনের বিচার আমরা করি, তখন একইভাবে আমরা নিজেদেরকে দোষী করি এই কাজ করার জন্য। আমাদের এই ধরনের বিচার অন্যদেরকে কলুষিত করে এবং আমাদের প্রতি তাদের আচরণকেও প্রভাবিত করে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, ধরুন কোন লোকের মা, তার ছেলেবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত তাকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করত এবং সেই জন্য তার প্রতি তিক্ততা এবং বিরক্তিভাব হতো এবং মনে মনে সে তার মা কে দোষারোপ করত। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার পরে সে দেখতে পেয়েছে যে তার স্ত্রী এবং আশেপাশের মহিলা সহকর্মীদের কাছ থেকে একইরকমভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আসলে সে তার মায়ের বিরুদ্ধে যেভাবে বিচার করেছে তা তার আশেপাশে থাকা অন্যান্য মহিলাদেরকে কলুষিত করেছে এবং বাধ্য করেছে যেন তারা ঠিক তার মায়ের মত আচরণ করে।

প্রায়শই যখন আমরা অন্যের দোষ ধরে বিচার করি তখন আমরা একটি দিব্য করি যা বিচারের ফলাফলকে আরও কার্যকর করে। একটি উদাহরণ হতে পারে: ‘আমার বাবা আমাকে মারে (**ঘটনা**); সে একজন কঠিন ও খারাপ মানুষ (**দোষ ধরে বিচার**); যখন আমি বড় হব, আমি কখনোই আমার সন্তানদের সাথে কঠিন হব না বা মারধোর করবো না (**দিব্য**)’। কিন্তু সে যখন বড় হবে এবং নিজের সন্তান হবে, সে বুঝতে পারবে সে তার নিজের

সন্তানকে না মেরে থাকতে পারছে না। তার বাবাকে দোষ দিতে দিতে এখন সেই ভুল কাজটাই সে নিজে করতে লাগল এবং সে যে দিব্য করেছিল যে কাজটা সে কখনই করবে না, সেটাই সে করল। কারণ, যে কোন দিব্যই মানুষের নির্বাচনকে সীমীত করে আর তার ফলাফল সর্বনাশ *(বিচারকর্তৃগণ ১১:২৯-৩৫; মথি ১৪:৯)*। বাইবেলের *মথি ৫:৩৩-৩৪* পদে লেখা রয়েছে, *'কোন দিব্য-ই করিও না'*। আমরা যদি (ভাল বা খারাপ দিব্য) করে থাকি তাহলে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং তা ত্যাগ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন এর দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই।

কখনো কখনো আমরা নিজেদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষন করি এবং নিজেদেরকে অন্যদের চাইতে ছোট মনে করি। আমরা তাদেরকে খুব বড় মনে করি এবং তারা যা বলে ও চিন্তা করে, সেটাকে নিজেদের কথা ও চিন্তা-ভাবনার চেয়ে বাশী মূল্য দিই। আমরা তাদেরকে *'বড় মানুষ'* ও নিজেদেরকে *'ক্ষুদ্র মানুষ'* মনে করে থাকি। ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে আমাদেরকে সাবধান করে এটা করতে বারণ করে দিয়েছেন এবং কোন রকম *'পক্ষপাতিত্ব'* করতে নিষেধ করেছেন।

ঈশ্বর আমাদের এত ভালবাসেন যে, তিনি আমাদের জীবনে নেতিবাচক পরিস্থিতিগুলো চলতে দিতে চান না। তিনি চান যেন আমরা সুস্থ হই এবং তাঁর দয়ায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা পেয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত হই যেন তাঁর দেওয়া আশীর্ব্বাদগুলো আমাদের জীবনে উপভোগ করতে পারি। আমরা মানুষকে যা যা দোষারোপ করেছি তা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে এবং তার জন্য মন ফেরাতে হবে এবং এই দোষারোপের ফলে আমরা যে কলুষিত হয়েছি তা থেকে তিনি যেন আমাদেরকে ও অন্যদেরকে পরিষ্কার করে দেন। ঈশ্বর চান যেন আমরা অন্যদের পাপকে সমর্থন না করি, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তাকে সম্মান করি। যেমন, আমাদের বাবা-মা যদি আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করেছেন বা পরিত্যাগও করেছেন, তারপরেও আমরা তাদেরকে

সম্মান করতে পারি এই কারনে যে আমাদের জন্ম দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাদেরকে ব্যবহার করেছেন। আমরা প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে সম্মান করতে পারি (কারণ, প্রত্যেক বিশ্বাসীদের হৃদয়ে যীশু খ্রীষ্ট প্রবেশ করেছেন) অথবা মানুষ হিসাবেও আমরা তাকে সম্মান করতে পারি (ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে আমাদেরকে তৈরী করেছেন)।

আমরা অন্যদের প্রতি বহু আগে যে সমস্ত দোষারোপ করেছি হয়ত তা ভুলে গেছি কিন্তু এর খারাপ ফলাফল হয়ত আমাদের জীবনে দেখা দিচ্ছে। প্রায় সময়ই ছোটবেলাতেই আমরা অন্যদেরকে দোষী সাব্যস্ত করি এবং তা ভুলে যাই। যদিও আমরা এই বিষয়গুলির কথা ভুলে যাই তবুও আমরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে এর পরিণতিগুলোকে কাটাতে পারি। আমরা পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করতে পারি যেন তিনি এগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ করেন যেন এর প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হই।

প্রার্থনা সহায়িকা – যদি আপনি কারোর বিরুদ্ধে নিন্দামূলক বিচার করেছেন:

- আপনি যেভাবে তাদেরকে সম্মান বা বিচার করেছেন তার থেকে অনুতাপ সহকারে মন ফেরান।
- আপনি যাদেরকে বিচার করেছেন তাদেরকে ক্ষমা করুন।
- প্রভু যীশুর নামে এই নিন্দামূলক বিচারকে পরিত্যাগ করুন।
- ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন এই নিন্দামূলক বিচারের সমস্ত খারাপ প্রভাব তিনি সরিয়ে দেন।
- দোষারোপ করার প্রতিক্রিয়াতে যে দিব্য করেছেন তা বাতিল করে তুলে নিন।
- ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাকে ও আপনাকে আশীর্ব্বাদ করেন।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান করুন (আবার) এবং তিনি পবিত্র আত্মাতে আপনার হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করেন।

নিচের প্রার্থনাটি একটি সহায়ক প্রার্থনা মনে করে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করুন।

নিন্দামূলক বিচার ভঙ্গ করার জন্য প্রার্থনা

"স্বর্গীয় পিতা, আমি স্বীকার করি যে, অন্যের ভুল খোঁজা ও তাদেরকে নিন্দামূলক বিচার করার মধ্য দিয়ে আমি পাপ করেছি। বিশেষ করে আমি স্বীকার করি যে, আমি ... ***(এবার নির্দিষ্ট করে নিন্দামূলক বিচারটি স্বীকার করে জোরে বলুন, প্রতিটি ঘটনা সততার সাথে বিস্তারিতভাবে ঈশ্বরের কাছে বলুন)***। আমি এই পাপ থেকে অনুতাপ সহকারে মন ফিরিয়ে পাপকে ত্যাগ করছি। আমি এই পাপ থেকে মন ফিরিয়ে আপনার আরও কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।

"যীশু খ্রীষ্টের নামের ক্ষমতায় আমি এই সমস্ত নিন্দামূলক বিচারগুলিকে এবং সমস্ত দিব্য ***(কি কি নিন্দামূলক বিচার এবং দিব্য করেছিলেন তা বলুন)*** ভেঙ্গে দিচ্ছি। আমার করা নিন্দামূলক বিচার এবং দিব্যর খারাপ ফলের কারণে আমার ও অন্যান্যদের উপর যে প্রভাব পড়েছে তা এখন থেকে তুমি বন্ধ করে দাও। স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। যীশুর রক্তের দ্বারা আমাকে ধৌত করে মন্দ থেকে মুক্ত কর। প্রভু যীশু, আমার হৃদয়ে আসো এবং পবিত্র আত্মাতে আমাকে পূর্ণ কর। আমাকে পরিবর্তন করে পবিত্র কর।

"আমি ***(ব্যক্তিটির নাম)*** আশীর্ব্বাদ করছি। যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই। আমেন"।

নেতিবাচক কথা থেকে মুক্তি

"মিষ্টি কথা মৌচাকের মত; অন্তরের জন্য তা মধুর আর তা দেহকে সুস্থ রাখে।" (হিতোপদেশ ১৬:২৪)

"মুখের কথার উপর নির্ভর করে জীবন ও মৃত্যু; যারা উপযুক্ত কথা বলতে ভালবাসে তারা তার ফল লাভ করবে।" (হিতোপদেশ ১৮:২১)

"আপনার কথা দ্বারাই আপনাকে নির্দোষ বলে ধরা হবে আর আপনার কথা দ্বারাই আপনাকে দোষী বলে ধরা হবে।" (মথি ১২:৩৭)

"যীশুর নিকটে অনন্ত জীবনের কথা আছে।" (যোহন ৬:৬৮)

"এই জিভ দিয়ে আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার জিভ দিয়ে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে শাপ দিই।" (যাকোব ৩:৯)

মুখের কথা খুবই শক্তিশালী। ঈশ্বর বললেন *"হোক..."* আর তাতে মহাকাশ তৈরী হল *(আদিপুস্তক ১:৩)*। আমরাও যে কথা বলি তাও খুব শক্তিশালী। এগুলো জীবন অথবা মৃত্যু, সুস্থ, অথবা অসুস্থ, করার ক্ষমতাকে বহন করে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক এবং মাঝে মাঝে বোঝা কঠিন যে, আমরা যা কিছুই

আত্ম সাক্ষ্য – আমার মুখের কথা মৃত্যু নিয়ে এসেছিল

"অনেক বছর ধরে আমি আমার পঙ্গু ভাইয়ের একমাত্র পরিচর্যা বা দেখাশুনাকারী ছিলাম। মাঝেমধ্যে এটা খুবই কঠিন ছিল। একদিন আমি হতাশ হয়ে এবং রাগ করে ভাইকে বলি, "কেন তুমি রাস্তায় গিয়ে মরে যাওনা?" পাঁচ সপ্তাহ পরে সে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তখন আমি খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমার কথা তার জীবনে অভিশাপ নিয়ে এলো।"

বলি না কেন সমস্ত কিছুই গুরুত্বপূর্ণ।

শয়তান ভ্রাতৃগণের অভিযুক্তকারী হিসাবে পরিচিত। প্রকাশিত বাক্য ১২:১০ পদ বলে, ঈশ্বরের সামনে আমাদের দোষারোপ করার জন্য শয়তান ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম ছিল। যীশু শয়তানকে স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছিলেন *(যিশাইয় ১৪:১২-১৫; যিহিষ্কেল ২৮:১২-১৮; লূক ১০:১৮)*। শয়তানের বিদ্রোহের কারণে ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতি থেকে শয়তানকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। শয়তানের বিদ্রোহ ছিল, সে ঈশ্বরের মত হতে চেয়েছিল। সে ঈশ্বরের লোকেদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত দোষারোপ করে যাচ্ছে। ঈশ্বরের খুব মনঃক্ষুন্ন হয় যখন আমরা আমাদের বিশ্বাসী ভাই-বোনেদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করি *(১ বংশাবলি ১৬:২২)*। ঈশ্বর শয়তানের এরকম আচরণ সহ্য করেন নি, তাই তিনি আমাদেরও এরকম আচরণ সহ্য করবেন না। নিজেদের সম্পর্কে এবং অন্যের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, প্রভু যীশু আমাদের মধ্যে বাস করেন!

কখনো কখনো আমরা না বুঝেই শয়তানের প্রশংসা করে ফেলি। একজন পালক একবার এরকম একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন, *“মন্ডলীর উপাসনায় কেন তুমি শয়তানকে প্রথম স্থানে রেখেছ? কেন তুমি আমার সামনে শয়তানের ও তার বাহীনীর উপাসনা করছ?”* তিনি উত্তর দিলেন, *‘ও প্রভু, আমি কখনোই তা করিনি, আমি সবসময় সমস্ত উপাসনায় তোমাকে প্রথম স্থানে রেখেছি!’* ঈশ্বর বললেন, *“না। প্রথমে তুমি শয়তানকে বন্দী করে, তাদের সাথে কথা বলে, তাদেরকে বের করে দিচ্ছো এবং তারা এটাকে তাদের উপাসনা মনে করছে। মন্দ আত্মা বহু মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তোমার কাছ থেকে এই উপাসনা পেতে আসে। ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন আমার গৌরব প্রশংসা প্রথমে কর এবং আমি মন্দ আত্মার ব্যাপারে ব্যবস্থা করব।”* (‘লেট আস প্রেইজ’ – জাডসন কর্নওয়াল)

পালকের জন্য এটি ছিল একটি ভয়ংকর আঘাত এবং এটা আমাদের সকলের জন্য সতর্কবাণী। এখান থেকে যে শিক্ষাটা আমরা পাই তা হল, *‘যীশুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে’*। ঈশ্বর যা করছেন তার উপর আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। সবসময় তাঁর প্রশংসা করতে হবে এবং ঈশ্বরকে আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য দায়িত্ব দিতে হবে *(যিহুদা ৯)*। এই একই নীতি প্রার্থনার বেলায়ও ঘটে।

“অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্গুণ ও যে কোন কীর্ত্তি হউক, সেই সকলের উপরে তোমার মন দাও।” (ফিলিপীয় ৪:৮)

জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রশংসা করাটা বিজয়ী বিশ্বাসী জীবন কাটানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। এর একটা ফলাফল হল, এটা আমাদের মধ্যে ঈশ্বর সম্পর্কে বোধ জাগিয়ে তোলে, মনে করিয়ে দেয় তিনি কত না অপূর্ব! এমনকি তিনি আমাদের জন্য ইতিমধ্যে যা যা করেছেন এবং কিছুই যে তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় তাও মনে করিয়ে দেয়। প্রশংসা শয়তানকে পরাজিত করে। আত্মিক যুদ্ধের জন্য এটা হল সবচেয়ে বড় অস্ত্র *(গীতসংহীতা ১৪৯:৬-৯)*।

“আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম, তিনবার *“হালেল্লুয়া”* বলার পর শয়তানকে পড়ে যেতে দেখলাম, আর সে নড়াচড়া করতে পারছিল না। যখন আমি জেগে উঠলাম এবং আমার স্বপ্ন নিয়ে চিন্তা করলাম, পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারলাম, খুব কঠিন সময়েও আমি খুব সহজেই তিনবার হালেল্লয়া বলতে পারি।”

আমাদের মন ও কথার মধ্যে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা রয়েছে, আমরা মনে মনে যা দেখি, তা সত্যি হয়ে দেখা দেয়। নেতিবাচক কথা বা চিন্তা শয়তানকে সুযোগ করে দেয় আমাদেরকে বা আমরা যাদের সাথে কথা বলি

তাদের উপর অত্যাচার করতে। আমরা যত বেশী করে ভালোর মধ্যে বাস করি, আমাদের মনোযোগ তত বেশী করে ভালোর দিকে নিবদ্ধ হয়। ক্যারল ও জন আরনট তাদের লেখা ‘দয়া ও ক্ষমা’ – বইটিতে একজন পালকের কথা বলেছেন যিনি তার নিজের জীবনের পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে তার দিনের ৮০% চিন্তা–ভাবনাই নেতিবাচক, সমালোচনামূলক এবং অন্যের ভুল ধরায় লিপ্ত থাকে। কেবলমাত্র ২০% চিন্তা-ভাবনা ইতিবাচক। এরপর তিনি আবিষ্কার করলেন যে, এটা বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই সত্যি। আমরা যখন নিজের নামে, অন্যের নামে এবং কোন পরিস্থিতিতে নেতিবাচক কথা বলতে থাকি, তখন আমরা আসলে শয়তানের পক্ষে কাজ করে দিই *(প্রকাশিত বাক্য ১২:৯-১১)*।

“আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, ‘রে নির্ব্বোধ’, সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ বলে, ‘রে মূঢ়’, সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে।” (মথি ৫:২২)

আমাদের মন ফেরাতে হবে, মনকে কিভাবে প্রশিক্ষন দিতে হয় তা আমাদের শিখতে হবে। একইসাথে, নিজের জিভকে ঈশ্বরের শক্তিতে দমন রাখতে হবে যাতে আমাদের আচরণ এবং কথা ইতিবাচক থাকে। দোষারোপ না করে আমাদের উচিত অন্যদেরকে আশীর্ব্বাদ করা, সম্মান করা, উৎসাহিত করা এবং একে অন্যকে বিশ্বাসে গড়ে তোলা, ক্ষমা করা

প্রার্থনা সহায়িকা – যদি আপনি নেতিবাচক কথা বলেছেন:

- নেতিবাচক কথা বলার থেকে মন ফেরান এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে পরিবর্তন করেন।
- যত নেতিবাচক কথা আপনি নিজেকে ও অন্যকে বলেছেন, যীশুর নামে সেগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে তা পরিত্যাগ করুন।
- এর পরিবর্তে আশীর্ব্বাদ করুন।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান করুন (আবার) এবং তিনি পবিত্র আত্মাতে আপনার হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করেন।

এবং অভিযুক্ত না করা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং কথাবার্তার পাশাপাশি আমাদের প্রার্থনাতেও একইরকম মনোভাব বজায় রাখা উচিত।

ঈশ্বরকে আমাদের বলতে হবে যেন তিনি যে যে নির্দিষ্ট পাপ থেকে আমাদেরকে পরিষ্কার করতে চান, সেগুলো যেন আমাদের দেখিয়ে দেন।

নিচের প্রার্থনাটি একটি সহায়ক প্রার্থনা হিসাবে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করতে পারেন।

আমার নেতিবাচক কথার থেকে মন ফেরানোর প্রার্থনা

"স্বর্গীয় পিতা, আমি স্বীকার করি যে আমি আমার ভাইদের দোষ ধরেছি। আমি দোষ ধরা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে, তোমার কাছে তাদের বিরুদ্ধে দোষ দিয়ে প্রার্থনা করে আমি নিজেকে ও খ্রীষ্টীয় ভাই-বোনদেরকে অসম্মান করেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। ***(নির্দিষ্টভাবে নেতিবাচক কথা বা ঘটনার জন্য ঈশ্বরের কছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন...)***। আমি এই পাপ থেকে মন ফেরাচ্ছি। আমি পরিবর্তন হতে চাই, ঈশ্বর আমাকে পরিবর্তন কর। অভিশাপ না দিয়ে বরং আশীর্ব্বাদ করতে আমাকে সাহায্য কর যেন আমি মৃত্যুর কথা না বলে জীবনের কথা বলতে পারি।

"যীশুর নামের ক্ষমতায়, নিজের ও অন্যের বিরুদ্ধে বলা সমস্ত নেতিবাচক কথা ও চিন্তাকে ভেঙ্গে দিচ্ছি। স্বর্গীয় পিতা, এই সমস্ত নেতিবাচক কথা ও চিন্তার পরিনাম থেকে যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা আমাদেরকে ধৌত করে মন্দ থেকে মুক্ত কর। তুমি আমার হৃদয়ে আস এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাকে পূর্ণ কর। যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন।"

পিতা-মাতারা প্রায়ই এমন সব কথা বলেন যা তাদের সন্তানদের জন্য ক্ষতিকর। যেমন – 'তোমাকে জন্ম দিয়েই আমি ভুল করেছি' অথবা 'তুমি এতই অলস যে, তোমার জীবনে কিছুই হবে না'।

অনেক সময়, আমাদের উপর যাদের কর্তৃত্বের অধিকার রয়েছে যেমন – অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দ, এদের নেতিবাচক কথা আমদেরকে খুবই আঘাত করে, বিশেষ করে আমাদের তরুন বয়সে। এমনকি সন্তানদেরকে ডাক নাম দেওয়ার মধ্য দিয়েও অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জীবনে অভিশাপ নিয়ে আসে। শিক্ষকরাও আমাদেরকে নেতিবাচক কথা বলতে পারে যা আমাদের জীবনে ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। সেই প্রত্যেককে আমাদের ক্ষমা করা প্রয়োজন। যারা যারা আমাদেরকে দোষী করেছেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলেছেন। যীশুর নামে এই নেতিবাচক কথার শক্তিকে আমরা ধ্বংস করতে পারি এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি যেন এই সমস্ত কথার পরিণতি যা অভিশাপের মত আমাদের জীবনে রয়েছে তা থেকে তিনি আমাদের ধৌত করেন বা মুক্ত করেন।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু একটি সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করেন

"দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তিতে আক্রান্ত এক ব্যাক্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করেছিলাম। যখন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম কেউ কি তার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছিলেন তখন তার মনে পড়ল, তার পিতা তাকে বলেছিলেন "তোমার জীবনে কিছুই হবে না"। এই কথা তার জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ওই ব্যাক্তি তার বাবাকে ক্ষমা করল এবং আশীর্ব্বাদ করল। তিন দিন পর তার পিতা স্বপ্নে দেখলেন যীশুকে এবং উপলব্ধি করলেন তার সঙ্গে যীশুর কোন সম্পর্ক নেই। তখন তিনি মন ফেরালেন এবং যীশুকে আমন্ত্রন জানালেন যেন তার হৃদয়ে আসে এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। তিনি "নতুন জন্ম" পেয়েছেন এবং ছেলের সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।"

শুধুমাত্র নেতিবাচক কথাই যে আমাদেরকে কষ্ট দেয় তাই নয় বরং অনেক সময় কোন কথা না বলা বা নিরবতা বা উৎসাহের অভাব আমাদেরকে কষ্ট দেয়। ধরুন, যদি পিতা-মাতা, শিক্ষক, সহকর্মী/সহধর্মিনী আপনার সাথে কথা না বলে আপনাকে 'নীরব চিকিৎসা'

দেয়, তবে আপনার মনে হতে পারে আপনি মূল্যহীন, আপনি কথা বলার মত যোগ্য না, এবং একজন মানুষ হিসাবে আপনার কোন মূল্য নেই।

এটা আসলেই খুব কষ্টকর যখন আমরা কোন উৎসাহ পাই না। যেমন ধরুন, একজন সন্তান যদি পরীক্ষার ফলাফলে গড়ে ৯২% নম্বর পায় কিন্তু তার বাবার প্রতিক্রিয়া যদি হয় 'তোমার ভাই পেয়েছে ৯৬% নম্বর' বা তার বাবা এত ভাল ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কথাই বলল না। এর অর্থ দাড়াবে সে কোন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ না অথবা তার বাবা তার প্রতি একটুও আগ্রহী নয়। এটা খুবই কষ্টদায়ক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সেই মানুষটাকে ক্ষমা করে দেওয়া বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যেন সেই মানুষদেরকে ক্ষমা করতে তিনি আপনাকে সাহায্য করেন।

কখনো কখনো আমরা নিজেদেরকে ভুলভাবে দোষারোপ করি *(লূক ১৮:৯-১৪)*। আমাদের নিজেদের কথা বা চিন্তা অনেক সময় খুবই নেতিবাচক হয়। যেমন, 'আমি একটা অপদার্থ', অথবা 'আমি মরে গেলেই ভালো হত'। এই সমস্ত কথা বা চিন্তা আমাদের জীবনে অভিশাপের মত কাজ করে। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যগত সমস্যা তৈরি করে। যেমন, হতাশা বা আত্মহত্যার প্রবনতা ইত্যাদি। নিজের বিচার করা – যেমন, নিজেকে মূল্যহীন ভাবা বা নিজেকে বেশি মূল্যায়িত করা (গর্ব) থেকে আমাদেরকে মন ফিরাতে হবে। যার মাধ্যমে এই

প্রার্থনা সহায়িকা – যদি কেউ আপনার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলেছেন :

- যারা আপনাকে কষ্ট দিয়ে কোন নেতিবাচক কথা বলেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন।
- এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন পাপপূর্ণ প্রতিক্রিয়া করে থাকলে তার জন্য মন ফেরান।
- যীশুর নামে সমস্ত নেতিবাচক কথার শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলুন।
- যারা আপনাকে অভিশাপ দিয়েছে তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করুন।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান করুন (আবার) এবং তিনি পবিত্র আত্মাতে আপনার হৃদয়কে সম্পূর্নভাবে পূর্ণ করেন।

নেতিবাচক প্রভাব থেকে যীশুর নামের শক্তিতে আমরা মুক্ত হতে পারব। নিচের প্রার্থনাটি হৃদয় থেকে উচ্চস্বরে করুন।

নেতিবাচক কথার যে শক্তি আমার উপর রয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলার প্রার্থনা

“স্বর্গীয় পিতা, প্রভু যীশুর নামে আমি স্বীকার করছি আমার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলা হয়েছে *(নির্দিষ্টভাবে আপনার বিরুদ্ধে বলা নেতিবাচক কথা ঈশ্বরকে বলুন)*। আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি *(তাদের নাম এবং নেতিবাচক কথাগুলো উল্লেখ করুন এবং যে সমস্ত ইতিবাচক কথা বলতে পারত কিন্তু বলেনি তাও উল্লেখ করুন)* পিতা, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের সাথে যে পাপপূর্ণ আচরণ করেছি বা প্রতিক্রিয়া করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর *(আপনার পাপপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরকে বলুন)*। আমি তাদেরকে ক্ষমা করি... *(মানুষটির নাম বলুন এবং যে নেতিবাচক কথা বলা হয়েছে বলুন – এবং যে ইতিবাচক কথা তাদের বলা উচিত ছিল কিন্তু বলেনি)*।

“আমার জীবনের উপর নেতিবাচক কথার যে অভিশাপ রয়েছে, যীশু খ্রীষ্টের নামের ক্ষমতায় আমি তা ভেঙ্গে ফেলে ত্যাগ করছি। পিতা আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি যে সেগুলোর পরিণতি থেকে আমাকে মুক্ত কর। যীশুর রক্তে তুমি আমাকে ধুয়ে পরিষ্কার কর এবং মন্দ থেকে মুক্ত কর। আমি আশীর্ব্বাদ করছি *(মানুষটির নাম বলুন)*। তুমি আমার হৃদয়ে আস এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাকে পূর্ণ কর। যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন।”

পরিশিষ্ট অংশে, ‘যীশুতে আমরা কে’ এই বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রের একটি তালিকা খুঁজে পাব, পবিত্র শাস্ত্রের এই কথাগুলো গভীরভাবে ধ্যান করার মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয় এবং তখন আমরা নিজের জন্য ও অন্যান্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য আরও গভীরভাবে প্রার্থনা করি।

আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি

“কিন্তু যারা ধনী হতে চায় তারা নানা পরীক্ষায় ও ফাঁদে পড়ে, আর এমন সব বাজে ও অনিষ্টকর ইচ্ছা তাদের মনে জাগে যা লোককে ধ্বংস ও সর্বনাশের তলায় ডুবিয়ে দেয়। সব রকর মন্দের গোড়াতে রয়েছে টাকা পয়সার প্রতি ভালবাসা। অনেকে টাকা-পয়সার লোভে খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে নিজেদের উপর অনেক দুঃখ ডেকে এনেছে। কিন্তু তুমি তো ঈশ্বরের লোক; এইসব থেকে তুমি পালাও। সৎ জীবন, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, ধৈর্য ও নরম স্বভাবের জন্য আগ্রহী হও।” (১ তিমথিয় ৬:৯-১০)

যীশু অর্থ-সম্পদের বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন, অনেক সময়ে দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বলেছেন। তিনি জানেন, অর্থ সম্পর্কে মানুষের মনোভাব কি, কিন্তু তিনি চান এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে আমরা যেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে জানতে ও বুঝতে পারি। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই টাকার প্রয়োজন কিন্তু টাকার প্রতি ভালবাসা আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যখন ঈশ্বরের উপর আমরা আমাদের আস্থা রাখি, তখন আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তিনি আমাদেরকে তা যুগিয়ে দেন এবং তিনি চান যেন আমরা সবকিছু দিয়ে তাঁকে ভালবাসি। কেউ কেউ বলেন যে, মানুষের সর্বশেষ যে অংশটা রুপান্তর দরকার তা হল ‘পকেট’! ঈশ্বরকে টাকা-পয়সার উর্দ্ধে রাখা

> আমরা ঈশ্বরের করুণার সুসমাচার দ্বারা এত আশীর্ব্বাদ পেয়েছি যে আমাদের কখনই ১০% এর চেয়ে কম দেওয়ার স্বপ্ন দেখা উচিত নয়।
> (ডানকান ওয়াটকিনসন, ২০১৪)

হয়তবা আমরা জীবনের সর্বশেষ বিষয় হিসাবে শিখেছি। এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের মধ্যে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে এবং এই বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রের অনেক বাক্যকে আমরা অবজ্ঞা করি কারণ এই জগতের চিন্তাগুলো আমাদের জীবনে শিকড়ের মত গভীরে রয়েছে। যখন আমরা ঈশ্বরের চেয়ে জগতের সাফল্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে খুঁজি তখন অবশ্যই আমাদের জীবনে সমস্যা আসবে। টাকা-পয়সা থাকা এমনকি অনেক টাকা থাকাও কোন ভুল কিছু নয়। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমরা যেন এ বিষয়ে উদার মানসিকতার হই, মানুষের প্রয়োজনে এটাকে ব্যবহার করি এবং যীশুর মহান আদেশের জন্য আর্থিক যোগান দিই *(মথি ২৫:৩৪-৪৬; লূক ১২:৩৩-৩৪; যাকোব ৫:১-৬)।*

দশমাংশের হিসাব কীভাবে করবেন

মাসের সমস্ত আয় একসঙ্গে করুন, যেমন ৫০০০/-

যদি আপনি ব্যবসায়ী হন তাহলে সপ্তাহে বা মাসে একবার হিসাব করুন।

মোট টাকাকে ১০ দিয়ে ভাগ করুন।

৫০০০ টাকা/১০ = ৫০০ টাকা

এই উদাহরণের মতো আপনার দশমাংশ হবে ৫০০ টাকা।

এই দশমাংশের টাকা আপনি যে চার্চে যান সেই চার্চে দান করুন।

দশমাংশ দেওয়া আব্রাহামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি নীতি যা *(আদিপুস্তক ১৪:২০)* যাকোবের দ্বারা অব্যাহত ছিল এবং *(আদিপুস্তক ২৮:২২)* মোশির দ্বারা আইন অন্তর্ভুক্ত ছিল *(লেবিয় ২৭:৩০-৩২)*। পুরাতন নিয়মে, মানুষ যা কিছু চাষ করত শষ্য বা ফল-ফলাদি যা কিছু আয় করত এবং যা কিছু পেত সেই সমস্ত কিছুর প্রথম দশভাগ ঈশ্বরকে দিত। দশমাংশ ঈশ্বরের এবং এটা পবিত্র। ১০% দশমাংশ দেওয়াটা আমাদের জন্য নূন্যতম।

যীশু তাদের বললেন, *"তবে যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।" (মথি ২২:২১; মার্ক ১২:১৭; লূক ২০:২৫)*

একজন প্রচারক এইভাবে বলেছিলেন, 'দশমাংশ হল, এই পৃথীবিতে বেঁচে থাকার জন্য ও বাতাস থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার জন্য ভাড়া প্রদান করা!'। ১০% এর চেয়ে বেশি যে উপহার আমরা ঈশ্বরকে দিই তা হল উৎসর্গ। ঈশ্বর সেই নৈবেদ্যসমূহকে ও সেই ব্যক্তিকে অনেক আশীর্ব্বাদ করেন যারা নিয়মিতভাবে দশমাংশ ও দান দিয়ে থাকেন আর তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। লেখকের অভিজ্ঞতায়, প্রায় সমস্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরাই বলেছেন, তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে এবং আয়করের আগে ঈশ্বরের জন্য ১০% দশমাংশও দেন না। খ্রীষ্টীয় পরিচর্যার কাজও এই অর্থনৈতিক সংকটের ডালপালা দিয়ে জর্জরিত রয়েছে কারণ তাদের পরিচর্যা কাজের থেকে প্রাপ্ত লাভের ১০% অংশ অন্যান্য পরিচর্যা কাজে দশমাংশ হিসাবে দিচ্ছে না। জাগতিকভাবে আমরা চিন্তা করি আমরা দশমাংশ দিতে পারব না কারণ আমাদের এটা দেওয়ার সামর্থ নেই। কিন্তু ঈশ্বরকে তাঁর দশমাংশ না দেওয়ার ফলে, তাঁর রক্ষাকারী হাত আমাদের উপর থেকে সরে যায় এবং আমাদের অর্থ যতদূর পর্যন্ত যাওয়া উচিত ততদূর পর্যন্ত যায় না। যেমন ধরুন, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে গেল, খাবার নষ্ট হয়ে গেল এবং ঋণ পাহাড়ের সমান হয়ে জমা হল। যদিও সত্যি সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা না থাকে, ঈশ্বর বলেছেন আমরা যদি তাঁকে প্রথমে দেই, আমাদের অফুরন্ত থাকবে।

"মানুষ কি ঈশ্বরকে ঠকাবে? কিন্তু তোমরা তো আমাকে ঠকাচ্ছ। তবু তোমরা বলছ, আমরা তোমাকে কি করে ঠকাচ্ছি? দশমাংশ ও দানের ব্যাপারে তোমরা আমাকে ঠকাচ্ছ। তোমরা অভিশাপের তলায় রয়েছ, তবুও তোমাদের গোটা জাতি আমাকে ঠকাচ্ছে। তোমরা তোমাদের সমস্ত দশমাংশ ভান্ডার ঘরে আনবে যাতে আমার ঘরে খাবার থাকে। এই বিষয়ে তোমরা আমাকে পরীক্ষা করে দেখ, আমি সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু আকাশের সব দরজা খুলে তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশীর্ব্বাদ ঢেলে দেই কি না।" (মালাখি ৩:৮-১২)

সম্পূর্ণ বাইবেলে এটা একমাত্র জায়গা যেখানে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁকে পরীক্ষা করতে বলেছেন।

[‘ভান্ডার ঘর’ বলতে আমাদের উপাসনালয়কে বুঝায় যেখানে আমরা একসাথে মিলিত হই; সেই জায়গা যেখানে আমরা আত্মিকভাবে প্রতিপালিত হই *(দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:২২-২৩)*।]

দয়া করে মন্তব্যটি বিবেচনা করুন, আমরা কোন ‘উন্নতির জন্য সুসংবাদ’ কে বিস্তার লাভ করাতে চাই না, কিন্তু খুবই সাধারণভাবে ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্যতার কথা বলছি।

ঈশ্বরের মত করে, ঈশ্বরের কাজ সম্পন্ন করলে, ঈশ্বরের সম্পদের কখনোই কোনো অভাব হয় না। (হাডসন টেইলর)

ঈশ্বরের সামনে আমাদেরকে সৎ থাকতে হবে। যদি আমরা দশমাংশ না দিয়ে থাকি, তাহলে তার জন্য আমাদের অনুতাপ সহকারে মন ফেরাতে হবে এবং তাঁর সম্পদ অপহারী করার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তাই ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমাদের সমস্ত আয়ের ১০% (আয়কর বা কোন খরচের পূর্বে) আমরা উপাসনালয়ে দেব।

দশমাংশ না দেওয়ার জন্য মন ফেরানোর প্রার্থনা[৬]

"হে স্বর্গস্থ পিতা, আমার যা কিছু আছে তার সমস্ত কিছু তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। তুমি আমার কাছে যা কিছু গচ্ছিত রেখেছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এখন বুঝতে পেরেছি দশমাংশ তোমার এবং তা পবিত্র। আমি আমার পাপ স্বীকার করছি, আমি তোমার দশমাংশ তোমাকে ফিরিয়ে দেইনি *(মালাখি ৩)* যা ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমার, তা তোমাকে আমি দেয়নি এর জন্য মন ফেরাচ্ছি এবং তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমার উপর থাকা সমস্ত অভিশাপ ভেঙ্গে দিচ্ছি। আগে থেকে আমি আমার সমস্ত আয়ের দশমাংশ দেব বলে অঙ্গীকার করছি। তুমি আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তা করতে পারি। পূর্বে যে সমস্ত দশমাংশ আমি তোমাকে দেইনি, তোমার দয়ার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে সেখান থেকে মুক্ত করলাম। পিতা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন, এখন থেকে আমি অন্যদের জন্য এবং তোমার রাজ্যের জন্য অর্থনৈতিক আশীর্ব্বাদের একটি পথ হই। যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন।"

[৬] ক্লাইভ পিক: দি রিভিলেশন অফ ফিনান্সিয়াল রিনুয়্যাল, ১৯৯৮, নিউ ওয়াইন মিনিষ্ট্রি।

একইরকমভাবে,আমাদের সমস্তরকম অর্থনৈতিক লেনদেনে, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং ঘুষ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে সততা চান।

নতুন নিয়ম, দশমাংশ দেওয়ার চেয়ে জাগতিক চিন্তা ভাবনার পক্ষে আরও বেশি চ্যালেঞ্জ করেছে। যীশু জনতাকে বলেছিলেন, যে চায় তাকে দাও *(মথি ৫:৪২; লূক ৬:৩০)* এবং *“তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে যার যা প্রয়োজন তা তাকে দিল” (লূক ১২:৩৩)*। তিনি একজন ধনী যুবককে বলেছিলেন, তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের বিলিয়ে দিতে *(মার্ক ১০:২১; লূক ১৮:২২)* প্রথম দিককার খ্রীষ্টীয় মন্ডলী তাদের সমস্ত কিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত যেন কারও কোন অভাব না থাকে *(প্রেরিত ২:৪৫)*। অন্যান্য চিঠিগুলোও একইরকম মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে *(২ করিন্থীয় ৮:১১-১৫; ৯:৭-১৫; ১ যোহন ৩:১৭)*। আমরা একবার দশমাংশ দেওয়া শুরু করলে, ঈশ্বর আমাদেরকে অন্যদের প্রতি আরও দয়াশীল হওয়ার সুযোগ করে দেন।

> ঈশ্বরকে আপনার সেরাটা দিন। আপনি ঈশ্বরকে যা দেবেন তিনি তা আপনাকে বহুগুণে ফিরিয়ে দেবেন, হতে পারে এটা ভালবাসা, বিশ্বাস, অর্থ বা অন্য কোন ভাল জিনিস। এখন তিনি আপনাকে একটি অলৌকিক চিহ্ন দিতে চান।
>
> (ওরাল রবার্টস, মিরাক্যাল অফ সিড-ফেইথ, ১৯৮২)

“কিন্তু আমি বলি এই, যে অল্প পরিমাণে বীজ বুনে, সে অল্প পরিমাণে শস্যও কাটিবে; আর যে ব্যক্তি আশীর্ব্বাদের সহিত বীজ বুনে, সে আশীর্ব্বাদের সহিত শস্যও কাটিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে, তদনুসারে দান করুক, মনোদুঃখপূর্বক কিম্বা আবশ্যক বলিয়া না দিউক; কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালবাসেন। আর ঈশ্বর তোমাদিগকে

সর্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ববিষয়ে সর্বদা সর্বপ্রকার প্রাচুর্য থাকায় তোমরা সর্বপ্রকার সৎকর্মের নিমিত্ত উপচিয়া পড়।” (২ করিন্থীয় ৯:৬-৮)

কিছু কিছু খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ঋণকে নিজেদের জীবনের স্বাভাবিক অংশ বলে ধরে নেন, কিন্তু এটা একটা জাগতিক ভাবনা। জীবনে এমন কিছু অবস্থা তৈরি হয় যখন মানুষ বাধ্য হয়ে ঋণগ্রস্থ হয়, বিশেষ করে, চিকিৎসার প্রয়োজনে অথবা পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজনে কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে ঋণ করতে নিষেধ করেছে। *“অন্যের কাছে এক ভালবাসার ঋণ ছাড়া আর অন্য কোন ঋণ যেন তোমাদের না থাকে” (রোমীয় ১৩:৮)* অথবা আমরা ঈশ্বরের সেবাকারী হওয়ার পরিবর্তে ঋণদাতার সেবাকারী হয়ে যাই *(হিতোপদেশ ২২:৭)*। ঋণ হতাশগ্রস্থ করে, অনেক আত্মহত্যার ঘটনা ঋণের সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন সেগুলো সঠিক তত্ত্বাবধায়কের মত দেখাশোনা করা শিখতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের যা দরকার তা তিনি যুগিয়ে দেবেন *(ফিলিপীয় ৪:৬)*। লোভ, টাকা, বা সম্পত্তির প্রতি ভালবাসা থেকে যদি আমরা ঋণগ্রস্থ হই, তাহলে তার জন্য আমাদের অনুতাপ করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সেইজন্য খুব শীঘ্র ঋণ পরিশোধ করার জন্য নির্দ্দিষ্টভাবে চেষ্টা করা দরকার যার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের সাহায্য চাইতে হবে।

আত্ম সাক্ষ্য – আশীর্ব্বাদর উৎস হওয়া

“১৪ বছর আগে আমি দশমাংশ সম্পর্কে জেনেছিলাম, বিশেষ করে দশমাংশ পবিত্র এবং এটা ঈশ্বরের এবং যা অবশ্যই স্থানীয় উপাসনাগৃহে দিতে হবে। আমি অনুতাপ করে সঠিকভাবে দশমাংশ দেওয়া শুরু করলাম। সেই সময়ে আমি অনেক ঋণের মধ্যে ডুবে ছিলাম এবং আমার বিবাহিত জীবনের অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। এখন আমার ববাহিত জীবন খুবই শক্তিশালী এবং আমাদের আর কোন ঋণ নেই। এমনকি আমরা অন্য লোকদেরকে ঋণ থেকে বের হয়ে আসার জন্য সাহায্য করতেও সমর্থ।”

"কেউই দুই কর্তার দাসত্ব করতে পারে না।" (মথি ৬:২৪)

ঋণ থেকে মুক্ত থাকতে হলে আমাদেরকে নূন্যতম ব্যায় করতে হবে। আমরা যা চাই তা নয় কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের যা প্রয়োজন তাই কিনতে হবে। আমাদের সামর্থের অতিরিক্ত কিছু কেনা উচিত নয়। *"অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, দাস-দাসী, গরু-গাধা কিংবা আর কিছুর উপর লোভ কোরো না।" (যাত্রাপুস্তক ২০:১৭)*। কখনো এমন কোন জিনিস যদি কেনার দরকার হয়ে পড়ে যেটা আমাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তাহলে, যতদিন পর্যন্ত না সব টাকা জমে ততদিন পর্যন্ত সেই জিনিসটার জন্য প্রতি সপ্তাহে এবং প্রতি মাসে অল্প অল্প করে টাকা জমাতে হবে।

বাইবেল আমাদেরকে বলে যে, *"তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যাস্ত হও। তাহলে ঐ সব জিনিসও তোমরা পাবে।" (মথি ৬:১৯-৩৪* বিশেষভাবে *৬:৩৩)*। সুতরাং আমাদের পরিবর্তিত হওয়া দরকার কারণ আমরা বেশিরভাগ আর্থিক বিষয়গুলির উপরে জাগতিক চিন্তাভাবনা করি। কিন্তু আমরা একবার যদি তাঁর বাধ্য হই এবং ঈশ্বরের যুগিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতির উপরে বিশ্বাস করি তাহলে আমরা দেখতে পাব তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেন *(গীতসংহিতা ২৩:১)*।

পবিত্র শাস্ত্রের নতুন নিয়মেও আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসংবাদ ছড়িয়ে দেবার জন্য খোলা মনে দান করতে বলেছে। আমাদের অনেকই সেটা পর্যাপ্তভাবে করি না কারন আমরা ভয় পাই যে, ভবিষ্যতের জন্য আমাদের পর্যাপ্ত টাকা থাকবে না। অথচ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এত অল্প দান করতে গিয়েই বরং আমাদের ভয় পাওয়া উচিৎ *(যাকোব ৫:১-৬; ৩ যোহন ৫-৮)*।

ঐশ্বরিক উত্তরাধিকারের পুনঃপ্রাপ্তি

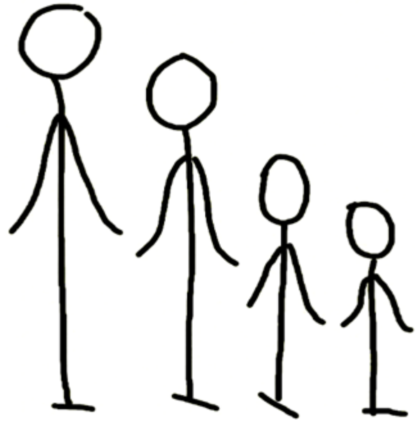

বেশীরভাগ মানুষই তাদের মা-বাবা অথবা তাদের কোন আত্মীয়ের মত দেখতে হয়। শারীরিক চেহারা এমনকি বিভিন্ন আত্মিক বৈশিষ্টও মানুষ বংশানুক্রমিক ভাবে পেয়ে থাকে। আমরা আমাদের মা-বাবার বিভিন্ন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য বংশগতভাবে পেয়ে থাকি ও শিখে থাকি। ঈশ্বর আমাদের ভালোর জন্য এটা করেছেন কিন্তু কিছু খারাপ বৈশিষ্ট্যও একই উপায়ে আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু সবলতা যেমন, ভাষার দক্ষতা অথবা অন্যকে সাহায্য করার স্বভাব ইত্যাদি আমাদের পরিবারগুলিতে দেখা যেতে পারে। কিন্তু কিছু সমস্যা এবং পাপ (যেমন, যৌন জীবনের পাপ, আর্থিক ভাবে নিঃস্ব, মদে আসক্ত হওয়া, কিছু অসুস্থতা ইত্যাদি) একইভাবে পরিবার ও 'বংশগত' কারনে আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সব পাপকেই অবশ্য আমরা বংশানুক্রমিক বলতে পারি কারণ আদম ও হবার মধ্য দিয়ে এটা শুরু হয়েছিল এবং বংশানুক্রমে তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আমাদের পূর্বপুরুষের পাপ (বংশগত পাপ) যা স্বীকার করে অনুতাপ করা হয়নি, সেগুলো তাদের উত্তরসূরীদের একইরকম পাপে পতিত হতে প্রভাবিত করে।

যখন ঈশ্বরের আদেশ আমরা অমান্য করি এবং পাপে পড়ি তখন একটি অভিশাপ সেই মানুষের উপর কাজ করে এবং পরবর্তীতে এটা আত্মীয়দের ও পরবর্তী বংশের উপর বর্তিত হয়।

দশ আজ্ঞা বলে যে, পাপের জন্য (প্রতিমা পূজা) ৩-৪ বংশ এর খারাপ পরিণতিকে বয়ে বেড়ায়। আর বাধ্যতার ক্ষেত্রে হাজার বংশ পর্যন্ত এর আশীর্ব্বাদ উপচে পড়ে *(যাত্রাপস্তক ২০:৪-৬)*। যৌনতার পাপের খারাপ প্রভাব এমনকি ১০ প্রজন্ম পর্যন্ত থাকে *(দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:২)*।

ঈশ্বর মঙ্গলময়, দয়াশীল ও প্রেমময়। তিনি চান না যে পাপ করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে আলাদা হই। তিনি চান না যে আমরা অভিশাপের নীচে থাকি অথবা নিজেদের বা বংশগত কোন পাপের খারাপ প্রভাবে থাকি। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারি না এবং সেজন্যই কিভাবে তা পারব তার উত্তর তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন; যীশু খ্রীষ্ট সেই উত্তর।

পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বর আমাদেরকে বলেন যে, *"রক্তপাত না হলে পাপের ক্ষমা হয় না।" (ইব্রীয় ৯:২২)*। পাপ মুছে যায় না *(নহিমীয় ১:৬-৭)*। ভাল কিছু করার মধ্য দিয়ে বা ভুলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি না। একমাত্র উপায় হল যীশু খ্রীষ্টের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা ও নির্ভর করা যে তিনি আমাদের সমস্ত পাপের ভার নিজে নিয়েছেন। তিনি আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন, আমাদের সমস্ত শাস্তি গ্রহণ করে তাঁর নিজের রক্ত ঝরিয়েছেন।

যতক্ষন না পর্যন্ত আমরা যীশুর কাছে নিজেদের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাই ততক্ষন পর্যন্ত পাপ আমাদের সাথেই থাকে। আমরা যখন যীশুর কাছে ক্ষমা চাই তখন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাঁর রক্তের দ্বারা আমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে দেন। পরিবারের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও পাপ থেকে মুক্ত হওয়া নির্ভর করে নিজেদের বাবা-মা এবং বৃহত্তর পরিবারের পাপগুলোকে আমরা ক্ষমা করতে পারছি কিনা তার উপর। অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের নেতিবাচক সমস্যা ও পাপগুলোর থেকে উদ্ধার পাওয়া আমাদের ঐ পাপগুলোর স্বীকার ও মন ফেরানোর উপর নির্ভর করে।

“তোমরা ফেরো, তোমাদের সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে তোমরা মন ফিরাইয়া বাঁচ।” (যিহিস্কেল ১৮:৩০-৩২)

আমাদের যখন পুনঃর্জন্ম হয়, সাথে সাথেই আমাদের সমস্ত পাপ মুছে যায়; আমাদেরকে *“নির্দোষ”* বলে গ্রহণ করা হয়। যা আমাদেরকে ধার্মিক বলে বিবেচিত করে ও ঈশ্বরের পরিবারে আমাদের একটি স্থান হয়। কিন্তু আমাদের সেই পাপগুলোর পরিণতি যে মুছে যাবে এমনটা নাও হতে পারে। যেমন ধরুন, যদি আমরা টাকা চুরি করি ও তার জন্য অনুতাপ করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন কিন্তু আমরা যার কাছ থেকে টাকা চুরি করেছি তার কাছে আমরা ঋণগ্রস্ত থেকেই যাই। এখানে কিছু আইনগত পরিণতি যুক্ত রয়েছে। যীশু আমাদের পাপের দায় গ্রহণ করেছেন কিন্তু আমি যা চুরি করেছি তা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। আমরা যার কাছ থেকে চুরি করেছি তার জীবনেও এর প্রভাব পড়ে, এমনকি তার পরিবার, সন্তান ও নাতি-নাতনীদের উপর, পুলিশের উপর ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। আমাদের পাপ কখনোই নিজেদের কোন ব্যক্তিগত বিষয় না।

বাইবেলের ২ শমুয়েল ১১ অধ্যায় ও তার পরবর্তী অংশে খুবই দুঃখজনক একটি উদাহরণ রয়েছে। রাজা দায়ূদ হিত্তীয় ঊরিয়ের স্ত্রী বৎসেবার প্রতি কামনার লোভ করেছিল এবং তার সাথে ব্যভিচার করেছিল। যখন বৎসেবা অন্তঃসত্ত্বা হল তখন দাউদ তার স্বামী ঊরিরের সাথে চালাকি করে, তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাকে প্রতারণা করেছিল যাতে দায়ূদের পাপ ঢাকা পড়ে। কিন্তু যখন সে ঊরিরের সাথে প্রতারণা করতে ব্যর্থ হল তখন রাজা দায়ূদ তাকে যুদ্ধের ময়দানে মারার ব্যবস্থা করল। এই ঘটনার জন্য দায়ূদ উপবাস, প্রার্থনা ও মন ফেরানো সত্ত্বেও এই ব্যভিচারের পরিণতিতে যে সন্তান জন্ম হয়েছিল সে মারা গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে দায়ূদের সন্তানেরা ও তার বংশধরেরা এই যৌনতার পাপ ও মানুষ হত্যার মত পাপে পতিত হয়েছিল। ঈশ্বর দায়ূদের ব্যভিচার ও হত্যাকে ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু তার পাপের পরিণতি তার বংশধরদের উপর পড়েছিল।

যখন আমরা একবার পাপ করি, তখন সেই পাপ করার সম্ভাবনাকে আমরা আরও বাড়িয়ে দেই। একইরকমভাবে, আমাদের বাবা-মা বা পূর্বপুরুষদের পাপ আমাদের জন্য একটি 'খোলা-দরজা' তৈরি করে, যার মধ্য দিয়ে আমাদের একই পাপ করার সম্ভাবনা তৈরি হয় বা বাড়িয়ে তোলে। এই পাপ থেকে যদি আমরা বের হয়ে আসতে চাই তাহলে সেই নির্দিষ্ট পাপের সাথে (আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের) যারা যুক্ত তাদের ক্ষমা করে দিতে হবে এবং তার পরিণতির প্রভাব থেকে শুচি হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তারপর সেই নির্দিষ্ট 'দরজা বন্ধ' করার জন্য এবং এই পাপ করার প্রবনতার হাত থেকে আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। যদি এই অভিশাপ আমাদের জীবনে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকে তবে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতায় ও তাঁর নামে, তাঁর রক্তের দ্বারা সেই অভিশাপকে ও তার প্রভাবকে আমরা ভেঙ্গে ফেলতে পারি।

"তিনি ক্রুশের উপরে নিজের দেহে আমাদের পাপের বোঝা বইলেন, যেন আমরা পাপের দাবি দাওয়ার কাছে মরে ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলবার জন্য বেঁচে থাকি। তাঁর দেহের ক্ষত তোমাদের সুস্থ করেছে।" (১ পিতর ২:২৪; যিশাইয় ৫৩:৫-৬)

"আইন-কানুন অমান্য করবার দরুন যে অভিশাপ আমাদের উপর ছিল, খ্রীষ্ট সেই অভিশাপ নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন। পবিত্র শাস্ত্রে এই কথা লেখা আছে, 'যাকে গাছে টাঙ্গানো হয় সে অভিশপ্ত।' " (গালাতীয় ৩:১৩)

আমাদের বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই *"নতুন জন্ম"* হওয়ার সাথে সাথেই অনেক পাপপূর্ণ আচরণ ও পাপের অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হই কিন্তু কিছু পাপ তখনো আমাদের উপর কাজ করতে থাকে। দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ এবং ২৮ অধ্যায়ে আমাদের বাধ্যতার আশীর্ব্বাদ ও অবাধ্যতার অভিশাপের

বড় একটি তালিকা রয়েছে। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর সহভাগিতার মধ্যে থাকি এবং তাঁর সমস্ত আশীর্ব্বাদগুলো গ্রহণ করি। যারা ঈশ্বরের বাধ্য তাদের জন্য পবিত্র বাইবেলের করা প্রতিজ্ঞাত পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ নিয়ে আমরা বেশিরভাগই আমাদের জীবন যাপন করি না। এজন্য আমাদের এই বেঁচে থাকা কোন না কোন রকমভাবে অভিশাপের মত মনে হয়।

প্রার্থনা সহকারে আমাদের নিজেদের পরিবারে এই বিষয়গুলো অধ্যায়ন করার জন্য অল্প সময় ব্যয় করা খুবই প্রয়োজনীয় একটি অনুশীলন হতে পারে (পরিশিষ্টে, ‘পারিবারিক ইতিহাসের তালিকা’ দেখুন ‘সংযুক্তি’ অধ্যায়ের মধ্যে)।

- কি কি ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট আমরা আমাদের পিতামাতা, ঠাকুরদা ঠাকুমা, দাদু দিদিমা, এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে দেখতে পাই? আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কারা কারা এই ঐশ্বরিক বৈশিষ্টগুলিকে বংশ পরাক্রমায় ধরে রেখেছে?

- আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কি কি অনৈশ্বরিক বৈশিষ্টগুলো দেখতে পাই? আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কারা কারা এই অনৈশ্বরিক বৈশিষ্টগুলো বহন করেছে? যেমন, যৌনতার পাপ, সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলা, আক্রমনাত্মক ক্ষোভ প্রকাশ করা, নেতিবাচক সমালোচনা করা, বিরক্তিভাব, তিক্ততা, মদ্যপান করা। এমন কোন গুরুতর রোগ আছে কিনা যা পরিবারের বেশ কয়েকজন মানুষের উপর প্রভাব ফেলছে?

কিভাবে আমরা বুঝব, যে আমরা অভিশাপের মধ্যে বসবাস করছি? বাইবেল শিক্ষক ডেরেক প্রিন্স আমাদের বা আমাদের পরিবারের মধ্যে নিচের ৭টি ভিন্ন ভিন্ন ক্লেশের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে দিয়ে আমরা যে অভিশাপের মধ্যে আছি তার ইঙ্গিত দেয়। এগুলো হল:

১। মানসিক এবং অনুভূতির ভাঙ্গনের ইতিহাস।

২। দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধি বা একই রোগ বারবার ফিরে আসা – বিশেষ করে এটা যদি বংশগত হয়। 'বংশগত' প্রজন্মের মাধ্যমে এটি হয়ে আসছে মানে এটি একটি কারণ নির্দেশ করতে পারে।

৩। বারবার গর্ভপাত হওয়া বা এই সম্পর্কিত মেয়ে ঘটিত রোগ।

৪। বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়া বা পরিবার ভাগ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস।

৫। ক্রমাগত আর্থিক সঙ্কট, বিশেষ করে যেখানে আয় পর্যাপ্ত পরিমানে হচ্ছে না।

৬। দূর্ঘটনাপ্রবন হওয়া।

৭। আত্মহত্যা বা অপঘাত মৃত্যুর (অগ্রিম মৃত্যু) ইতিহাস যদি পরিবারে থাকে।

সুসংবাদ হল, প্রত্যেকটি পাপ ও প্রত্যেকটি অভিশাপের উত্তর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। কোনও ব্যক্তির পাপ বা পূর্বপুরুষদের পাপ এবং বিভিন্ন জাদুবিদ্যার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিশাপ, বা না বুঝেই নেতিবাচক কথা

বলা যেভাবেই তার উপর অভিশাপ থাকুক না কেন, যীশু খ্রীষ্টই প্রতিটি পাপ ও প্রতিটি অভিশাপের একমাত্র উত্তর। যীশুর রক্তের মধ্যেই সেই শক্তি আছে যা আমাদের প্রত্যেকটি পাপকে ধৌত করে। যীশুর নামের ক্ষমতায় সেই প্রত্যেকটি অভিশাপকে আমরা ভেঙ্গে ফেলতে পারি।

আপনি যদি মনে করেন, আপনি অথবা আপনার পরিবার অভিশাপের অধীনে আছেন তাহলে ঈশ্বর চান যেন আপনি আরও বিস্তারিতভাবে পাপ স্বীকার করেন অথবা অনুতাপ সহকারে মন ফেরানোর মধ্য দিয়ে আরও সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে ক্ষমা করেন।

পরিশিষ্ট অংশে, পারিবারিক ইতিহাসের নমুনা আপনাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে যে, আপনার পরিবারের উপর কোন অভিশাপ আছে কিনা। আপনি এটাকে ব্যবহার করে আপনার নিজের পরিবারের ইতিহাসের তালিকা বানাতে পারেন এবং এই তালিকা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে, কি ধরনের আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপ বা ক্লেশ আপনার নিজের পরিবারে রয়েছে। এটা পাপের বা ক্লেশের মূল বের করতে আরও সাহায্য করবে, যার মধ্য দিয়ে আমরা অনুতাপ সহকারে মন ফিরিয়ে ক্ষমা পাওয়ার মধ্য দিয়ে মুক্ত হতে পারব। যত বেশী আমরা পরিবারের উপর অভিশাপের কারণ আর প্রভাব জানতে পারব, ততই আমরা এই যন্ত্রণা থেকে প্রার্থনা দ্বারা মুক্ত হতে পারব।

এমন কোন পরিবার আছে যারা চার প্রজন্ম প্রতিমা পূজা থেকে মুক্ত? আমরা প্রত্যেকেই প্রতিমা পূজা করার দায়ে দায়ী আর আমাদের জীবনের কোন এক সময়ে ঈশ্বরের উপরে অন্যান্য জিনিসকে স্থান দিয়েছি *(১ যোহন ৫:২১)*। নিজের প্রচেষ্টায় ভাল হতে চায়নি এমন কেউ কি আছে? যখন আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাই, তখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আমরা ক্ষমা পেয়েছি এবং ঈশ্বর আমাদের জীবনের সমস্ত অভিশাপের পরিণতি থেকে আমাদেরকে শুচি করেন *(১ যোহন ১:৯)*।

পরিবর্তে, তিনি আমাদেরকে হাজার পুরুষ ধরে স্বাধীনতা ও আশীর্ব্বাদ করে যান *(যাত্রাপুস্তক ২০:৬)*।

প্রার্থনা সহায়িকা – যদি বংশগত পাপ অথবা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য আপনার জীবনকে প্রভাবিত করে:

- আপনার জীবন ও জীবনের সমস্ত ভাল বিষয় যা উত্তরাধীকার সূত্রে আপনার পরিবার থেকে পেয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ দিন।
- নিজের জীবনের নেতিবাচক স্বভাব বা পাপ, এমনকি আত্মীয়-স্বজন ও পূর্বপুরুষদের পাপের জন্যও অনুতাপ সহকারে মন ফেরান।
- পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।
- এই একই বিষয়গুলোতে নিজের যে পাপ রয়েছে তার জন্য অনুতাপ করুন।
- যীশুর নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে ও আপনার পরিবারের পাপ করার প্রবণতা থেকে মুক্ত করেন।
- যীশুর নামে আপনার ও আপনার পরিবারের উপর থাকা অভিশাপকে ভেঙ্গে ফেলুন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি এর সমস্ত প্রভাব দূর করে দেন।
- পরিবারের সবাইকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর তাঁর আশীর্ব্বাদ ঢেলে দেন।
- প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান করুন (আবার) এবং তিনি পবিত্র আত্মাতে আপনার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করেন। ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন এটি আপনার পরিবারের জন্যও করেন।

আপনি যখন প্রস্তুত হবেন, নিচের এই প্রার্থনাটির মতো উচস্বরে প্রার্থনা করতে পারেন।

পিতা-মাতা ও বৃহত্তর পরিবারকে ক্ষমা করার প্রার্থনা

"স্বর্গীয় পিতা, আমি আমার বংশের ঐতিহ্যের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার পরিবার বা সমাজ থেকে যে ভাল জিনিস *(তাদের নাম বলুন...)* পেয়েছি তা আমি আমার জীবনে যত্ন করে পালন করছি। আমি স্বীকার করছি আমার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনেক নেতিবাচক বিষয় রয়েছে। তারা *(আপনার পরিবার ও বংশে যারা যারা আছেন তাদের নাম উল্লেখ করুন)* যে সমস্ত পাপ, খারাপ বিষয়, খারাপ চিন্তা, খারাপ কথা, খারাপ কাজ করেছে তার জন্য আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছি *(নির্দিষ্ট পাপ উল্লেখ করুন যেমন অপব্যবহার, প্রত্যাখ্যান, সমালোচনা)*। ঈশ্বর দয়া করে তুমি আমাকে, আমার পরিবার ও সমাজের সবাইকে জানা ও অজানা সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা কর।

"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা তুমি আমাকে, আমার পরিবার ও সমাজকে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো *(নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলোর নাম বলুন)* থেকে সম্পূর্ণরুপে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার কর। যীশু খ্রীষ্টের নামের ক্ষমতায় আমি এবং আমার পরিবার/সমাজের উপর থাকা প্রত্যেকটি অভিশাপকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছি। স্বর্গীয় পিতা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যেন মন্দ থেকে তুমি আমাকে এবং আমার পরিবার ও সমাজকে রক্ষা কর। দয়া করে, সমস্ত পাপ ও অভিশাপের পরিণতি থেকে আমাকে ও আমার পরিবার/সমাজকে আলাদা কর।

"আমি নিজেকে ও আমার পরিবারকে আশীর্ব্বাদ করছি। পিতা, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তুমি আমাদেরকে আশীর্ব্বাদ কর। আমাকে ও আমার পরিবার/সমাজকে ক্ষমা করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। অনুগ্রহ করে আমার হৃদয়ে আসো এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাকে পূর্ণ কর। প্রভু, যীশু খ্রীষ্টের নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন।"

মনে রাখবেন, যে সমস্ত পাপ থেকে আমরা পূর্বে ক্ষমা পেয়েছি তা যদি আমরা আবার করি তাহলে আবারও আমরা সেই অভিশাপের অধীনে চলে যাই। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে আবারও সেই পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এবং সেই পাপ থেকে ফিরে ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি আমাদেরকে পরিবর্তন করেন।

পূর্ববর্তী প্রজন্মের পাপের ক্ষমার প্রার্থনা যে কোন বড় দল বা জাতির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হতে পারে যেখানে প্রত্যেকে তার দলকে প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন ধরুন, একজন মহিলা, সমস্ত মহিলা জাতির পাপের কথা স্বীকার করে অনুতাপ করতে পারে। মন্ডলীর একজন সদস্য মন্ডলীর পক্ষে ও বৃহত্তর অন্যান্য মন্ডলীর পক্ষেও পাপ স্বীকার করতে পারে। ভারতীয় বংশভূত একজন লোক সমস্ত ভারতীয়দের পক্ষে পাপ স্বীকার ও অনুতাপ

আত্ম সাক্ষ্য - বংশ পরম্পরায় অভিশাপগুলির উপরে যীশুর শক্তি আমার পরিবারকে পরিত্রানের দিকে পরিচালিত করেছিল

“আমার বাবার বেশ কয়েকটি ব্যাভিচারী সম্পর্ক ছিল এবং এর কারনে আমার মা নেশাগ্রস্থ হতে বাধ্য হয়েছিল। আমার বাবা-মা এবং ঠাকুরদা-ঠাকুমা সবাই জাদুবিদ্যায় জড়িত ছিল। আমার ভাই-বোন এবং তাদের সন্তানেরা একই দুঃখজনক আদর্শ অনুসরণ করছিল। একদিন আমি আমার বাবার কাছে এই সমস্ত ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তিনি নিজেই দেখতে পেতেন যে প্রজন্মের পাপগুলি কিভাবে তাঁর সমস্ত সন্তান এবং নাতি-নাতনিকে প্রভাবিত করছে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর একজন রক্ষাকর্তার দরকার ছিল। যে-অভিশাপগুলি তাঁর পুরো পরিবারকে প্রভাবিত করে তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য যীশুকে দরকার ছিল। তিনি প্রত্যয়ী ও অপরাধী সব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজে ক্ষমা পেতে এবং আমাদের পরিবার থেকে অভিশাপটি সরিয়ে দিতে অনুরোধ করে যীশুর কাছে হাঁটু পেতে পড়ে গেলেন। গির্জার মধ্যে আমার বাবাকে হাত তুলে যীশুর কাছে প্রশংসা করতে দেখে অবাক লাগছিল! এটা এক বছর আগে ছিল। সেই থেকে আমার দিদি, যে আমাদের পরিবারের সর্বাধিক ‘খ্রীষ্ট বিরোধী’ সেও যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।”

করতে পারে।

পরবর্তীতে তারা সেই সমস্ত মানুষ ও জাতির পাপ ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারে। এভাবে এই প্রার্থনা একটি মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা হয়ে ওঠে। এই রকম মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার ধরণ মোশি, দানিয়েল, নহিমিয় এবং অন্যান্য ভাববাদী এমনকি যীশু খ্রীষ্ট দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যোহন ২০:২৩ পদে যীশু বলেছেন, *"তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তবে তার পাপ ক্ষমা করা হবে, আর যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর তবে তার পাপ ক্ষমা করা হবে না।"* এইরকম প্রার্থনা খুবই শক্তিশালী ও কার্যকারী প্রার্থনা, যার ফলাফল সুদূর-প্রসারী। প্রায়ই আমরা বিভিন্ন মানুষ, স্থান এবং বিভিন্ন সমাজ ও জাতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করে থাকি। কিন্তু যদি আমরা এর পরিবর্তে তাদেরকে ক্ষমা করে আশীর্ব্বাদ করি তাহলে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত দেশ ও জাতিকে পরিবর্তন করতে পারেন।

পবিত্র বাইবেলের উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত অভিশাপের কথা বলা আছে তার একটি বিস্তারিত তালিকা আপনার সংযুক্তি *(পৃষ্ঠা ১২৬)* 'বংশগত প্রার্থনায়' পাবেন। দয়া করে এই তালিকাটি খুবই ধীরে ও সতর্কতার সহিত পড়ুন এবং যদি আপনি মনে করেন আপনি অথবা আপনার বৃহত্তর পরিবারের কেউ এই সমস্ত পাপের অধীনে রয়েছে। তাহলে আমি আপনাকে অনুরোধ করব অবশ্যই এই প্রার্থনাটি আপনি করবেন। যদি আপনার মনে হয়ে থাকে যে, আপনি বা আপনার পূর্বপুরুষেরা এত খারাপ কাজ করতে পারেন না – তাহলে আরও একবার ভেবে দেখুন।

মানুষ এসব পাপ করত বলেই এগুলো পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ করা আছে। আপনি প্রার্থনাটি করার সময় **'যদি'** শব্দটি ব্যবহার করে প্রার্থনাটি করতে পারেন, কারণ আমরা কেউই পুরোপুরি জানি না আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি কি অন্যায় করেছেন। এই প্রার্থনাটি মারিয়ামা থ্যাম্পি[৭] দ্বিতীয় বিবরণ ২৭

[৭] মারিয়ামা থাম্পি: বেটার দ্যান উইপনস্ অফ ওয়ার, ২০০৯, অনুপ্রারণামূলক সুবিধা।

অধ্যায় থেকে বিকশিত একজনের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। এই প্রার্থনাটি করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা কোন অভিশাপ যদি আপনার জীবনে থেকে থাকে তবে এখন থেকে তা ভেঙ্গে যাবে। ঈশ্বরের একজন মূল্যবান সন্তান হিসাবে আপনি এখন ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্ব্বাদ যা তিনি আপনার উপর বর্ধিত করতে চান। সেই সমস্ত আশীর্ব্বাদ বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারেন।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু একটি পুরাতন অভিশাপ দূর করেছেন

"যদিও আমার বাবা-মা "নতুন জন্ম" পাওয়া খ্রীষ্টিয়ান তবুও অনেক অনৈশ্বরিক কাজ ও বৈশিষ্ট আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে ছিল। অজান্তে আমিও আমার বাবা-মা, ঠাকুরদা, বড় ঠাকুরদার করা একই পাপে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি নিজেকে ঘৃণা করতাম এবং আমি আমার ছোটবালাতেও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। প্রথমদিককার স্মৃতিতে আমার মনে আছে, আমার বোনের সাথে আমার খুবই খারাপ সম্পর্ক ছিল। ১১ বছর বয়সে আমার "নতুন জন্ম" হয়েছিল এবং ১৪ বছর বয়সে "পবিত্র আত্মায় আমার বাপ্তিস্ম" হয়েছিল। আত্মহত্যার চিন্তা আমার বন্ধ হয়েছিল কিন্তু আমি আমার নিজেকে তখনও ঘৃণা করে যেতাম এবং নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলতাম। কয়েক বছর পর আমি হতাশাগ্রস্থ হয়ে প্রার্থনার পরিচর্যা কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম। আমার বোন ও আমার মধ্যে ঘৃণার সম্পর্কের গোড়া প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ছিল। আমার বাবার সমাজ ও আমার মায়ের সমাজের মধ্যে অমিমাংসিত ঘৃণা আমার মধ্যে চলে এসেছিল। আমি তাদের পাপের কথা স্বীকার করে উভয় পক্ষের মধ্যে থাকা বিরোধকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যেন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। প্রার্থনার পরিচর্যাকারী আমার উপর থাকা অভিশাপকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। একটি শান্তির অনুভূতি আমার মধ্যে বন্যার মত বয়ে যাচ্ছিল। (এইরকম অনুভূতি আমার আগে কখনো হয়নি)। আমার ভেতরের যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল, আমার ভিতরের শান্তি আমার হৃদয়ে স্থির হয়ে অবস্থান করছিল এবং আমার বোন ও নিজের প্রতি সমস্ত ঘৃণা চলে গিয়েছিল।"

বাপ্তিষ্ম

জলে বাপ্তিষ্ম

> জলে বাপ্তিষ্ম হল যীশু খ্রীষ্টের উপর অন্তরের বিশ্বাসের বাহ্যিক প্রকাশ।

কারও যদি *"নতুন জন্ম"* হয় *(যোহন ৩:৩-৭)* এবং যীশু খ্রীষ্টকে তার প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে বাইবেল বলে, যীশুর মত আমাদেরকে অবশ্যই বাপ্তিষ্ম নিতে হবে। *"কিন্তু এবার এইরকমই হোক, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত" (মথি ৩:১৫)*। যোহনের বাপ্তিষ্ম ছিল পাপ স্বীকার ও মন ফেরানো। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত যে একজন তার পাপের পথ থেকে ফিরে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে। যীশু ছিলেন ১০০% মানুষ এবং ১০০% ঈশ্বর এবং তিনি কোন পাপ করেননি *(২ করিন্থীয় ৫:২১; ১ পিতর ১:১৯, ২:২২)*। কিন্তু তবুও তিনি বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের কাছে বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন যেন প্রকাশ পায় তিনি আমাদের সাথে আছেন।

> **আত্ম সাক্ষ্য – দ্বিতীয় বাপ্তিষ্ম**
>
> *"আমি একজনকে জলে বাপ্তিষ্ম দেওয়ার পর জল থেকে উঠে এসে পরভাষায় কথা বলতে শুনলাম। এটা আমাকে জলে বাপ্তিষ্মের এবং পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্মের গুরুত্ব নিশ্চিত করেছে।"*

বাপ্তিষ্ম মানে হল 'নিমজ্জিত হওয়া', খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জলে বাপ্তিষ্ম নেওয়া এটাই প্রকাশ করে যে, সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টের মৃত্যু, কবরপ্রাপ্ত হওয়া এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে চিহ্নিত করছে। জলের নিচে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার অর্থ আমাদের পূর্বের পাপপূর্ণ জীবনের মৃত্যু ও কবরপ্রাপ্ত হওয়া এবং জল থেকে উঠে আসা প্রকাশ করে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মত আমরাও পুনরুত্থিত হয়ে নতুন জীবন পেয়েছি[৮] *(রোমীয় ৬:১-*

---

[৮] রেভারেন্ট ডেরেক প্রিন্স, ফাউন্ডেশন ফর খ্রীশ্চান লিভিং, ডেরেক প্রিন্স মিনিষ্ট্রিস, ২০০৪, অনুমতি সমেত।

৭; ১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪; কলসীয় ২:১২)। বাপ্তিষ্ম হল একটি বাহ্যিক চিহ্ন যা প্রকাশ করে খ্রীষ্টের দেহ অর্থাৎ তাঁর মন্ডলীর সাথে আমাদের যুক্ত করে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য এবং তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা থেকে এটা একদম পরিষ্কার যে, জলে বাপ্তিষ্ম একজন বিশ্বাসীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ *(মথি ২২:১১; মার্ক ১৬:১৬; প্রেরিত ২:৩৭-৩৮; গালাতীয় ৩:২৭)*। পবিত্র বাইবেল থেকে এটা পরিষ্কার যে, প্রথমদিককার মন্ডলীগুলোতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা যখনই যীশুকে তাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করত সাথে সাথেই যত তারাতারি সম্ভব তারা বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করত *(প্রেরিত ৮:৩৫-৩৮, ৯:১৭-১৮, ১০:৪২-৪৮, ১৬:২৭-৩৩)*। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার অনুসরনকারীদের বাপ্তিষ্ম নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। বাপ্তিষ্ম, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতার দ্বিতীয় ধাপ, *"পাপ থেকে মন ফেরাও এবং বাপ্তিষ্ম গ্রহণ কর।" (প্রেরিত ২:৩৮)*।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম

"বরং সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মার অধীনে থাক।" (ইফিসীয় ৫:১৮)

"যোহন বাপ্তাইজক বলেছেন, 'মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী আমি তার জুতা বইবারও যোগ্য নই। তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনে তোমাদের বাপ্তিষ্ম দেবেন।' " (মথি ৩:১১)

"তাহলে তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের ছেলে-মেয়েদের উপহার দিতে জান, তবে যারা স্বর্গস্থ পিতার কাছে চায়, তিনি যে তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন এটা কত না নিশ্চয়।" (লূক ১১:১৩)

ঈশ্বর আমাদেরকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম দেন যেখানে তিনি বলেছেন, *"স্বর্গ থেকে তিনি আমাদেরকে শক্তি দিবেন" (লূক ২৪:৪৯; প্রেরিত ১:৮)*। এই বাপ্তিষ্ম হল পবিত্র আত্মায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হওয়া। এটা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে পারে *(প্রেরিত ২:১-৪, ৪:৩১, ১০:৪৪-৪৭)* অথবা এমন কারও হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে যিনি আগেই পবিত্র আত্মার দ্বারা সম্পূর্ণ বাপ্তাইজিত হয়েছেন *(প্রেরিত ৮:১৪-১৯, ৯:১৭, ১৯:৬)*।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসুক অথবা কোন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে আসুক যাই হোক না কেন, মূল উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক শক্তি পাওয়া, যার মধ্য দিয়ে আমরা যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসংবাদ অন্যান্য অবিশ্বাসীদের কাছে কার্যকারীভাবে প্রচার করতে পারি। পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্মের উদ্ভাসিত হওয়ার কথা প্রেরিত ২-এ লেখা আছে। পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্মের পর পিতর এইভাবে সাহসিকতার সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করেছেন।

পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে যখন বাস করে, তখন তিনি আমাদের চারিত্রিক গুণাবলিকে উন্নত করেন এবং আমাদের জীবনে ফল ধরে। যেমন, ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা এবং ইন্দ্রিয়দমন *(গালাতীয় ৫:২২)*। পবিত্র আত্মার এই ফলগুলো আমাদের অন্যান্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনে দেখতে পাওয়া উচিত এবং আমাদের জীবনেও অন্যান্য বিশ্বাসীরা যেন তা দেখতে পায়। পবিত্র শাস্ত্রের প্রেরিত থেকে এরকম আরও ফলের উদাহরণ রয়েছে। পবিত্র আত্মার এই বাপ্তিষ্ম খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদেরকে মনে প্রাণে এক হতে সাহায্য করে, যেন তারা পরস্পরকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের সমস্ত কিছুকে অন্যের সাথে সহভাগিতা করে *(প্রেরিত ২:৪২-৪৭, ৪:৩২-৩৫)*।

একটি নতুন দম্পতি বারান্দাসহ একটি নতুন বাড়িতে উঠল। সেই বারান্দায় একটি সাদা কপোত থাকত। এই দম্পতির মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হতে বেশী সময় লাগেনি এবং তারপর থেকেই একজন আর একজনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা শুরু করল। সেই দম্পতি আরও লক্ষ্য করল, তারা যখন ঝগড়া করে সেই কপোতটি চলে যায়। এবং যখন তারা পরস্পরকে ক্ষমা করে একমত হয় ও শান্তি ফিরে আসে তখন কপোতটিও ফিরে আসে। পরবর্তীতে একসময় তারা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করা শুরু করল যে, ঈশ্বর যেন তাদেরকে এমনভাবে একসাথে থাকতে সাহায্য করে যেন সেই কপোতটির তাদের কাছ থেকে চলে যেতে না হয়।

(আর. টি. কেনডাল, পবিত্র আত্মাতে সংবেদনশীল, ২০০১)

পবিত্র আত্মার এই ফল যদি আমাদের জীবনে দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, কেন তা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রার্থনা ও সূক্ষ বিচার বুদ্ধি দিয়ে আমাদেরকে এর কারণ ও মূল সমস্যাকে বের করতে হবে। যার জন্য আমাদের জীবনে এই ফলগুলো ধরছে না।

"যদি তোমরা একে অন্যকে ভালবাস তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার শিষ্য।" (যোহন ১৩:৩৫)

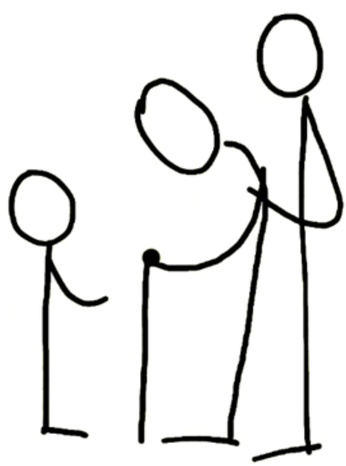

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে এই আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভালবাসার দান পাই।

১ করিন্থীয় ১২:৭-১১ পদে একটি তালিকা আছে যা হল বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি, বিশ্বাস, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা (পরভাষা) ও সেই ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া, জ্ঞানের কথা বলা, ভাল ও মন্দ আত্মাকে চেনার ক্ষমতা, আশ্চর্য কাজ এবং সুস্থ করবার

ক্ষমতা। যখন আপনি এই উপহারগুলি পাবেন তখন আপনাকে তা ব্যবহার করতে হবে। যেমন, আপনি পরভাষায় কথা বলার দান পাওয়ার পর আপনাকে প্রত্যেকদিন পরভাষায় প্রার্থনা করতে হবে। বাইবেল আমাদেরকে বর্ণনা দেয় যে পরভাষায় কথা বলার অর্থ শুধুমাত্র ঈশ্বরের সাথে কথপোকথন করা (এটি একটি ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ প্রার্থনার ভাষা)। এটি একটি নিগূঢ় তত্ত্ব এবং যে ব্যক্তি এই বিশেষ পরভাষাকে অনুশীলন করে সেই ব্যক্তি উৎসাহিত হয়, স্বাচ্ছন্দ বোধ করে ও শক্তি পায় *(১ করিন্থীয় ১৪:১-৩)*।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু আমাকে পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিষ্ম দিলেন

"আমি এবং আমার দুই বন্ধু একসাথে এই শিক্ষা উপকরণটি পড়ছিলাম এবং আমাদের জীবনার কিছু বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করছিলাম – আমাদের পাপকে স্বীকার করেছিলাম এবং সেই পাপ থেকে মন ফিরিয়েছিলাম এবং যারা আমাদেরকে কষ্ট অথবা যন্ত্রণা দিয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। তখনই আমরা সবাই মুক্তি উপলব্ধি করলাম। তারপর যখন আমরা পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে আসার জন্য আহ্বান জানালাম, ঠিক তখনই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের হৃদয়ে তীব্র জ্বালা-পোড়ার অনুভূতি পেলাম এবং বুঝতে পারলাম আমাদের পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিষ্ম হয়েছে!"

যখন আমরা নূতন জন্মগ্রহণ করি পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে *(রোমীয় ৮:৯-১১; ২ করিন্থীয় ১৩:৫; কলসীয় ১:২৭)*। তারপরে আমরা পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করতে পারি *(মথি ৩:১১)*। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া একবার ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়। *যোহন ২০:২২* পদে যীশু শিষ্যদের উপরে ফুঁ দিয়ে বলেছিলেন, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। *প্রেরিত ২:৪* পদে একই বিশ্বাসী কিছু লোকসহ সমস্ত বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম নিয়েছিল এবং পরভাষায় কথা বলেছিল, মানুষেরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছে তা বোঝার জন্য প্রথম শতাব্দীর মন্ডলীগুলোতে একটি চিহ্ন ছিল তা হল পরভাষায় কথা বলা *(প্রেরিত ১০:৪৪-৪৬, ১৯:১-৬)*।

তারপর *প্রেরিত ৪:৩১* পদে সেই একই ব্যাক্তিরা (আবারও) পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই নিয়মতভাবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মা থাকার জন্য অথবা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করার জন্য শুধুমাত্র আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। একইসাথে পবিত্র আত্মার অন্যান্য দানের জন্যও আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করার পাশাপাশি যেন সাহসের সাথে যীশুর জন্য সাক্ষ্য দিতে পারি এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ভাই-বোন এবং অবিশ্বাসী এমনকি আমাদের শত্রুদেরকেও ভালবাসার জন্য ক্ষমতা চাইতে পারি। ততক্ষন পর্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের কাছে চেয়ে যেতে হবে যতক্ষন না আমরা সন্তুষ্ট হই যে আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছি *"পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে তোমরা শক্তি পাবে" (লূক ১১:১৩; প্রেরিত ১:৮)*। আমরা তাঁর ক্ষমতা পাব, সেই ক্ষমতা হল সাক্ষ্য দেওয়ার, যীশু যা যা করেছেন, সেই একই কাজ করার, অন্যকে ভালবাসার এবং একটি বিজয়ী জীবন যাপন করার ক্ষমতা।

আত্মিক বৃদ্ধি একটি প্রক্রিয়া। একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসাবে বৃদ্ধি পেতে হলে আমাদেরকে সেই জীবন্ত ঈশ্বরের আরও কাছাকাছি যেতে হবে। আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বাইবেল পড়ে যেতে হবে এবং তাঁর বাক্য নিয়ে ধ্যান করতে হবে। সুসংবাদের কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আমাদেরকে সাড়া দিতে হবে। প্রতিনিয়ত মন ফেরাতে হবে, ক্ষমা করতে হবে, বারবার যীশু খ্রীষ্টের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে হবে। ঈশ্বরের ভালবাসায় প্রতিনিয়ত পূর্ণ হতে হবে। আমাদের জীবনে ও আমাদের মধ্য দিয়ে অন্যদের জীবনে কাজ করার জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করতে হবে। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার জন্য তাঁকে বারবার আহ্বান করতে হবে এবং তাঁর আদেশ পালন করে যেতে হবে।

প্রার্থনার পরিচর্যা কাজে, সমস্ত বিষয় মন ফেরানো এবং ক্ষমার মধ্য দিয়ে

শেষ করা ভাল। যেখানে পবিত্র আত্মাকে ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আরও গভীরভাবে আমাদের হৃদয়ে ও জীবনে আহ্বান করার মধ্য দিয়ে আমরা তা করতে পারি। এটা হল 'আত্মিক শ্বাস-প্রশ্বাস' প্রক্রিয়া যা মন ফেরানোর অধ্যায়ে *(পৃষ্টা ২৩)* বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এটাকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় 'পাপ বাইরে, যীশু ভিতরে'। এইভাবে যখন পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয় ও জীবন ভরে দেয় তখন অনৈশ্বরিক বিষয়গুলোর জন্য আর কোনো জায়গা থাকে না *(মথি ১২:৪৩-৪৫)*। আমরা পবিত্র-আত্মাকে আহ্বান করতে পারি যেন আমদের হৃদয় তাঁর দ্বারা পূর্ণ হয়ে উপচিয়ে পড়ে।

আমরা যখন কারও সাথে প্রার্থনা করি এবং তারা যখন পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করেন তখন আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে, লক্ষ্য করতে হবে এবং ঈশ্বর তাদের জীবনে যে কাজ করছেন সেই কাজকে আশীর্ব্বাদ করতে হবে। এরপরে সেই মানুষটিকে আশীর্ব্বাদ করতে হবে।

ওই মুহূর্তে উচ্চস্বরে এবং অন্তর থেকে জোরে এভাবে প্রার্থনা করতে পারেন।

শুচিতা এবং উৎসর্গ এর জন্য প্রার্থনা

"স্বর্গীয় পিতা, আমি আমার আত্মা, হৃদয় এবং শরীরসহ সমস্ত সত্ত্বাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমাকে তোমার পবিত্র আত্মার উপচে পড়া শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ কর, যাতে আমি পুরোপুরিভাবে তোমার হতে পারি। প্রভু যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন।"

ঈশ্বরের বাণী শোনা এবং তার কথা পালন করা

পুরাতন এবং নতুন দুই নিয়মেই আমাদের সদাপ্রভুর বাক্য শোনা এবং পালন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যীশু নিজেও এর উপর জোর দিয়েছেন। নীচের এই পদগুলোতে সেগুলোই বলা আছে:

"আমার মেষগুলো আমার ডাক শোনে আমি তাদের জানি আর তারা আমার পিছন পিছন চলে।" (যোহন ১০:২৭)

"সেইজন্য বলি, যে কেউ আমার এই সমস্ত কথা শুনে তা পালন করে সে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের মত, যে পাথরের উপরে তার ঘর তৈরী করল।" (মথি ৭:২৪)

"যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে সেইমত কাজ করে তারাই আমার মা ও আমার ভাই।" (লূক ৮:২১)

"যারা আমাকে 'প্রভু প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই ঢুকতে পারবে।" (মথি ৭:২১; লূক ৬:৪৬-৪৯)

মথি এবং লূকের পূর্ববর্তী পদগুলোতে যা দেখেছি তাতে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্যের অসীম গুরুত্ব রয়েছে। প্রত্যেক বিশ্বাসীরই ঈশ্বরের কথা ঠিকমত শোনা এবং ঈশ্বর *"যা বলেন তা করা"* খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *"ইনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলে তাহাই কর।" (যোহন ২:৫)*

"যে ভিত্তি আগেই গাঁথা হয়ে গেছে সেটা ছাড়া আর কোন ভিত্তি কেউ গাঁথতে

পারে না। যীশু খ্রীষ্টই হলেন সেই ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপরে সোনা, রূপা, দামী পাথর, কাঠ, খড় বা বিচালি দিয়ে যদি লোকে গড়ে তোলে, তবে কে কি রকম কাজ করেছে তা ভাল করে দেখা যাবে। বিচারের দিনেই তা প্রকাশিত হবে, কারণ সেই দিনের প্রকাশ আগুনের মধ্য দিয়েই হবে। কার কাজ কি রকম তা আগুনই যাচাই করবে। যে যা গড়ে তুলেছে তা যদি টিকে থাকে তবে সে পুরষ্কার পাবে; আর যদি তা পুড়ে যায় তবে তার ক্ষতি হবে। অবশ্য সে নিজে উদ্ধার পাবে, কিন্তু তার অবস্থা এমন লোকের মত হবে যে আগুনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছে।" (১ করিন্থীয় ৩:১১-১৫)

বিজয়ী বিশ্বাসী জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসীকেই ঈশ্বরের কথা ঠিকমত শোনা খুব গুরুত্বপূর্ণ!

ঈশ্বর বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সাথে কথা বলেন। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য শুনি এবং সেটা নিয়ে ধ্যান করি, সেই বাক্য তখন আমাদের উপর এসে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। কখনো কখনো এই প্রভাব এত বেশী হয় যে আমাদের শরীর কেঁপে ওঠে এবং আমরা কেঁদে ফেলি (কখনো কখনো প্রচুর

আত্ম সাক্ষ্য – যীশুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল

"বহুদিন ধরে আমার মন খারাপ থাকত এবং আমার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল। নিজেকে শেষ করে দেওয়ার এই মনোভাবের কারণে আমার খুব অনুতাপ হত আর আমি তখন যীশুকে আমার অন্তরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। আমি হঠাৎ একটা দর্শন দেখলাম – যীশু আমার সামনে আবির্ভূত হলেন। উনি অত্যন্ত বিশাল একজন ব্যক্তি এবং তাঁর চেহারা মমতায় ভরা। তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "এই ঘটনার সাক্ষী হও আর মনে রেখো, আমি সবসময় তোমার সাথে আছি"। আমার মনটা খুশিতে ভরে গেল আর আমি সবাইকে এই ঘটনার কথা বলতে লাগলাম। যীশুর কথা মানুষের কাছে বলা সবসময় সহজ হয় না। আর তখন তিনি আমার জন্য যা করেছেন, এবং তিনি যে সব সময় আমার সাথে আছেন সেটা সবাইকে মনে করিয়ে দিই।"

পরিমাণে)। কখনো কখনো ঈশ্বর ছবি বা স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা আমাদের চারপাশের কোন কিছুর মাধ্যমে আমাদের প্রতি অনেক কিছু প্রকাশ করেন। কখনো কখনো তিনি আমদের মত সামান্য *"শব্দ"* – এর মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেন *(১ রাজাবলি ১৯:১২),* সেই শব্দ অনেক সময় বিভিন্ন ভাবনা হয়ে আমাদের চেতনায় ধরা দেয়। কখনো কখনো আমাদের মধ্যে আসা বিশুদ্ধ, পবিত্র এবং ইতিবাচক চিন্তাগুলো পবিত্র আত্মার বলা কথা। মনে রাখবেন, শান্তিদাতা শান্তি দেয় এবং অভিযোগকারী অভিযোগ করে।

আরো একটি উপায়ে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। আমরা কিছুক্ষণ তাঁর উপাসনা করার পরে আমাদের অন্তরকে তাঁর প্রতি নিবিষ্ট করতে পারি, মন ফেরাতে এবং ক্ষমা করতে পারি *(গীতসংহিতা ১৩৯:২৩-২৪)*। এরপরে আমরা নীরবে বসে তাঁকে একটা প্রশ্ন করতে পারি। যে চিন্তাটি প্রথম আমাদের মাথায় আসবে সেটিই তাঁর বলা কথা; বিশেষ করে সেটি যদি এমন কোন কথা হয় যেটা এর আগে আপনার মাথায় আসেনি (আর সেটা যদি ঈশ্বরের লিখিত বাক্য – পবিত্র শাস্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন কথা হয়)।

আমি লোকদের বলতে শুনেছি 'আমি ঈশ্বরের সেবা করার জন্য চাকরি ছেড়েছি'। তাদের প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া হল, 'আপনি কেন নিজের কাজের জন্য ঈশ্বরের সেবা করছেন না'।

(ডানকান ওয়াটকিনসন, আইআরএনইটি, ২০০৪)

যখন ঈশ্বর কথা বলেন, তিনি চান যেন আমরা তাঁর কথা মন দিয়ে শুনি এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দিই। যে স্থান আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং নৈকট্য অনুভব করি 'সেই জায়গা' যেন আমরা কখনই ত্যাগ না করি। বরং ঈশ্বর আরো কি কি আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চান তা নীরবে সেই স্থানে বসে অনুধাবন করা উচিত। আমরা তার কাছে আরো স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা চাইতে পারি,

যেমন তিনি আমাদের দিয়ে ঠিক কী করাতে চান সে ব্যাপারেও তাঁর কাছে আরো বিস্তারিত নির্দেশনা চাইতে পারি। তিনি যদি আমাদের কিছু করতে বলেন, তাহলে সেটা আমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে এবং যথাসম্ভব ভাল করে সেটা করতে হবে।

বাইবেলে উল্লেখিত অনেকেই এমনটি করেছেন, যদিও অন্যদের চোখে তাদের এই কাজগুলো বোকামি মনে হয়েছে *(যেমন আদিপুস্তক ৬-১০* উল্লেখিত নোহ)। যখন ঈশ্বর আমাদের কিছু করতে বলেন তখন পবিত্র আত্মার সাহায্যের উপর বিশ্বাস রেখে সেই কাজটি করতে হবে। আমরা যদি আমাদের কাজটি করি, তাহলে ঈশ্বরও তাঁর কাজটি করবেন – যে কাজ একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। কারাগার থেকে আশ্চর্যজনক উপায়ে যখন পিতর পালিয়ে এসেছিলেন, *(প্রেরিত ১২:৭-৮)* তখনও তিনি কেবল তাকে যেটুকু করতে বলা হয়েছিল, সেটুকুই করেছিলেন (তিনি পায়ে জুতা পরে কোমরে

একজন বৃদ্ধলোক তার বারান্দায় বসে তার অতীত নিয়ে ভাবছিলেন এবং প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন তার আশির্বাদের জন্য ও তাকে প্রচার কার্য চালানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য। তারপর ঈশ্বর তাকে বললেন "পুত্র আমি তোমাকে আফ্রিকায় প্রচারক হিসাবে দেখতে চাই"। লোকটি সংশয় মনে বিতর্ক করছিলেন, আফ্রিকা যেতে চাইলেন না। কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে বললেন; 'আমার পুত্রের স্বাস্থ্যগত সমস্যা আছে এই জন্য আমাদের এখানে থাকা প্রয়োজন' আত্মীয় স্বজনের সহযোগীতার জন্য। তখন প্রভু আবার বললেন "তুমি যদি আমাকে মান্য কর এবং আফ্রিকায় যাও তাহলে তোমার পুত্রের প্রতি কিছুই ঘটবে না"। লোকটি বাকি জীবন ব্যয় করলেন মানুষের উৎসাহ দেয়ার জন্য যে, ঈশ্বর যেখানে ব্যবহার করতে চায় সেখানে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। যেখানে পাঠাতে চায় সেখানেই যাওয়ার জন্য।

(জোন হান্টার, হিলিং দ্যা হোল ম্যান হ্যান্ডবুক, ২০০৬)

কোমর-বাঁধনি লাগিয়ে স্বর্গদূতের পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন) আর ঈশ্বর শিকল ভেঙ্গে তাকে মুক্ত করে এনেছিলেন!

যা শুনেছি তা আসলেই ঈশ্বরের কথা নাকি তা আমাদের নিজেদের চাহিদা, নাকি শয়তানের বলা কথা সেটি আগে ভাল করে অনুধাবন করতে হবে। অনুধাবনের সবচাইতে সহজ উপায়টি হল এর উৎস খুঁজে বের করা – কথাটির উৎস আলোর রাজ্য নাকি অন্ধকারের রাজ্য সেটি আগে খুঁজে বের করতে হবে। কথাটি যদি অন্ধকারের রাজ্য থেকে এসে থাকে তবে আমাদের তা থাকে দূরে থাকতে হবে, এবং সেটা নিয়া আর এগোব না। শয়তান **কুমন্ত্রণা দেয়** *(আদিপুস্তক ৩:১)* আর ঈশ্বর **আজ্ঞা দেন** *(আদিপুস্তক ১:৩, ২:১৬-১৭)*।

ঈশ্বর যখন আমাকে নতুন কিছু করতে বলবেন তখন তিনি দুই বা তিনজন সাক্ষীর মধ্য দিয়ে সেটি নিশ্চিত করবেন *(দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১৫; মথি ১৮:১৬)*। যদি অন্য কোন মানুষ আপনার কাছে কোন *"ভাববাণী"* নিয়ে আসে, আর সেই ভাববাণীটি যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, তাহলে ঈশ্বর আপনাকে ইতিমধ্যেই যা বলেছেন সেটাই অন্যের কাছ থেকে পাওয়া ভাববাণীটি দিয়ে **নিশ্চিত হয়ে** যাবে। ঈশ্বর অন্য মানুষের কাছেও **একই বার্তা দেন** যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে, এটি আসলে তাঁরই কণ্ঠস্বর এবং তিনি আপনাকে ঠিক এই কথাটিই জানাতে চাইছেন। কখনো কখনো ভাববাণীতে খুঁটিনাটি কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না *(১ করিন্থীয় ১৩:৯)*। গভীর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ভাববাণীর অর্থ এবং সেই অনুসারে আমাদের কীভাবে সাড়া দিতে হবে সেটা অনুধাবন করতে হবে। যদি কোন কাজ বা উদ্যোগ গ্রহণের বিষয় থাকে তাহলে যত দ্রুত সম্ভব সেটা করতে হবে।

যখন আমাদের ইচ্ছার উপরে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিই, তখন আমরা আসলে তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিই। এতে গোটা শাসন ব্যবস্থাই বদলে যায়। আমাদের জীবনের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণের বদলে ঈশ্বরের

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়; পাপ আর নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণ না করে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় যীশুর অনুসারী এবং ঈশ্বরের সেবক হয়ে উঠি। তিনি যেদিকে চান, আমরা সেই দিকে যেতে থাকি, তিনি যা করাতে চান, আমরা তাই করি; তিনি যা বলাতে চান তাই বলি, তিনি যা হওয়াতে চান তাই হই। তাঁর বাধ্য হয়ে আমরা যখন তার ঈচ্ছার হাতে নিজেদের ইচ্ছাকে সঁপে দিই, তখন প্রভুর ইচ্ছা আমাদের জীবনে বাস্তব রূপ নেয় – আর তা হল, *“তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক”*। এর জন্য মূল্য পরিশোধ করতে হয় কিন্তু সেটা কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের ইচ্ছার “মৃত্যু” ঘটালেই আমরা তার অলৌকিক ক্ষমতাকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারব।

এই গানটিতে এই কথাগুলোর সারমর্ম খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে: *‘যীশুতে সব করি অর্পণ...’*।

আত্মিক বৃদ্ধির জন্য প্রেরিত পৌলের প্রার্থনাটি দেখি:

“স্বর্গ আর পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীদের বিভিন্ন পরিবারের সবাইকে যাঁর সন্তান বলে ডাকা হয় সেই পিতার সামনে আমি প্রার্থনার জন্য হাঁটু পাতছি। আমি প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের অশেষ মহিমা অনুসারে তিনি তোমাদের এমন শক্তি দেন যাতে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তোমাদের অন্তর শক্তিশালী হয়, আর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তর পরিপূর্ণভাবে অধিকার করেন। আমি আরও প্রার্থনা করি যেন খ্রীষ্টের ভালবাসার মধ্যে তোমরা গভীরভাবে ডুবে গিয়ে স্থির হও, আর ঈশ্বরের সব লোকেদের সঙ্গে তোমরাও বুঝতে পার যে, খ্রীষ্টের সেই ভালবাসার কোন কূল-কিণারা নেই, কোন দিক-সীমানা নেই। খ্রীষ্টের সেই ভালবাসা বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না; তবুও আমি প্রার্থনা করি যেন তোমরা সেই ভালবাসা বুঝতে পার, যাতে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় তোমরা পরিপূর্ণ হও। আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের যে শক্তি কাজ করে সেই শক্তি অনুসারে তিনি আমাদের চাওয়া ও চিন্তার চেয়েও অনেক বেশী করতে পারেন। খ্রীষ্ট যিশুর মধ্য দিয়ে এবং মন্ডলীর

মধ্য দিয়ে পুরুষের পর পুরুষ ধরে চিরদিন ঈশ্বরের গৌরব হোক। আমেন।" (ইফিসীয় ৩:১৪-২১)

নিজের আত্মিক বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রেরিত পৌল বলেছেন:

"সামনের দিকে ঝুঁকে সব শক্তি দিয়ে আমি শেষ সীমার দিকে ছুটে চলেছি। এতে যেন খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বর্গমুখী ডাকের মধ্যে যে পুরস্কার রয়েছে তা আমি পাই।" (ফিলীপিয় ৩:১৪)

আহ্বান

অনেকের জীবনে যীশু আহ্বান করেছেন কিন্তু সেটা তারা পূর্ণ করে না। অনেকে আবার তাদের জীবনে নির্দিষ্ট আহ্বান বা কাজ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। আমাদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা এবং দানকে ব্যবহার করার আহ্বানের কথা আমরা এখানে বলছি না। এই কাজের জন্য প্রয়োজন তার অলৌকিক শক্তির উপহার যা তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে একমাত্র তাঁর শক্তিতেই এই কাজ পরিপূর্ণ হতে পারে; এবং ঈশ্বর সমস্ত গৌরব পান।

প্রথমত, যীশুর অনুগত অনুসারী হওয়া আমাদের আহ্বান। আমরা কারো অধীনে কাজ করি বা নিজের ব্যবসা করি, অর্থাৎ আমাদের পেশা যাইহোক না কেন, আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে যীশুর প্রতি নিবেদিত হতে হবে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, প্রশংসার মধ্য দিয়ে, যীশুর ব্যাপারে আত্মসাক্ষ্য দিয়ে, প্রভু যীশুর উদ্দেশ্যে নিজের পরিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে আমরা নিজেকে প্রভু যীশুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করব। "এর মধ্য দিয়ে আমাদের মূল লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়, অন্য

যেসব কাজ মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, সেসব কাজ আমরা সেই সব লোকদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি যাদের জীবনে কোন বড় ধরণের আহ্বান নেই। তারা তখন রাজনীতি, আর্থিক সমস্যার সমাধান, বিজ্ঞানের আলোচনা, বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কের সমাধান করুক, কিন্তু আমরা নিজেদেরকে রাজকীয় পৌরহিত্যে অভিষিক্ত সদস্য হিসাবে প্রভু যীশুর সেবামূলক কাজে সমর্পিত করব। প্রটিতি বিশ্বাসীর জীবনেই এটি একটি পবিত্র দায়িত্ব।" (চার্লস এইচ. স্পারজন)

দ্বিতীয়ত, তিনি সমস্ত বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে শেষ আদেশ দিয়ে গেছেন *(মথি ২৮:১৮-২০; মার্ক ১৬:১৫-১৮; লূক ২৪:৪৬-৪৮)*। প্রতিটা জনগোষ্ঠী এবং প্রতিটি মানুষের কাছে তার এই সুখবর না পৌছান পর্যন্ত তিনি ফিরে আসবেন না। এই দায়িত্বটা তিনি প্রতিটি বিশ্বাসীর হাতে দিয়েছেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানুষকে বিশেষ দায়িত্ব বা আহ্বান দিয়ে রেখেছেন। এই দায়িত্বটি শেষ আদেশের সাথে সম্পর্কিত দায়িত্ব।

> তুমি ঈশ্বরের জন্য যা কর, তার তালিকা তৈরি কর, তারপর নিজেকে প্রশ্ন কর, "আমি কি তার আজ্ঞা মতো এগোচ্ছি?" যদি উত্তরটি হয় "না" বা "জানি না", তাহলে কিন্তু আপনাকে আর একবার চিন্তা করে দেখতে হবে।
>
> (ডানকান ওয়াটকিনসন,
> আই আর নেট, ২০০৪)

এই বইটির লেখকেরা তাদের নিজেদের জীবনের বিশেষ আহ্বান খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাই তারা খুব মন দিয়ে তাদের জীবনের আহ্বান খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, আর তখনই এই প্রার্থনাটি তাদের চোখে পড়ল[৯]। তিন সপ্তাহ টানা প্রার্থনা করার পরে তারা নিচের এই বিশেষ আহ্বানটি খুঁজে পেলেন।

---

[৯] এস্থার বেকের, আই ওয়াস হোয়াস এ বুদ্দিষ্ট নান, ২০০৯, ইন্টারভারসিটি প্রেস।

আপনি যদি আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান খুঁজে পেতে চান তাহলে নিচের প্রার্থনাটি করতে পারেন।

আহ্বান খুঁজে পাওয়ার প্রার্থনা

"হে স্বর্গীয় পিতা, সেই মানুষদের জন্য আমাকে তোমার অন্তর দাও, যাদের কাছে যাওয়ার জন্য তুমি আমাকে আহ্বান করেছো। যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন।"

একবার আমরা যদি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝতে পারি, তাহলে সেই কাজটা আমরা সবচাইতে বেশি মনোযোগ দিয়ে করতে পারব কারণ সেটিই আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ঠিক করে রাখা সর্বোৎকৃষ্ট কাজ – ওই কাজটির জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

> যদি আপনি আপনার পা সরাতে রাজি না হন তাহলে ঈশ্বরের কাছে আপনার পদক্ষেপের নির্দেশনা চাইবেন না!

"আমরা ঈশ্বরের হাতের তৈরী। ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুর সঙ্গে যুক্ত করে আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা সৎ কাজ করি। এই সৎ কাজ তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, যেন আমরা তা করে জীবন কাটাই।" (ইফিসীয় ২:১০)

এবং যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি সবসময় আমাদের সাথে থাকবেন।

"আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও, দেখ যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" (মথি ২৮:২০)

প্রার্থনার পরিচর্যা কাজের জন্য ব্যবহারিক যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে

ব্যবহারিক বিষয়গুলো নিয়ে মন্ডলী অথবা পালকদের সম্মতিক্রমে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। সেগুলো না থেকে থাকলে, নিচের নির্দেশগুলো মেনে চলতে হবে।

প্রার্থনার পরিচর্যা কাজের জন্য নির্দেশনাসমূহ

প্রার্থনার পরিচর্যা কাজ নিয়ম-কানুন, চুক্তি এবং একজন পালকের তত্ত্বাবধানে চলতে হবে।

মন্তব্য: এই কার্যক্রমে যাদের জন্য প্রার্থনা করা হবে তাদেরকে অনুতাপ সহকারে মন ফেরাতে হবে এবং ক্ষমার প্রার্থনাটি উচ্চস্বরে করতে হবে। এর দ্বরা প্রার্থনার দায়িত্বপ্রাপ্ত পালক সেটা শুনতে পাবেন, এবং তাদেরকে পরিচালনা দিতে পারবেন ও তাদের সাথে সম্মতিমূলক প্রার্থনা করতে পারবেন *(মথি ১৮:১৯)*। তারা যদি এর আগে কখনো প্রার্থনা না করে থাকে, তাহলে একটি পরিচালক দল তাদের হয়ে প্রার্থনা করবে এবং সেটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা নিজের কথায় সেই একই প্রার্থনা করবে। প্রার্থনাটা সেই সেই মানুষের নিজের নিজের অন্তর থেকে উৎসারিত হতে হবে। তাদেরকে একটু বলে দিতে হবে যে ‘ধর্মীয়’ কোন শব্দ না ব্যবহার করলেও চলবে; ঈশ্বর তাদের অন্তর জানেন।

- যখনই সম্ভব, একটা শান্ত জায়গা খুঁজে বের করুন।
- প্রার্থনার পরিচর্যা প্রত্যেকবার প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবেন। পুরো সময়টা ঈশ্বরের হাতে দেন এবং তার পরিচালনা এবং নেতৃত্ব চান।
- দুইজন প্রার্থনার পরিচারক মিলে যদি একজনের কাছে প্রার্থনা করা যায় তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। প্রার্থনার পরিচারকদের মধ্যে অন্তত একজন যদি প্রার্থনা গ্রহণকারীর মত একই লিঙ্গের হয় তাহলে খুব ভাল হয়, যেমন মহিলা মহিলাকে প্রার্থনায় পরিচালনা করবে এবং পুরুষ পুরুষকে প্রার্থনায় পরিচালনা করবে। সম্ভব হলে, কখনোই একজন মহিলাকে একজন পুরুষের সাথে একা বা একজন পুরুষকে একজন মহিলার সাথে একা একা প্রার্থনা করতে দেবেন না। যদি বিবাহিত কোন দম্পতি কোন সমাধানের জন্য আসেন, তাহলে যতক্ষন না পর্যন্ত একটা সমাধানের আশা দেখা যায় এবং তারা মিটমাটের জন্য রাজি না হয়, ততক্ষন পর্যন্ত তাদের সাথে একা একা কথা বলতে হবে।
- কখনো কখনো যে প্রার্থনার পরিচর্যা নিচ্ছে তার প্রার্থনার পরিচারকের উপরে পুরোপুরি আস্থা রাখা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি অনেক চাপা কষ্ট আর গভীর ক্ষত থেকে থাকে।
- প্রার্থনার পরিচর্যার সময়, সবসময় পবিত্র আত্মার নেতৃত্ব এবং পরিচালনার প্রতি মনোযোগ দেবেন। যদি কোন একটি প্রার্থনার পরিচারক মনে করে যে তাদের কাছে কোন বাক্য বা ছবি প্রকাশিত হয়েছে তাহলে সে ব্যাপারে প্রার্থনার পরিচারককে অন্যদেরকে জানাতে হবে এবং সবাই মিলে ঠিক করতে হবে যে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে।
- পবিত্র বাইবেল থেকে যথাযথ পদ ব্যবহার করে সমস্যাকে পবিত্র বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। যারা প্রার্থনার পরিচর্যা করে তাদের প্রত্যেককে পবিত্র বাইবেল ভালভাবে জানতে হবে এবং যারা এই

প্রার্থনার পরিচর্যা গ্রহণ করবে তাদের প্রত্যেকে যেন বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত বিষয়কে দেখতে পারে।

“তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।” (২ তিমথি ২:১৫)

- স্বর্ণজ্জ্বল নিয়মটি মনে রাখুন *“তোমরা অন্য লোকদের কাছ থেকে যে রকম ব্যবহার পেতে চাও তোমরাও তাদের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার কোরো।” (মথি ৭:১২)*

- কোন ধরণের ‘পরচর্চা যেন না হয়’ সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। গোপনীয়তার কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন না কারণ অনেক কথা হয়তো প্রবীন পালকের সাথে আলোচনা করতে হবে, যেমন শিশু নির্যাতন। (যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে যায়, তাহলে সেটা রাখতেই হবে আর অন্য কাউকে বলা যাবে না)। যদি সে কোন বে-আইনী কাজের কথা স্বীকার করে, তাহলে তাদের সাথে দেশের আইনগত বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, ঈশ্বর চান যেন তারা ক্ষতিপূরণ করে অথবা সেই ভুলটা শুধরে নেয়। সেটা কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণ হতে পারে অথবা যার ক্ষতি করা হয়েছে তার কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে।

- সবসময় শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব রাখতে হবে, অর্থাৎ ধৈর্য হারানো চলবে না, কারোর প্রতি চিৎকার-চেঁচামেচি করা যাবে না অথবা যে পরামর্শ গ্রহণ করছে তাকে কোনভাবে হুমকি দেওয়া চলবে না। সেই লোকটা যদি প্রার্থনার পরিচর্যার সময় শেষ করতে চান, তাহলে তখনই শেষ করে দিতে হবে। যদি তারা চায়, তবে তাদের আবারও ফিরে আসার সুযোগ সবসময় যেন থাকে।

- যারা প্রার্থনার পরিচর্যা গ্রহণ করছে, তারা যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দেন – তাদেরকে জোর করবেন না। এরকম প্রার্থনার পরিচর্যা গ্রহণের জন্য তারা হয়ত প্রস্তুত নয়। ঈশ্বরের নির্ধারিত সঠিক সময়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

- তারা যা করেছে অথবা তাদের প্রতি যা করা হয়েছে সেটার জন্য তাদের কোন দোষারোপ করবেন না।

- তারা আপনাকে যা বলবে সেসব কথা অন্য কারোর কাছে বলবেন না। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যেমন, আপনার কোন প্রচারকাজে অথবা নিজের কোন লাভের জন্য কোনভাবেই এসব তথ্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন না।

- যারা প্রার্থনার পরিচর্যা গ্রহণ করছে তাদের উপর চোখ রাখুন, এমনকি যখন তারা প্রার্থনা করবে তখনও তাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখুন (অবশ্যই চোখ খোলা রেখে)। কারণ তাদের বা আপনার উপর যে কোন কিছু ঘটতে পারে।

- **সবসময় ঈশ্বরকে গৌরব করুন**। অহংকারকে প্রতিহত করুন – ঈশ্বরের করা কাজের গৌরব কখনোই আপনি নিতে যাবেন না।

শিশুদের মধ্যে প্রার্থনার পরিচর্যার জন্য কিছু বাড়তি নির্দেশনা

প্রার্থনা**র পরিচর্যার আগে ও পরে, শিশুর নিরাপত্তা হল সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।**

- প্রতিটি শিশু আত্মা, মন, আর শরীরের অধিকারী। ক্ষতিকর ঘটনা বা যত্নের অভাবে শিশুর ক্ষতি হতে পারে।
- শিশুদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের মা-বাবা বা অভিভাবকের সম্মতি নিতে হবে। প্রার্থনা করতে এবং সেটা গ্রহণ করতে শিশুরও আগ্রহ থাকতে হবে।
- সবসময় তাদের সাথে দুজন নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তবয়স্ক থাকতে হবে। ধীরে ধীরে, শিশুদের আস্থা অর্জন করুন, তাদের সাথে কথা বলুন।
- মনে রাখবেন, তাদেরও স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তাদের অনুমতি না নিয়ে অথবা তাদের কাছে ব্যাখ্যা না করে কিছু করবেন না।
- শিশুকে শিক্ষা দিন। শিশু যেন ভুল বোধগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং তাদের সঠিক বিকল্পটি বেছে নিতে সাহায্য করুন।
- শিশুকে ‘উদ্দেশ্যপূর্ণ’ কোন প্রশ্ন করবেন না। যেমন: *‘তোমার বাবা কি তোমাকে মারে’ না বলে বলুন, ‘তোমার বাবা তোমার সাথে কী করে?’*
- প্রত্যাশা করুন যেন পবিত্র আত্মা সরাসরি শিশুর সাথে কথা বলেন *(১ শমূয়েল ২:১৮; মথি ১৮:৩-৪)* ।
- শিশুটি যদি কথা বলতে না চায় তাহলে একটু বিরতি নিন এবং তাকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। এরপরও যদি কথা বলতে না চায়, তাহলে তাকে যেতে দিন।

- কোন শিশুর সাথে এক ঘন্টার বেশি প্রার্থনার পরিচর্যা করবেন না।
- শিশুটি যদি নির্যাতিত হয়ে থাকে অথবা লাঞ্ছিত হয়ে থাকে তাহলে সেই ব্যাক্তিকে সে যেন ক্ষমা করতে পারে সেটা দেখতে হবে। এর জন্য তাকে সময় দিতে হবে।
- শিশু নির্যাতনের বিষয়টিকে খাটো করে দেখা যাবে না। শিশু নির্যাতনের কোন রকম অভিযোগ আসলে, দায়িত্বরত পালকের সাথে কথা বলে যথাযত ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্ভব হলে, শিশুর সর্বোচ্চ সুবিধাটা নিশ্চিত করতে হবে। যদি নির্যাতন চলতে থাকে তাহলে শিশুটিকে সেই অবস্থা থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

মুক্তি সম্পর্কে অতিরিক্ত নির্দেশনা

লেখকেরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে, উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রার্থনা করার সময় মন্দ আত্মা থেকে মুক্তি হয় কিন্তু সবসময় সেটা দেখা যায় না। কখনো কখনো প্রার্থনার পরিচর্যা গ্রহণকারীর উপর আশ্চর্য সব প্রভাব পড়ে (অস্বাভাবিক ক্লান্তি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ঝাঁকি লাগা, চোখ ঘুরতে থাকা)। এর অর্থ হল, কোন একটি নির্দিষ্ট পাপের বিষয় সমাধান করতে হবে। যখনি এ ধরণের কোন চিহ্ন দেখা যায়, তখনি প্রার্থনার পরিচর্যা গ্রহনকারীকে সেই পাপের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করতে হবে। যখন সেই ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট পাপের জন্য অনুতাপ সহকারে মন ফেরায় অথবা হৃদয় থেকে ক্ষমা করে দেয়, তখন সেই চিহ্নগুলি থেমে যায় কারণ সেই ব্যক্তির উপর মন্দ আত্মার আর কোন অধিকার থাকে না *(হিতোপদেশ ২৬:২; ইফিষীয় ৪:২৭)*। সাধারণত, কোন খারাপ লক্ষণ ছাড়াই মন্দ আত্মা মানুষের থেকে ছেড়ে যায় কিন্তু কখনো কখনো ঢেঁকুর, কাশি অথবা হাই উঠতে পারে। যদি মন্দ আত্মার নির্যাতন পরিচর্যার কাজে বিঘ্ন ঘটায় তাহলে পরিচালককে যীশুর নামে মন্দ আত্মাকে তাড়াতে হবে।

কোন মন্দ আত্মার সাথে কথা বলা বা তাদের প্রতি চিৎকার চেঁচামেচি করার দরকার নেই। তার বদলে আমাদের বরং যীশুর রক্তে ধৌত হওয়া ও ক্ষমার কাজের উপর মনোযোগ থাকা উচিৎ। ঈশ্বরের প্রশংসা করা, তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা, এবং পবিত্র আত্মার ভাষায় প্রার্থনা করা (পরভাষা)। কোন মানুষ যখন মন ফেরায় অথবা অন্তর থেকে কাউকে ক্ষমা করে দেয়, ঈশ্বর তার পাপ সরিয়ে নেন এবং তাদের পাপের সুযোগ নেওয়া যে কোন মন্দ উপস্থিতি তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এরপর, সেই লোকটি জানতে পারে যে, ঈশ্বর তার হয়ে তাকে পরিষ্কার করার কাজটি করেছেন। তারা মুক্তি ও শান্তি অনুভব করে।

লেখকেরা লক্ষ্য করেছেন যে, যারা একবার নিজের জীবনে এইসব চিহ্ন ঘটতে দেখেছে তার ইতিমধ্যেই নতুন জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী ছিলেন। কোন কোন বিশ্বাসী বলে থাকেন যে, যেহেতু সব বিশ্বাসীদের মধ্যেই *“যীশু আছেন”* তাই তাদের মধ্যে মন্দ আত্মা থাকা অসম্ভব। মন্দ আত্মা সম্পর্কে আমরা যা বিশ্বাস করি, তাতে স্পষ্ট যে, বিশ্বাসীরা মন্দ আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আমরা যীশুর প্রতি যত নিজেকে উৎসর্গ করব, এবং তাকে আমাদের জীবনে রাজত্ব করার অনুমতি দেব তিনি ততই আমাদের পাপ এবং পাপের প্রভাব প্রকাশ করে দেবেন। যখন আমরা পাপকে স্বীকার করি তখন সেগুলি সরিয়ে ফেলেন আর যখন আমরা আমাদের পাপী স্বভাবকে ক্রুশবিদ্ধ করি এবং অন্যদের ক্ষমা করি, তখন আমাদের স্বর্গস্থ পিতা আমাদের মন্দ হইতে রক্ষা করেন *(মথি ৬:১২-১৩)*।

প্রস্তাবিত পরিচর্যা কাজের জন্য সেশন পরিকল্পনা

লক্ষ্যনীয়: পরিচর্যা কাজের জন্য একটি সেশনে ১৫ মিনিট থেকে শুরু করে কয়েক ঘন্টাও লাগতে পারে তাই, এক একজন ব্যক্তির জন্য তিন ঘন্টা করে ঠিক করে রাখুন। যদি তিন ঘন্টাতেও সেই ব্যক্তির কোন সাহায্য না হয় এবং যথেষ্ট সময় না থাকে তাহলে সেই দিনের জন্য সেশন শেষ করে দিন এবং অন্য আর এক দিন সাক্ষাৎ করার জন্য দিন ঠিক করুন।

১। প্রার্থনা পরিচর্যা কাজের জন্য নির্দেশনাগুলো ব্যবহার করে (উপরে), প্রার্থনা পরিচর্যা গ্রহণকারীদের উৎসাহ দিন যেন তাদের হৃদয়ে জমে থাকা সমস্ত কষ্টের বোঝা মন খুলে আপনার সাথে বলতে পারে। তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলুন যে আপনি তাদেরকে ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে সাহায্য করার জন্যই তাদের সাথে আছেন। তাদের সামনে যাকোব ৫:১৬ পদ পড়ুন।

২। ২ তিমথীয় ২:১৫ – এর পদটি মনে রাখুন *“তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী লোক হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।”*

৩। সকল ব্যক্তিদের সাথে কথা বলুন এবং তাদের জীবনের যে যে ক্ষেত্রে অনুতাপ সহকারে মন ফেরানোর বা ক্ষমা পাওয়ার দরকার আছে সেই বিষয়গুলি খুঁজে বের করুন। হয়তো এটি সুস্পষ্ট না অথবা সেই ব্যক্তি হয়তো আপনার কাছে এটা প্রত্যাশা করছে না। বাইবেল থেকে সংবেদনশীল অংশগুলো ব্যবহার করে এটি করুন। মনে রাখবেন, পাপ খুঁজে বের করা পবিত্র আত্মার দায়িত্ব, আমাদের দায়িত্ব না এবং তাদেরকে মনে করিয়ে দেবেন তারা যেন ঈশ্বরের সামনে সম্পূর্ণভাবে সৎ থাকে।

৪। প্রার্থনা পরিচর্যা গ্রহণকারীদের অনুরোধ করুন যেন সে জোরে জোরে প্রার্থনা করে যাতে আপনি তার প্রার্থনা শুনে তাতে সম্মতি জানাতে পারেন। পাপ স্বীকারের প্রার্থনা বাইবেলে সবসময় জোরে জোরে করা হয়েছে।

৫। যে ব্যক্তি প্রার্থনা পরিচর্যা গ্রহণ করছে তার কথা শুনুন এবং ঈশ্বর তার জীবনে কী করছেন তা খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করুন। তাদের মুখের ভাব দেখে আপনার কী করনীয় আপনি তা বুঝতে পারবেন – আপনাকে কী প্রার্থনা পরিচর্যা আরো চালিয়ে যেতে হবে, থামতে হবে, নাকি অন্যদিকে যেতে হবে, গোটা সময়টা জুড়ে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলতে হবে।

৬। প্রার্থনার সময় তারা যেন নির্দিষ্টতা এবং সততার সাথে ঈশ্বরের সাথে থাকে, বারবার 'স্তুতি' অথবা 'ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, ঈশ্বরের প্রশংসা হোক' এই ধরণের একই কথার পুনরাবৃত্তি না করে আসল ঘটনা বলতে বলুন এবং সেই লোকটির নাম যেন উল্লেখ করে, যেমন, 'আমি আমার বোনকে মারি এবং তার উপরে খুব রেগে যাই, দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর'। এতে তারা তাদের নিজের পাপের দায়িত্ব নিতে শিখবে। তাদেরকে পাপের পরিণতি এবং মন ফেরানো ও ক্ষমার বিষয়েও প্রার্থনা করতে বলুন।

৭। তাদের পাপ থেকে মন ফেরানোর প্রার্থনাটি শেষ হলে *১ যোহন ১:৮-১০* পদ পড়ুন এবং নিশ্চয়তা দিন যে তাদের সেই নির্দিষ্ট পাপটি ক্ষমা করা হয়েছে।

৮। অনৈশ্বরিক সম্পর্কগুলো নিয়ে ক্ষমা চাওয়া এবং অনুতাপ সহকারে মন ফেরানো হলে, প্রার্থনার সাথে এই অনৈশ্বরিক বন্ধনগুলো ছিন্ন করে দিতে হবে। আপনি বাইবেলের বাক্য *"আত্মিক খড়গ"* ব্যবহার করে এই অনৈশ্বরিক বন্ধনগুলি কেটে দিতে পারেন। মুখ দিয়ে বের হওয়া যে কোন নেতিবাচক কথা এবং কোন দিব্য ত্যাগ করে দিতে হবে এবং তাদের শক্তি যীশুর নামের অধিকারে ভেঙ্গে দিতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাকে যীশুর রক্তে ধৌত করেন।

৯। সেই ব্যক্তিকে বলুন যেন তিনি যীশু এবং পবিত্র আত্মাকে তার হৃদয়ের গভীরে আমন্ত্রণ জানায় এবং তার অন্তর যেন ঈশ্বরের ভালবাসায় আবার পরিপূর্ণ হয় এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা সেই ভালবাসা উপচে পড়ে।

১০। সেই লোকটিকে বলুন যেন তিনি যীশুকে তার সাথে কথা বলতে বলেন (ছোট একটা প্রার্থনা) চুপ করে, সেটা শোনেন। ঈশ্বর তাদের একটা শব্দ, একটা পদ, একটা ছবি অথবা একটা কোন ‘অনুভূতি’ দিতে পারেন যে ঈশ্বর তাদের জীবনে কিছু কাজ করেছেন।

১১। তাদের জন্য যখন আশীর্ব্বাদের প্রার্থনা করবেন তখন ঈশ্বর যেন তাদের জীবনে কাজ করতে পারেন তার জন্য একটু সময় কাটান।

১২। কী হল, তাদের কেমন লাগল, ঈশ্বর যা করেছেন সে ব্যাপারে তাদের অনুভূতির বিষয়ে একটু পরে সেই ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে বলতে বলুন। যদি তাদের অনুভূতির সাথে মিল রেখে কোন পদ ঈশ্বরের বাক্য থেকে থাকে তবে সেটা পড়ুন অথবা সেটা লিখে ফেলুন। যেমন, যদি তারা কোন উজ্জ্বল আলো দেখে থাকে, তাহলে একটি পদ পড়ুন যেমন *“যীশু বলেন, ‘আমিই জগতের জ্যোতি’ ” (যোহন ৮:১২)*। হতে পারে ঈশ্বর আপনাকে সেই ব্যক্তির জন্য কোন ‘বাক্য’ বা ‘অন্তর্দৃষ্টি’ দিতে পারেন।

১৩। তারা চাইলে তাদেরকে তাদের অনুভূতির কথা বলতে বলুন।

১৪। তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করার পরে চলে যেতে বলুন।

১৫। প্রার্থনা পরিচর্যা কার্যক্রমের পরে, দলের অন্যদের সাথে প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি আপনাকে নির্মল করেন, বিশেষ করে আপনার স্মৃতি এবং যা তারা আপনার সাথে ভাগ করেছে সেই ব্যাপারে। ঈশ্বরের ভালবাসা দিয়ে এবং তাঁর পবিত্র আত্মা দিয়ে আপনাকে পূর্ণ করে দিতে বলুন।

সংযুক্তি

নতুন নিয়মে মন ফেরানোর তালিকা

"কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে।" (রোমীয় ৩:২৩)

পাপ ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে ভেঙ্গে দেয় এবং তার কাছ থেকে আমাদেরকে আলাদা করে দেয়। নতুন নিয়মে একশরও বেশি পাপসহ প্রায় একুশটি তালিকা আছে। এই তালিকাগুলো চতুর্থ আজ্ঞা বাদে দশটি আজ্ঞার কথাই বলা আছে *(রোমীয় ১৪:৫-৬)* এবং এটি যীশুর নতুন আদেশকে আরো গভীর তাৎপর্য দিয়েছে: *"তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো, আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালবেসো।" (যোহন ১৩:৩৪)।*

আমাদের পাপ সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের মনের কোথাও না কোখাও আছে, সেটা মনে করতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। পবিত্র আত্মা সেটা জানেন এবং এ ব্যাপারেও আমাদের সাহায্য করবেন।

"হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও; আমাকে পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও; আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না, এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও।" (গীতসংহিতা ১৩৯:২৩-২৪)

"সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদেরও শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেইসব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।" (যোহন ১৪:২৬)

এই পদগুলো পড়ার সময় আপনি পবিত্র আত্মাকে অনুরোধ করতে পারেন যাতে তিনি আপনাকে আপনার পাপের জায়গাগুলো দেখিয়ে দেন:

মথি ১৫:১৮-২০	ইফিসীয় ৫:৩-৪
মার্ক ৭:২১-২৩	কলসীয় ৩:৫-৬
রোমীয় ১:২৯-৩২	কলসীয় ৩:৮-৯
রোমীয় ১৩:৭-৯	১ তিমথিয় ১:৯-১০
রোমীয় ১৩:১৩-১৪	২ তিমথিয় ৩:১-৫
১ করিন্থীয় ৫:৯-১১	তীত ৩:৩-৫
১ করিন্থীয় ৬:৯-১০	১ পিতর ২:১
২ করিন্থীয় ১২:২০-২১	১ পিতর ৪:২-৪
গালাতীয় ৫:১৯-২১	প্রকাশিত বাক্য ২১:৮
ইফিষীয় ৪:১৭-১৯	প্রকাশিত বাক্য ২২:১৪-১৫
ইফিষীয় ৪:২৫-৩১	

মন ফেরানোর সুফল অনেক। কিছু কিছু পদে যে সুফলগুলো উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হল:

গীতসংহিতা ১৯:১২-১৩	যিশাইয় ৫:৫-৭
গীতসংহিতা ৩২:১-৫	লূক ১৩:৩
গীতসংহিতা ৬৬:১৬-২০	প্রেরিত ১৭:৩০
হিতোপদেশ ২৮:১৩	১ পিতর ৩:৭, ১২

কিছু সাধারণ সমস্যা মন ফেরানোর বিষয়ে

এটা মন ফেরানোর পূর্ণ তালিকা নয় কিন্তু এটি কেবল নির্দেশনার জন্য। আমরা যদি এমন কোন কাজে অংশ নেই বা বাইবেলের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কোন কিছু করি তবে তা পাপ এবং ঈশ্বর চান যেন আমরা সেটি বন্ধ করি, সেই বিষয়ে মন ফেরাই, এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। কখনো যদি কিছু করতে আমাদের অসস্তি হয়, তখন বুঝতে হবে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে দোষী করছেন এবং আমাদের ভুল দেখিয়ে দিয়ে আমাদেরকে চেতনা দিচ্ছেন।

“আর যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নয়, তাহাই পাপ।” (রোমীয় ১৪:২৩; যাকোব ৪:১৭)

ঈশ্বর, তোমার বাক্য হল:

কলহ প্রিয়	*ইফিষীয় ৪:৩১; যাকোব ৪:১-২*
কামনা	*মথি ৫:২৮; মার্ক ৭:২১-২৯; রোমীয় ১:২৬-২৭; গালাতীয় ৫:১৯; ২ তিমথীয় ২:২২; ১ পিতর ৪:৩*
কালোজাদু	*লেবীয়পুস্তক ১৯:২৬, ৩১; দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:২-৭, ১৯:৯-১৪*
খুন করা	*যাত্রাপুস্তক ২০:১৩; মথি ৫:২১-২২; ১ যোহন ৩:১৫; প্রকাশিত বাক্য ২১:৮*
ক্ষামাহীনতা	*মথি ৬:১৪-১৬, ১৮:২১-৩৫; মার্ক ১১:২৫-২৬*
গজগজ করা	*যাত্রাপুস্তক ১৬:২; ১ করিন্থীয় ১০:১০; যাকোব ৫:৯*
ঘুষ	*যাত্রাপুস্তক ২৩:৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৭, ১৬:১৯-২০; ইয়োব ৩৬:১৮; উপদেশক ৭:৭; লূক ৩:১৪*
ঘৃণা	*মথি ৫:৪৩-৪৫; ১ যোহন ২:৯-১১, ৩:১৫, ৪:২০-২১*

চুরি করা	*যাত্রাপুস্তক ২০:১৫; লূক ১৯:৮; ইফিষীয় ৪:২৮*
জাদুবিদ্যা	*যিহিষ্কেল ১৩:১৮-২০; প্রেরিত ১৯:১৮-১৯; প্রকাশিত বাক্য ৯:২১, ২২:১৫*
জাগতিকতা	*রোমীয় ১২:২; ২ তিমথীয় ৩:৪; তীত ২:১২; ১ যোহন ২:১৫-১৭*
জ্যোতিষীবিদ্যা	*যিশাইয় ৪৭:১৩-১৪; যিরমিয় ১০:২*
জেদি, একঁগুয়ে	*১ শমূয়েল ১৫:২৩; ২ বংশাবলী ৩০:৮-৯; রোমীয় ২:৫*
ডাইনি বিদ্যা	*লেবীয় পুস্তক ১৯:৩১; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৯-১৪; ১ শমূয়েল ১৫:২৩; প্রেরিত ১৯:১৯; গালাতীয় ৫:১৯-২১; প্রকাশিত বাক্য ২১:৮*
তাবিজ-কবচ	*যিহিষ্কেল ১৩:২০*
তাবিজ	*যিহিষ্কেল ১৩:১৮, ২০*
তিক্ততা	*ইফিষীয় ৪:৩১; ইব্রীয় ১২:১৫*
দুর্নীতি	*লেবীয় ১৯:৩৫; হিতোপদেশ ২০:২৩; লূক ৩:১২-১৪; রোমীয় ১৩:৯-৭*
দুশ্চিন্তা	*মথি ৬:২৫-৩৪; ফিলিপীয় ৪:৬-৭; যাকোব ৫:৭*
দেনা/দশমাংশ না দেওয়া	*মালাখী ৩:৮-১২; রোমীয় ১৩:৭-৯; যাকোব ৫:১-৬*
নিজেকে ধার্মীক ভাবা	*মথি ২৩:৬-৭; লূক ১৮:৯-১৪; ফিলীপীয় ৩:৮-৯*
নিচতা	*গীতসংহিতা ১১২:৪, ৫, ৯; হিতোপদেশ ১৯:১৭; মথি ৫:৪২; লূক ৩:১১, ৬:৩৮; প্রেরিত ২:৪৪-৪৫; ১ যোহন ৩:১৭*

নিজের উপর নির্ভর করা	*গীতসংহিতা ১১৮:৮-৯; রোমীয় ৪:৩; গালাতীয় ২:১৬, ৩:৬-১২; ইফিষীয় ২:৮-১০; ইব্রীয় ১১:৬*
নির্দয়	*মথি ৭:১২; যাকোব ১:২৭, ২:১৪-১৭*
নিন্দা করা	*রোমীয় ১৪:১৩; ইফিষীয় ৪:২; ফিলিপীয় ৪:৮*
পবিত্র আত্মাকে বাধা দেওয়া	*প্রেরিত ৭:৫১; ১ থিষলনীকীয় ৫:১৯-২১; ২ তিমথীয় ৩:৫; ইব্রীয় ১০:২৯*
পরচর্চা	*লেবীয়পুস্তক ১৯:১৬; রোমীয় ১:২৯-৩০; ২ করিন্থীয় ১২:২০*
পরিতৃপ্ত	*লূক ৯:৬২; প্রকাশিত বাক্য ২:৪, ৩:২-৩, ১৬*
পক্ষপাতিত্ব	*প্রেরিত ১০:৩৪-৩৫; রোমীয় ২:১১; ইফিষীয় ৬:৯; কলসীয় ৩:২৫; যাকোব ২:১-৯*
পিতামাতার অবাধ্য	*যাত্রাপুস্তক ২০:১২; ইফিষীয় ৬:২; কলসীয় ৩:২০*
পেটুকপনা	*যিহিষ্কেল ১৬:৪৯; ইফিষীয় ৫:৫; তীত ১:১২*
প্রতিহিংসা	*লেবীয়পুস্তক ১৯:১৮; গীতসংহিতা ৯৪:১; ওবদিয় ১৫; মথি ৫:৪৩-৪৮, ৬:১৪-১৫; রোমীয় ১২:১৯; ইব্রীয় ১০:৩০-৩১*
প্রত্যাখান	*যিশাইয় ৪৯:১৪-১৬; মথি ৫:৪৩-৪৫; ইফিষীয় ১:৫-৬; ১ থিষলনীকীয় ৪:৯; ১ যোহন ২:৭*
প্রতারণা	*হিতোপদেশ ২০:২৩; মার্ক ৭:২২; লূক ১৬:১০-১৩; রোমীয় ১৩:৬-৭*
প্রনোগ্রাফি	(কামনা-বাসনার অংশটি দেখুন)
প্রার্থনাহীনতা	*১ শমূয়েল ১২:২৩; মার্ক ১৪:৩৭-৩৮; ফিলীপিয় ৪:৬; ১ থিষলনীকীয় ৫:১৬-১৮*
ব্যাভিচার	*মথি ৫:২৮-৩২; ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০*

বিবাহ বিচ্ছেদ	*মালাখি ২:১৫-১৬; মার্ক ১০:২-১২; ১ করিন্থীয় ৭:১০-১১; ইব্রীয় ১৩:৪*
বিবাহের বাইরে সম্পর্ক	(যৌন পাপের অংশটি দেখুন)
বিদ্রোহ	*গণনাপুস্তক ১৬, ২৭:১২-১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৭; ১ শমূয়েল ১৫:২৩; যোহন ২:৫, ১৪:১৫*
ভন্ডামি	*মথি ৭:৩-৫, ২৩:১-৩৩; লূক ১৩:১৪-১৬; ১৬:১৫; গালাতীয় ২:১১-১৩*
ভয়	*যিশাইয় ৪১:১০, ৪৩:১; মথি ১০:২৮-৩৩; রোমীয় ৮:১৫; ২ তিমথীয় ১:৭; ১ যোহন ৪:১৮*
ভাগ্য গণনা	*লেবীয় ১৯:২৬; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১০; যিরমিয় ১০:২; প্রেরিত ১৬:১৬*
ভালবাসাহীনতা	*যোহন ১৫:১৭; রোমীয় ১:৩১; গালাতীয় ৫:১৪; ১ যোহন ৪:৭-৮*
মন্দ চিন্তা	*মার্ক ৭:২১; রোমীয় ১২:২; ফিলিপীয় ৪:৮*
মন্দ কথা	*হিতোপদেশ ১৮:২১; মথি ৫:২২, ১২:৩৬-৩৭; ইফিষীয় ৪:২৯; ফিলিপীয় ৪:৮; যাকোব ১:২৬, ৩:১০*
মাতলামি	*হিতপদেশ ২৩:২৯-৩৫; যিশাইয় ৫:১১-১২; গালাতীয় ৫:২১; ইফিষীয় ৫:১৮; ১ তিমথীয় ৩:২-৩*
মার্শাল আর্ট	*যাত্রাপুস্তক ২০:৩-৪; ১ করিন্থীয় ৬:৯-১১; গালাতীয় ৫:১৯; ১ যোহন ৫:২১; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫*
মিথ্যাচার	*যাত্রাপুস্তক ২০:১৬; ইফিষীয় ৪:২৫; কলসীয় ৩:৯; প্রকাশিত বাক্য ২১:৮*

মূর্তি	*যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৫; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-১৯, ৬:১৩-১৮, ৭:২৫-২৬, ১২:২-৪; যিরমিয় ১০:৩-৫; ১ যোহন ৫:২১*
মূর্তিপূজা	*যাত্রাপুস্তক ২০:৩-৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৩-১৮, ৩২:১৬-১৮; গীতসংহিতা ১০৬:৩৪-৩৯; হোশেয় ৪:১২; ১ করিন্থীয় ৬:৯-১১; গালাতীয় ৫:১৯-২০; ১ পিতর ৪:৩; ১ যোহন ৫:২১*
যীশুকে ত্যাগ করা	*মথি ১০:৩২-৩৩; ইব্রীয় ১০:২৯; ১ যোহন ২:২২-২৩*
যৌন পাপ	*যাত্রাপুস্তক ২০:১৪; প্রেরিত ১৫:২০; ১ করিন্থীয় ৩:১৬-১৭, ৬:১৮-২০; গালাতীয় ৫:১৯-২১; ১ থিষলনীকীয় ৪:৩; ইব্রীয় ১৩:৪*
রাগ	*হিতপদেশ ১৫:১৮; মথি ৫:২২; গালাতীয় ৫:২০; ইফিষীয় ৪:২৬-৩২; কলসীয় ৩:৮; যাকোব ১:১৯-২১*
রাশিফল	*দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১০; যিরমিয় ১০:২*
লালসা	*যাত্রাপুস্তক ২০:১৭; কলসীয় ৩:৫; যাকোব ৪:২*
লোভ	*প্রেরিত ২:৪৪-৪৫; ইফিষীয় ৫:৫; ১ তিমথীয় ৬:১০*
শপথ করা	*মথি ৫:৩৩-৩৭; যাকোব ৫:১২*
স্ত্রী নির্যাতন	*হিতোপদেশ ৩১:১০-৩১; ইফিষীয় ৫:২৫-২৬; কলসীয় ৩:১৯; ১ তিমথীয় ৩:৩; তীত ১:৭; ১ পিতর ৩:৭*
সহজে রেগে যাওয়া	*গীতসংহিতা ৩৭:৮; হিতোপদেশ ১৪:১৭, ২৯:২২; ইফিষীয় ৪:৩১; তীত ১:৭*
সহকামীতা	*লেবীয়পুস্তক ১৮:২২; রোমীয় ১:২৬-২৭; ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০*
সন্দেহ	*মথি ২১:২১-২২; মার্ক ৯: ২৩-২৪; যাকোব ১:৫-৮*
স্বার্থপরতা	*রোমীয় ২:৮; ফিলীপীয় ২:৩-৪; যাকোব ৩:১৬*

হিংস্রতা	*গীতসংহিতা ৭:১৬; হিতোপদেশ ১৬:২৯; ১ করিন্থীয় ৩:৩; তীত ১:৭-৮*
হিংসা	*হিতোপদেশ ১৪:৩০; রোমীয় ১৩:১২-১৪; ১ম করিন্থীয় ৩:৩; যাকোব ৩:১৬-১৮, ৪:১-৩*
অহংবোধ	*মার্ক ১০:৪৪; ২ তিমথীয় ৩:২*
অহংকার	*২ বংশাবলী ৩২:২৬; হিতোপদেশ ১৬:৫; ২ তিমথীয় ৩:২; যাকোব ৪:৬, ১০; ১ পিতর ৫:৫*
অহংকার করা ও দর্প করা	*যাকোব ৪:১৬*
অকৃতজ্ঞতা	*দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৪৭-৪৮; লূক ১৭:১৭-১৮; ফিলীপীয় ৪:৮; ২ তিমথীয় ৩:২*
অপব্যবহার	*১ করিন্থীয় ৬:১০*
অবিশ্বাস	*গীতসংহিতা ১১৮:৮; মথি ১৩:৫৮; মার্ক ৯:১৯-২৪; লূক ১:৩৭*
অবিশ্বাসীকে বিয়ে করা	*যিহোশূয় ২৩:১২-১৩; ১ রাজাবলি ১১:২-৪; ইষ্রা ৯:১২; ২ করিন্থীয় ৬:১৪*
অজ্ঞতা	*যিশাইয় ৫:১৩; হোশেয় ৪:৬; প্রেরিত ১৭:৩০-৩১*
অনৈক্য	*গীতসংহিতা ১৩৩ [বিরোধের বিপরীত]; গালাতীয় ৫:১৪-১৫*
অন্যের বিচার করা	*মথি ৭:১-২; রোমীয় ১৪:১৩; যাকোব ৪:১১-১২*
অপবিত্রতা	*লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪; রোমীয় ১:২৯; ২ তিমথীয় ৩:২; ১ পিতর ১:১৫-১৬*
অলসতা	*হিতোপদেশ ২৪:৩০-৩৪; ১ করিন্থীয় ৯:২৭; ২ তিমথীয় ২:১৫; যাকোব ১:২২*

অসম্মান	*দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৬; ১ করিন্থীয় ১১:২৮-৩০; ইফিষীয় ৬:২*
অধৈর্য	*গণনাপুস্তক ২১:৪-৫; যাকোব ১:১২; ২ পিতর ৩:৯*
আত্মহত্যার চিন্তা	*যাত্রাপুস্তক ২০:১৩; প্রেরিত ১৬:২৭-২৮; ১ করিন্থীয় ৩:১৬-১৭, ৬:১৯-২০; ইফিষীয় ২:১০; যাকোব ১:১৮*
আত্মিক আরোগ্যলাভ	*২ বংশাবলী ১৬:১২-১৩; কলসীয় ২:৮*
(বাইবেল অনুযায়ী নয়)	
ঈশ্বর নিন্দা	*যাত্রাপুস্তক ২০:৭; ২ তিমথীয় ৩:২*
ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে না	*যাত্রাপুস্তক ২০:৩; দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫; মথি ৬:৩৩; মার্ক ১২:২৯-৩০; যাকোব ১:৫-৮; প্রকাশিত বাক্য ২:৪-৫, ৩:১৫-১৬*
ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া	*দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১; গীতসংহিতা ২:১২; লূক ৬:৪৬-৪৯; যোহন ১৪:২৩-২৪; যাকোব ১:২২-২৫, ৪:৭*
উচ্চাভিলাষা	*মথি ৬:৩৩; গালাতীয় ৫:২০*
উল্কি করা	*লেবীয় পুস্তক ১৯:২৮*

আপনার পারিবারিক ইতিহাসের তালিকা তৈরি করা

একটি পারিবারিক ইতিহাসের তালিকা একটি পারিবারের বিভিন্ন প্রজন্মকে ছবি আকারে দেখতে সাহায্য করে। বিশেষ করে, এই তালিকাটি আমাদের পরিবারে আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপ কিভাবে প্রজন্ম ধরে চলে আসছে তা সনাক্ত করতে সাহায্য করে। পরিবার অত্যন্ত জটিল একটি জায়গা এবং এর নকশা বা ছক অনেক সময় গুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাই আমরা এই তালিকাটি অধ্যায়ন করার মধ্য দিয়ে এর নকশা বের করার চেষ্টা করতে পারি।

আমরা যখন পারিবারিক ইতিহাসের ছকটি আঁকব তখন মানুষের ক্ষেত্রে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করব এবং রেখার মধ্য দিয়ে পারিবারিক সম্পর্ককে বোঝাবো। এভাবে তালিকাটিকে আমরা সহজ করতে পারব। সুতরাং, একটি পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে –

I. বক্স চিহ্নটি একজন পুরুষকে বুঝাবে □ এবং

   বৃত্ত চিহ্নটি একজন নারীকে বুঝাবে ○

II. বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে রেখা দ্বারা যুক্ত থাকবে □—○

III. বিয়ের মধ্য দিয়ে সন্তানদের বোঝাতে নিচের দিকে শাখা বিস্তারের মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে, নিচের উদাহরণটি একটি সাধারণ পরিবারের তালিকা, যাতে দেখানো হয়েছে একটি দম্পতি ও তিনটি সন্তান

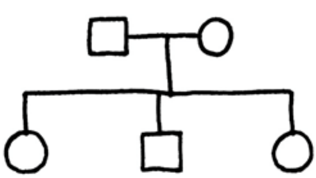

দম্পতি

দম্পতির সন্তানেরা

উপরের উদাহরণটির মধ্যে দেখানো হয়েছে প্রথম সন্তানটি মেয়ে, দ্বিতীয়টি ছেলে এবং তৃতীয় সন্তানটি মেয়ে।

নিচের উদাহরণটির মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে তিনটি সন্তানই বিবাহিত।

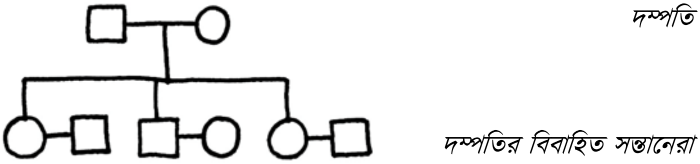

নিচের উদাহরণটির মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, তিনটি সন্তানেরই আবার সন্তান হয়েছে। এই ছকটির মধ্য দিয়ে এখন তিনটি প্রজন্মকে বোঝা যাচ্ছে; ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা, পিতা-মাতা, সন্তান।

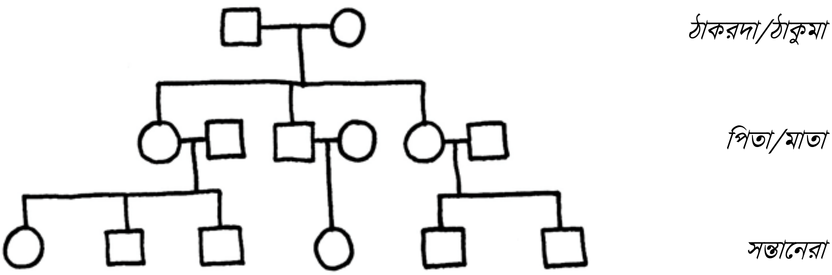

উপরের তালিকাতে, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার প্রথম সন্তান হল মেয়ে এবং তার বিয়ের পর একটি মেয়ে দুটি ছেলে হয়েছে। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার দ্বিতীয় সন্তান ছেলে এবং সেই ছেলের একটি মেয়ে সন্তান। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার তৃতীয় সন্তানটি মেয়ে এবং তার বিয়ের পর দুটি ছেলে সন্তান হয়েছে। তৃতীয় প্রজন্মের (নাতি-নাতনিরা) সন্তানগুলো প্রথম 'তুতো-ভাইবোন' সম্পর্ক।

আপনার নিজের পরিবারের ইতিহাসের তালিকায় যতগুলো প্রজন্ম সম্পর্কে আপনি জানেন ততগুলো প্রজন্মকে যুক্ত করতে পারেন।

আপনার নিজের পরিবারের তালিকাটি তৈরি করুন। তালিকার মধ্যে আপনার পরিবারের সমস্ত সদস্য সদস্যাদেরকে দেখান, ঠিক যেভাবে আমরা উপরে বর্ণনা করেছি সেইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেখান। তালিকার মধ্যে

প্রত্যেকের নাম লিখলে হয়তোবা আপনার জন্য তা সহজ হবে। আপনার বাবার এবং আপনার মায়ের তালিকাটি আলাদাভাবে করতে পারেন।

তারপর, আপনি যে চারিত্রিক গুণাবলীটি বিবেচনা করেছেন যার দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছে তা খুব সহজ পদ্ধতিতে (যেমন-রং, চিহ্ন বা শব্দ) ব্যবহার করে প্রত্যেকের নামের পাশে একটি করে নিদর্শন চিহ্ন রাখুন। নিচের দুঃখ-কষ্ট বা পরিতাপের তালিকা থেকে, প্রতিবার একটি করে বৈশিষ্ট দেখার চেষ্টা করুন। আপনার পরিবারে আপনি নতুন কোন বিষয় খুঁজে পেতে পারেন যা এই তালিকাতে নেই আর হয়ত আপনি তা দেখতে চান। সেই বিষয়কেও একইরকমভাবে আপনার পারিবারিক ইতিহাসের চার্টে চিহ্নিত করুন:

১। বিয়ে সম্পর্কিত সমস্যা (পৃথক থাকা/বিচ্ছেদ/বহুবিবাহ/পরকিয়া সম্পর্ক)

২। মৃত্যু হয় এমন অসুস্থতা/অকাল মৃত্যু

৩। অর্থনৈতিক বিপর্যয়

৪। পারিবারিক দুর্দশা/ভাঙ্গন

৫। দুরারোগ্য ব্যাধি (মানসিক, শারিরীক)

৬। জন্মদানের ক্ষমতা না থাকা/বন্ধ্যা

৭। দুর্ঘটনা

৮। আসক্তি থাকা

৯। অপূর্ণ নিয়তি

১০। উৎপীড়ন/অপব্যবহার

আপনার পরিবারের উপরের তালিকার অনেক বিষয় খুঁজে নাও পেতে পারেন অথবা বিষয়টি আপনার কাছে গোপন রয়েছে।

পারিবারিক ইতিহাসের তালিকার উদাহরণ:

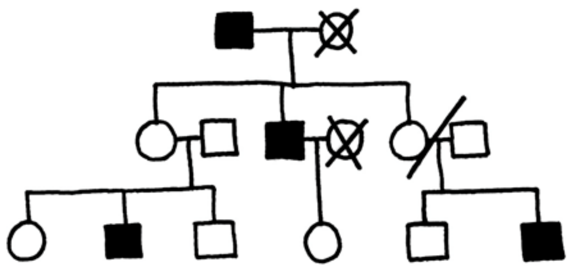

লক্ষ্য করবেন, উপরের তালিকার প্রতিটি প্রজন্মের দ্বিতীয় সন্তানটি মানসিক রোগ/হতাশায় ভুগেছে (সবাই ছেলে)।

ভিন্ন ভিন্ন রং ও চিহ্ন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আপনি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাকে দেখাতে পারেন।

সম্পূর্ণ পরিবারকে আপনার নিজের পরিবার হিসাবে বিবেচনা করে প্রার্থনা করুন। বিশেষভাবে প্রার্থনা করুন যেন পবিত্র আত্মা আপনাকে সাহায্য করেন এবং ঈশ্বর যা আপনাকে দেখাতে চান তা যেন আপনি দেখতে পান।

বিভিন্ন আশীর্ব্বাদ বা সমস্যা, ঐশ্বরিক বা পাপপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও আচার-আচরণ দেখানোর জন্য আপনি আলাদা-আলাদা তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন। সুন্দর ও ভাল বিষয়গুলোর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন কিন্তু কোন গুরুতর সমস্যার ধারাবাহিকতা যদি দেখতে পান তাহলে আপনার পরিবার হয়তবা কোন অভিশাপের নীচে আছে।

‘বংশগত আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ’ অধ্যায়টি পড়ুন। যার মধ্যে খুঁজে পাবেন কি কি অভিশাপ আমাদের জীবনে থাকতে পারে এবং কিভাবে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আপনি ও আপনার পরিবার সঠিকভাবে মুক্ত হতে পারেন।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু আমার পরিবারের পাপ প্রকাশ করেছিলেন

"'বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবনের' মধ্য দিয়ে কাজ করা আমার জন্য একটি নতুন স্বাধীনতা এনেছিল। আমার পারিবারিক ইতিহাসের চার্ট আঁকার পরে, আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে প্রজন্মের মধ্যে কোনও পাপের সমস্যা রয়েছে কি না, কিন্তু এর মধ্যে সুস্পষ্ট কিছুই ছিল না। সেশন শেষ হওয়ার সাথে সাথে চার্টটা তুলে নিলাম এবং আমি যখন আমার বাবা এবং তার ভাইবোনদের চতুর্ভূর্জ এবং বৃত্ত চিহ্নগুলিতে তাকিয়েছিলাম তারা পৃষ্টার উপরে 'বিচলিত' দেখা দিয়েছে। আমি আমার চোখ দিয়ে আবার ভাল করে দেখার চেষ্টা করেছি কিন্তু আবার সেই চতুর্ভূর্জ আর বৃত্ত চিহ্নগুলি পৃষ্টার উপরে বিচলিত দেখাচ্ছিল। হঠাৎ করে আমার অতীতের সমস্ত পাপ, এবং আমার বাবা ও তার ভাইবোনদের সমস্ত পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করে, অনুতাপ সহকারে মন ফিরিয়ে ক্ষমা চাওয়ার দরকার বলে অনুভব করলাম। একজন সহযোগীর সাথে আমি প্রার্থনা গাইডের মাধ্যমে কাজ করেছি। অবশেষে আমি আবার যীশুকে আমার হৃদয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আবার পবিত্র আত্মা দিয়ে আমাকে পূর্ণ করতে বলেছি। এটা হয়েছিল ২ বছর আগে। তারপর থেকে আমি অনুভব করি যে আমি প্রভুর খুব কাছাকাছি হাঁটছি, বাক্যের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করে রেখেছি এবং বাক্যের পটভূমি বুঝতে পারছি। প্রায়ই খুব ছোট জিনিস আমার কাছে আনন্দের বলে মনে হয়। পবিত্র আত্মা আমাকে তাঁর পাশাপাশি রাখে এবং মাঝে মাঝে আমি সাহসী হতে পারি। আমি সাপ্তাহিক বাইবেল অধ্যায়ন দলের জন্য গাইড হিসাবে বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছি।"

প্রজন্মের আশীর্ব্বাদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা[১০]

বাইবেল অনুযায়ী, নেতিবাচক পরিণতি বা অভিশাপ থেকে আসা পাপের জন্য স্বীকারোক্তি এবং মন ফেরানোর প্রার্থনাগুলো নিচে দেওয়া হল। এই প্রার্থনাটিতে **'যদি'** শব্দিটি ব্যবহার করা যায়, কারণ আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী কী পাপ করেছেন সেটা তো আমরা জানি না। এরপর আমরা ঈশ্বরকে বলতে পারি যাতে তিনি আমাদের উপর থেকে, আমাদের পরিবারের উপর থেকে, মন্ডলীর উপর থেকে এবং জাতির উপর থেকে সেই পাপের খারাপ পরিণতি সরিয়ে নেন আর তার অসীম আশীর্ব্বাদ যেন আমাদের উপর ঢেলে দেন।

"স্বর্গীয় পিতা, আমি স্বীকার করছি যে, আমি এবং আদম ও হবা থেকে শুরু করে আমার সমস্ত বংশধর তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে; আমরা খারাপ কাজ করেছি এবং মন্দতার পথে চলেছি *(২ বংশাবলি ৬:৩৭)*। আমি স্বীকার করি যে, বাইবেলে বর্ণিত যেসব পাপ আমাদের উপর, আমাদের পরিবারের, মন্ডলীর উপর ও জাতির উপর অভিশাপ ডেকে আনতে পারে আমরা সেরকম অনেক পাপ করেছি।

"যদি কখনো আমরা নিচের পাপগুলো করে থাকি তাহলে, আমাকে এবং আদম হবা থেকে শুরু করে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষকে তুমি ক্ষমা কর:

- আমরা তোমার প্রতি মন ফিরাইনি অথবা তোমাকে সমস্ত গৌরব দিইনি (*প্রকাশিত বাক্য ১৬:৯*)
- আমরা তোমাকে আমাদের সমস্ত অন্তর, মন এবং প্রাণ দিয়ে ভালবাসিনি *(দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৫; মার্ক ১২:৩০; ১ করিন্থীয় ১৬:২২; ১ যোহন ৫:২১)*
- আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছি, তোমার আদেশ অগ্রাহ্য করেছি এবং

[১০] এটি পাপের বিস্তৃত তালিকা নয়, কেবল বাইবেলের অভিশাপের সাথে যুক্ত যারা।

আমাদের নিজের মনমত পথে চলেছি *(দ্বিতীয় বিবরণ ১১:২৮, ২৭:১৫-২৬, ২৮:১৫; যিশাইয় ২৪:৫-৬, ৫৩:৬; যিরমিয় ১১:৩)*

- আমরা তোমাকে অর্থাৎ আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করিনি, তার বদলে তৈরি করা বস্তুর, এমনকি নিজে নিজেকে ও অন্যকে এবং নিজেদের গড়া বিভিন্ন প্রতিমাকে পূজা করেছি *(যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-১৯, ২৭:১৫; রোমীয় ১:২১-২৩; ইফিষীয় ৫:৫; ১ যোহন ৫:২১; প্রকাশিত বাক্য ২১:৮)*
- আমরা তোমার উপর বিশ্বাস না করে নিজেদের উপর এবং অন্য লোকেদের উপর বিশ্বাস করেছি *(গীতসংহিতা ১১৮:৮; যিরমিয় ১৭:৫)*
- আমরা বিভিন্ন রকম দেব-দেবী এবং বিভিন্ন জাদুবিদ্যার উপর বিশ্বাস করেছি *(দ্বিতীয় বিবরণ ১১:২৮, ২৭:১৫; প্রকাশিত বাক্য ২১:৮)*
- আমরা আমাদের মা-বাবাকে অমান্য করেছি *(যাত্রাপুস্তক ২০:১২; দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:১৬; ইফিষীয় ৬:২)*
- আমরা সবরকম কামনা-বাসনা, ব্যভিচার, পরকীয়া, আমাদের সৎ মা-বাবার সাথে যৌন মিলন, সমকামীতা, নিকটাত্মীয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক এবং পাশবিকতাসহ বিভিন্ন যৌন অপরাধ এবং বিপথগামীতার পথে চলেছি *(আদিপুস্তক ৩৮:৯-১০; যাত্রাপুস্তক ২০:১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:২০-২৩; যিহিস্কেল ২২:১০-১১; মথি ৫:২৭-২৮; রোমীয় ১:২৬-২৭; ১ করিন্থীয় ৬:৯, ১৫:২০; ইফিষীয় ৫:৫; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫)*
- আমরা অবিশ্বাসীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন চুক্তিতে লিপ্ত হয়েছি *(নহিমিয় ১৩:২৩-২৫; ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৫)*
- আমরা আত্মহত্যা, খুন এবং গর্ভপাতসহ বভিন্ন নির্দোষ প্রাণ হত্যার দায়ে অপরাধী *(আদিপুস্তক ৯:৫; যাত্রাপুস্তক ২০:১৩; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৪৭-৪৮; গীতসংহিতা ৭১:৬, ১৩৯:১৩-১৭; যিশাইয় ৪৯:১-৫; মথি ৫:২১-২২; মার্ক ৮:৩৪; রোমীয় ১৩:৯-১০)*

- আমরা কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে আমাদের প্রতিবেশীদের উপর আঘাত হেনেছি *(দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:২৪; মার্ক ১২:৩১; ১ যোহন ৩:১৫)*
- আমরা ঘুষ নিয়েছি, কখনো কখনো তা নির্দোষের রক্তপাতেরও কারণ হয়েছে *(দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:২৫)*
- আমরা অনেক সময় মৃত মানুষকে তার মৃত্যুর দিনেই কবর না দিয়ে ফেলে রেখেছি *(দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩; গালাতীয় ৩:১৩)*
- তুমি আমাদের যেভাবে আদেশ দিয়েছ সেভাবে আমরা দশমাংশ দিইনি বা মন্ডলীতে যাইনি *(মালাখি ৩:৯; দ্বিতীয় বিবরণ ১২:১১)*
- আমরা দরিদ্র থেকে আমাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছি এবং যারা অভাবী তাদের দান করিনি *(হিতোপদেশ ২৮:২৭; মথি ২৫:৪১-৪৬)*
- আমরা বিদেশী, অনাথ এবং বিধবাদের প্রতি ন্যায়বিচার করিনি *(দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:১৯; যিশাইয় ৫৮:৬-৭; যাকোব ১:২৭)*
- আমরা তোমার পবিত্র নামের সম্মান করিনি *(দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৫৮; সখরিয় ৫:৪; মালাখি ২:২; প্রকাশিত বাক্য ১৬:৯)*
- আমরা তোমাকে, অন্যদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে অভিশাপ দিয়েছি *(২ শমূয়েল ১৯:২১; ইয়োব ২:৯; গীতসংহিতা ১০৯:১৭; মথি ৫:২২; ১ করিন্থীয় ১১:২৯; যাকোব ৩:১০; প্রকাশিত বাক্য ১৬:৯-১১)*
- আমরা ইস্রায়েলকে আশীর্ব্বাদ করিনি, অভিশাপ দিয়েছি *(আদিপুস্তক ১২:৩; যিশাইয় ৪৫:১৭; রোমীয় ১১:২৮-২৯)*
- আমরা মিথ্যা শপথ করেছি *(সখরিয় ৫:৪; প্রকাশিত বাক্য ২১:৮, ২২:১৫)*
- আমরা জমি চুরি করেছি এবং অন্য লোকের সীমানা সরিয়ে দিয়েছি *(দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১৪, ২৭:১৭; হিতোপদেশ ২২:২৮)*
- আমরা মদ খেয়েছি এবং বিভিন্ন রকম নেশা করেছি *(হিতোপদেশ ২৩:২৯-৩৫; রোমীয় ১৩:১৩; ১ করিন্থীয় ১১:২৭)*

- আমরা তোমার সুখবর প্রচার করিনি *(লেবীয় পুস্তক ১৯:১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:১৮; লূক ১৭:২; গালাতীয় ১:৮; ২ পিতর ২:১৪)*
- তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করে আমরা নিজেদের শক্তিতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি *(মার্ক ১:১৫; রোমীয় ৪:১-২৪ বিশেষভাবে ২৪ পদ; রোমীয় ১০:৯, ১৩; গালাতীয় ৩:৬-১২; ইফিষীয় ২:৮-১০)*

"আমি আমার এবং আদম ও হবাসহ আমার পূর্বপুরুষদের সমস্ত অন্যায় চিন্তা, কথা এবং কাজ স্বীকার করছি। আমি এই পাপগুলো প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছি। আমাদের জানা এবং অজানা সমস্ত পাপ থেকে তুমি আমাকে, আমার পূর্বপুরুষদের, আমার মন্ডলীকে এবং আমার জাতিকে ক্ষমা কর।

"আমার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্য এবং আমাকে আইনের বাঁধন থেকে মুক্ত করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমাদের পাপের সমস্ত অভিশাপ তোমার নিজের উপরে নিয়েছিলে *(গালাতীয় ৩:১৩-১৪)*। আমি এটা বিশ্বাস করি বলে নাসরতের যীশুর নামে আমার উপর থেকে, আমার পরিবারের উপর থেকে, মন্ডলীর উপর থেকে সমস্ত আহ্বান সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি।

"স্বর্গীয় পিতা, আমাকে, আমার পরিবারকে, আমার মন্ডলীকে এবং আমার জাতিকে সমস্ত অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এবং আমাদেরকে শুচি করার জন্য তোমাকে আমি আহ্বান জানাই এবং স্বর্গের নীচে আমাদের ১০০০ প্রজন্ম পর্যন্ত সমস্ত প্রজন্মকে আশীর্ব্বাদ কর *(ইফিষীয় ১:৩)*। ধন্যবাদ! আমি তোমাকে ভালবাসার এবং তোমার কথা মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং আমি তোমার প্রতি নিজেকে নিবেদন করেছি *(দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:২০; যিহশূয় ২৪:১৫; মার্ক ১২:৩০)*। পবিত্র আত্মা, তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমার তোমাকে প্রয়োজন। আমাকে সজীব করে তোল।

"স্বর্গীয় পিতা, তোমার নামের গৌরব হোক! তোমার নাম সবার উপরে মান্য হোক *(নহিমিয় ৯:৫)*। প্রভু যীশুর নামে এই প্রার্থনা গ্রহণ কর, আমেন।"

খ্রীষ্টতে আমি কে

পুনর্জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী হিসেবে, আমি খ্রীষ্টতে আছি এবং উনি আমাতে আছেন। নিচের বাক্যের সবকিছু আমার জন্য সত্য। এগুলোকে আরো সত্য করার জন্য আমার কিছুই করার নেই। কিন্তু ঈশ্বর যা বলেছেন তাতে বিশ্বাস রাখলে আমি এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমার জীবনে আরো অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ করে তুলতে পারি। **খ্রীষ্টতে...**

...আমি ভালবাসা পাচ্ছি:

- আমি ঈশ্বরের সন্তান *(যোহন ১:১২; রোমীয় ৮:১৪; গালাতীয় ৩:২৬, ৪:৬-৭; ইফিষীয় ১:৫)*
- আমি যীশু খ্রীষ্টের বন্ধু *(যোহন ১৫:১৫)* এবং তার নিজের ভাই/বোন *(ইব্রীয় ২:১১)*
- আমি ঈশ্বরের ভালবাসা পাচ্ছি। ঈশ্বর যীশুকে যতটা ভালবাসেন আমাকেও ঠিক ততটাই ভালবাসেন *(যোহন ১৭:২৩)*
- ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাকে আলাদা করা সম্ভব নয় *(রোমীয় ৮:৩৫-৩৯)*
- আমি যীশুর শরীরের অংশ *(১ করিন্থীয় ১২:২৭; ইফিষীয় ৫:৩০)*

...আমাকে গ্রহণ করা হয়েছে:

- যীশুতে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমাকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়েছে *(রোমীয় ৫:১)*
- পাপের শাস্তি থেকে আমাকে মুক্ত করা হয়েছে *(রোমীয় ৩:২৪; কলসীয় ১:১৪)*
- পাপের কাছে আমি মৃত, আমার জীবন খ্রীষ্টের জীবন *(রোমীয় ৬:১-৬; গালাতীয় ২:২০; কলসীয় ২:১১)*
- আমি চিরকালের জন্য অপরাধ মুক্ত *(রোমীয় ৮:১ এবং ৮:৩১-৩৪)*
- আমি সাহসের সাথে ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য আসতে পারি *(ইফিষীয় ২:১৮, ৩:১২; ইব্রীয় ৪:১৬)*

...আমি গুরুত্বপূর্ণ:

- যে সুবিধা, আত্মবিশ্বাস আর আনন্দের স্থানে থাকার যোগ্যতা আমার নেই সেখানে আমি আছি *(রোমীয় ৫:২)*
- আমরা সত্যিকারের আঙ্গুর গাছের ডাল এবং খ্রীষ্টের জীবনের একটি সূত্র *(যোহন ১৫:১, ৫)*
- আমি ঈশ্বরের নিজস্ব সম্পত্তি *(১ পিতর ২:৯)*
- আমি পবিত্র দেশের বাছাই করা মানুষের একজন সদস্য *(১ পিতর ২:৯-১০)*
- স্বর্গের প্রতিটি আশীর্ব্বাদের অধিকারী আমরা *(ইফিষীয় ১:৩)*

...আমি নিরাপদ:

- আমি যীশুর মধ্যে লুকানো আছি; ঈশ্বর এটি করেছেন *(১ করিন্থীয় ১:৩০; কলসীয় ৩:৩)*
- আমি ঈশ্বরের আশ্চর্য দয়া,আশীর্ব্বাদ আর মহত্বের উদাহরণ *(ইফিষীয় ২:৭)*
- আমি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর যা কিছু ভাল কাজ আরম্ভ করেছেন তা আমার মধ্য দিয়ে শেষ করবেন *(ফিলিপীয় ১:৬)*
- আমার জন্ম ঈশ্বর থেকে হয়েছে, শয়তান আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না *(১ যোহন ৫:১৮)*
- আমি ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অভিষিক্ত এবং সীলমোহরকৃত *(২ করিন্থীয় ১:২১-২২)*

...আমার একটি উদ্দেশ্য আছে:

- আমি ঈশ্বরের মত সত্যিকারের ধার্মিক আর পবিত্র হবার আহ্বান পেয়েছি *(ইফিষীয় ৪:২৪; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ১ পিতর ১:১৫-১৬)*
- যীশু আমার উপর ফল ধরাবার ভার দিয়েছেন *(যোহন ১৫:১৬)*
- আমি পৃথিবীর লবন এবং আলো *(মথি ৫:১৩-১৪)*
- ঈশ্বরের রাজকীয় পৌরহিত্যের অধীনে আমি একজন পুরোহিত *(১ পিতর ২:৯)*
- যে খ্রীষ্ট আমাকে শক্তিশালী করেন তার দ্বারা আমি সবকিছু করতে পারি *(ফিলিপীয় ৪:১৩)*

...আমি মহিমান্বিত অনন্ত উত্তরাধিকারী:

- যীশুর সাথে সাথে আমিও ঈশ্বরের গৌরব আর দুঃখের অংশীদার *(রোমীয় ৮:১৭; গালাতীয় ৪:৬-৭)*
- এই মুহূর্তে আমি স্বর্গে উপবিষ্ট স্বর্গের নাগরিক *(ইফিষীয় ২:৬, ১৯; ফিলিপীয় ৩:২০)*
- আমি ভবিষ্যতের গৌরবজ্জ্বল প্রত্যাশার ডাক পেয়েছি *(ইফিষীয় ৪:৪)*
- আমি অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং ঈশ্বরের রাজ্যে প্রতিস্থাপিত হয়েছি *(কলসীয় ১:১৩; ১ থিষলনিকীয় ৫:৫; প্রেরিত ২৬:১৮)*
- আমি খ্রীষ্টের দ্বারা পূর্ণ হয়েছি; খ্রীষ্টই মহিমার আশা! *(১ করিন্থীয় ৩:১৬; কলসীয় ১:২৭)*

তাই, যীশুতে বাস করুন!

(যোহন ১৫:৭-১০; ইব্রীয় ৩:৬; ১ যোহন ২:২৭-২৮; ২ যোহন ৯)

অনুশীলন:

আমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট কে এবং খ্রীষ্টতে আপনি কে তা নিয়ে আপনি আপনার নিজের জন্য একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন। ইফিষীয়, ফিলিপীয় অথবা কলসীয় এই তিনটি চিঠির মধ্যে যে কোন একটি চিঠি আপনি বেছে নিতে পারেন এবং এই চিঠির প্রত্যেকটি পদ পড়ুন। পৌল খ্রীষ্টের নিজের পরিচয় এবং খ্রীষ্টতে আপনার পরিচয় সম্বন্ধে কি বলেছেন, তা খুঁজে বের করুন, যা আসলে আপনাকেই দেওয়া হয়েছে বলে ঈশ্বর বলেছেন। প্রায় প্রতিটি পদের মধ্যে আপনি আপনার পরিচয় সম্পর্কে অবিশ্বাস্য কিছু খুঁজে পাবেন। এই সত্যগুলিকে নিয়ে ধ্যান করুন বা গভীরভাবে চিন্তা করুন, এইগুলি আপনার বিশ্বাসকে গড়ে তুলবে (ঈশ্বরের বাক্য শোনার দ্বারা আমাদের বিশ্বাস আসে)।

কীভাবে বাইবাল পড়তে হবে[১১]

বাইবেল পাঠ পরিকল্পনা

সম্ভব হলে সারাবছর আমাদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য বাইবেল পড়া উচিত। প্রতিদিন যদি আমরা পুরাতন এবং নতুন নিয়ম দুটোই পড়ি তাহলে পাঠে বৈচিত্র আসে। পুরাতন নিয়মে ৯২৯ টি অধ্যায় আর নতুন নিয়মে ২৬০ টি অধ্যায় আছে। আপনি নিজের পাঠ পরিকল্পনা নিজেই করতে পারেন, আমাদের পরামর্শ হল, আপনি প্রতিদিন পুরাতন নিয়মের ২-৩ টি অধ্যায় পড়ুন এবং নতুন নিয়মের একটি অধ্যায় পড়ুন। এর মাধ্যমে পুরো বাইবেলটি আপনি এক বছরে পড়তে সক্ষম হবেন। আপনি কতদূর পর্যন্ত পড়েছেন সেটা বোঝার জন্য বুকমার্ক ব্যবহার করুন। এখন অনেকরকম বাইবেল অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় ও পরিকল্পনায় বাইবেল পড়া যায়। www.youversion.com এবং www.biblegateway.com – দুটো পড়ে দেখতে পারেন।

বাইবেলের ধ্যান এবং ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে প্রার্থনা

বাইবেল পড়ার পাশাপাশি বাইবেল অধ্যয়ন করা জরুরী *(যিহোশুয় ১:৮; গীতসংহিতা ১:১-৩, ১১৯:১৫-১৬; ইব্রীয় ৪:১২)*। ঈশ্বরের বাক্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে আত্মিকভাবে ফলবান ও পরিপক্ক হওয়া যায়। অনেকভাবে বাইবেল পড়া যায়। এখানে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হল।

- প্রতিদিন নিয়মিত তাঁর বাক্য পড়ার সিদ্ধান্ত নিন। এখন বাইবেলের যে অংশ আপনি বুঝতে পারছেন না সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন না।

  "আমার চোখ খুলে দাও যাতে তোমার শিক্ষার মধ্যে আমি আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় দেখতে পাই।" (গীতসংহিতা ১১৯:১৮)

---

[১১] ক্যাম্পবেল ম্যাকাল্পাইন, এক্সপ্লেনিং বিবলিক্যাল মেডিটেশন, ২০০৪, সার্বভৌম পৃথিবী এলটিডি।

"তোমার বাক্য আমার পথ দেখাবার বাতি, আমার চলার পথের আলো।" (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)

- প্রার্থনা করুন ও ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি আপনাকে বলে দেন যে কোন অংশটি পড়তে হবে।
- শান্ত থাকুন। ঈশ্বর এবং আপনার মাঝে শান্তি স্থাপন করে নিন। তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য এবং তাঁর আশীর্ব্বাদ স্মরন করার জন্য একটা মনিট ব্যয় করুন। তিনি যা তার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন। তাঁর উপাসনা করুন।
- তাঁর উপর নির্ভর করুন, তিনি তাঁর চিন্তা আপনাকে দেবেন – একথা বিশ্বাস করুন।
- এবার ঈশ্বর আপনাকে যে অংশ পড়তে বলেছেন সেই অংশটি ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ুন।

  ১। এটা পড়ে আপনার মাথায় কী আসল?

  ২। ঈশ্বর আপনাকে কী শিখাতে চাইছেন? (যেমন, কোন আদেশ, কোন সতর্কতা, কোন দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করতে বলা, তার চরিত্রের কোন দিক প্রকাশ করা, তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মত কোন বিষয়কে প্রকাশ করা)

  ৩। প্রার্থনায়, তার দেওয়া শিক্ষার কথা উল্লেখ করুন।

  ৪। এরপর, আপনার পরিবার, মন্ডলী, জাতি এবং ইস্রায়েলসহ এই পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে প্রার্থনায় স্মরন করে আপনার প্রার্থনাটি বড় করুন [১২]।

- আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখে রাখুন। বাইবেলের বিষয়বস্তু থেকে আপনার মন সরিয়ে ঈশ্বর হয়তো আপনার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলতে পারে। তাঁকে সীমাবদ্ধ করে ফেলবেন না।
- আপনি যখন আরো সময় পাবেন, ওই বিষয় সম্পর্কে আরো পদ খুঁজে পড়ুন।
- দিনের বাকি সময়, ঈশ্বর আপনাকে যা বলেছেন সেই বিষয়ে ভাবতে থাকুন।

---

[১২] এই জাতীয় প্রার্থনা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে লিডিয়া ফেলোশিপ ইন্টারন্যাশনাল www.lydiafellowship.org এর সাথে যোগাযোগ করুন।

অসুস্থকে সুস্থ করা[১৩]

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে একই কাজের ভার দিয়েছেন *(মথি ২৮:১৮-২০; মার্ক ১৬:১৫-১৮; লূক ২৪:৪৬-৪৯; যোহন ২০:২১-২২)।* শিষ্যরা গিয়ে সব জায়গায় প্রচার করতে লাগলেন। প্রভু তাদের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতে থাকলেন এবং তাদের আশ্চর্য কাজ করবার শক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তারা যা প্রচার করছেন তা সত্যি *(মার্ক ১৬:২০; প্রেরিত পুস্তক)*।

অসুস্থকে সুস্থ করা এবং আরো অন্যান্য আশ্চর্য কাজ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসংবাদের সাথে অতপ্রতভাবে যুক্ত (যীশুর সুসংবাদ যার মধ্যে আছে এবং যারা পাপ স্বীকার করে মন ফেরায় তারা সবাই ক্ষমা পাবে)।

যীশু প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে আদেশ করেছেন যেন তারা *"অসুস্থকে সুস্থ করে" (মথি ১০:১, ৮; মার্ক ৬:১২-১৩; লূক ৯:১-২)*। তিনি অসুস্থদের জন্য শুধু প্রার্থনা করতেই বলেননি বরং তিনি বলেছেন আমরা যেন তাদেরকে সুস্থ করি। প্রভু কাউকে কাউকে বিশেষ উপহার হিসাবে অসুস্থকে সুস্থ করার ক্ষমতা দিয়েছেন *(১ করিন্থীয় ১২:৯, ২৮)*। অন্যদেরকে সুস্থ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে ব্যবহার করতে পারেন এবং করবেনও। তাই যতক্ষন না পর্যন্ত সে সুস্থ হয় ততক্ষন পর্যন্ত আমাদের প্রার্থনা করে যেতে হবে। তিনি আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং তিনি কখনই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না *(ইব্রীয় ৬:১৮)*।

সুস্থতার জন্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি প্রতিজ্ঞা আমাদেরকে আরও প্রত্যয়ী করে তুলবে;

---

[১৩] র‍্যান্ডি ক্লার্ক (২০১০) প্রদত্ত একটি সেমিনার থেকে, গ্লোবাল জাগরণ এবং চার্লস এবং ফ্রান্সেস হান্টার প্রদত্ত সেমিনার থেকেও (ডিভিডি এবং ইউটিউবে উপলব্ধ)।

১। “তিনি যে আঘাত পেয়েছেন, তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি।” (যিশাইয় ৫৩:৫; ১ পিতর ২:২৪)

২। “আমরা তাঁর নতুন (আরও ভাল) নিয়মের মধ্যে রয়েছি।” (ইব্রীয় ৯:১২-১৫)

৩। “ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের মধ্যেই আছে।” (লূক ১৭:২১)

সুস্থতার জন্য প্রার্থনা ও অন্যান্য আশ্চর্য কাজ করার ক্ষেত্রে পবিত্র শাস্ত্রের আরও কিছু জায়গা, যা আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করে:

“ঈশ্বরকে সাথে রেখে সব কিছুই সম্ভব।” (মথি ১৯:২৬)

“যীশু বলেছেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার উপরে বিশ্বাস করে তবে আমি যেসব কাজ করি সেও তা করবে। আর আমি পিতার কাছে যাচ্ছি বলে সে এই সবের চেয়েও আরও বড় বড় কাজ করবে। তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে তা আমি করব, যেন পিতার মহিমা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। আমার নামে যদি আমার কাছে কিছু চাও তবে আমি তা করব।”” (যোহন ১৪:১২-১৪)

“ঈশ্বর যীশুকে যেমন ভালবাসেন, আমাদেরকেও তেমনি ভালবাসেন।” (যোহন ১৭:২৩)

“যীশু বলেছেন, “...আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুইজন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে।”” (মথি ১৮:১৯)

“তিনি (ঈশ্বর) আমাদের চাওয়া ও চিন্তার চেয়েও অনেক বেশী করতে পারেন।” (ইফিষীয় ৩:২০)

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানুষকে স্পর্শ করেছেন, তাই আমরাও তা করতে পারি। আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের হাতকে নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করতে

বলতে পারি। কিন্তু এই কাজ করার আগে অবশ্যই তাদের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, স্পর্শের ক্ষেত্রে তাদের কোন আপত্তি নেই এবং তাদের যে অংশে সুস্থতার প্রয়োজন তার যত কাছাকাছি অংশে স্পর্শ করা যায় তত কাছাকাছি অংশে স্পর্শ করুন কিন্তু অবশ্যই কোন 'গোপন' অংশে নয়।

এরপর আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি, আশীর্ব্বাদ করতে পারি, ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি যেন তিনি তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং সুস্থতার শব্দগুলো তাদেরকে বলতে পারি। আমাদের প্রার্থনাতে, সুস্থতা সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলো আমরা উল্লেখ করতে পারি *("তোমার ক্ষতর মধ্য দিয়ে এই মানুষটি সুস্থ হয়েছে; কারন আমি নতুন জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী, দয়া করে তুমি এদেরকে সুস্থ কর। তোমার রাজ্য আমার মধ্যে উপস্থিত তাই দয়া করে তুমি এদেরকে সুস্থ কর")*। যীশুর নামের ক্ষমতায় সুস্থ হোক।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু তার হাতকে সুস্থ করেছিলেন

"একজন তরুণীর পিঠের ব্যাথার জন্য প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে আমি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে শিক্ষা দিচ্ছিলাম কিভাবে সুস্থতার প্রার্থনা করতে হয়। সেই বৃদ্ধা মহিলা যখন সেই তরুণীর কাঁধ স্পর্শ করে আদেশ দিলেন শুয়ে পড়তে এবং সমস্ত ব্যাথা যেন চলে যায়। সে এইভাবে কয়েক মিনিট প্রার্থনা করলেন। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন পরিবর্তন কি হয়েছে?' তখনও সেই তরুণীর পিঠের ব্যাথা ছিল কিন্তু সেই বৃদ্ধা মহিলার হাতটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধা মহিলাটির হাতের একটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং অনেক বছর ধরে সে ঐ হাতটি সম্পূর্ণ রকম ভাবে ব্যবহার করতে পারতেন না যা আমি একদমই জানতাম না ।"

তাদের স্পর্শ করার আগে আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারি, যেমন *'প্রথম কখন এই রোগ দেখা দিয়েছিল?'* অথবা *'যখন আপনি অসুস্থ হয়েছিলেন তখন আপনার জীবনে কি ঘটেছিল?'* হয়তবা সেই অসুস্থতার শুরুর সময়ে কোন

আঘাতদায়ক ঘটনা ঘটতে পারে এবং সেই ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদেরকে ক্ষমা করতে, এমনকি নিজের কাজের জন্যও অনুতাপ করতে আমরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি যেন ঈশ্বর তাদেরকে ক্ষমা করেন। ক্ষমাহীনতা সুস্থ করতে ও আমাদের প্রার্থনার উত্তর পেতে বাধা দেয় *(মার্ক ১১:২২-২৫; যাকোব ৫:১৬; ১ পিতর ৩:৭)*। এমনকী ক্ষমাহীনতা অসুস্থতা এবং যন্ত্রনার কারনও হতে পারে *(মথি ১৮:৩৪-৩৫; ইব্রীয় ১২:১৪-১৫)*। ক্ষমা করা এবং অন্যকে ক্ষমা করতে উৎসাহ দেওয়া আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমা সুস্থতা আনে।

আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, তাদের কোন পরিবর্তন ঘটছে কিনা? যেমন-অনেক সময় তাদের গরম বা ঠান্ডা অনুভুতি হয় অথবা কখনো কখনো শিউরে ওঠে। যখন তাদের কোন অনুভূতি হয় তখন আমরা আরও উৎসাহিত হয়ে প্রার্থনা চালিয়ে যেতে পারি। কোন চিহ্ন বা লক্ষন থাকুক বা না থাকুক, ঈশ্বর যা করেছেন তার জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি।

যীশু আমাদেরকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন যে, শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গকে আদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা অসুস্থকে সুস্থ করতে পারব যেমন – *'যীশুর নামে পা সোজা কর...', 'যীশুর নামে রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যাক...'* এমনকি আমরা সেই যন্ত্রনা ও অসুস্থতাকে চলে যাওয়ারও আদেশ দিতে পারি। যেমন – 'যীশুর নামে সমস্ত মাথাব্যথা চলে যাক'। সেই ব্যাক্তির শারীরিক সমস্যা নিয়ে আপনি যত বেশি জানবেন তত নির্দ্দিষ্টভাবে আপনি তার জন্য প্রার্থনা করতে পারবেন।

যদি মানুষটি সুস্থ না হয় তাহলে আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ও আরও প্রার্থনা করতে হবে। অবশেষে তাকে নিজেকে সুস্থ হওয়ার জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করে যেতে হবে। আমাদের তার জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে। যীশু তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন পরিত্যাগ না করে প্রার্থনা করে যেতে *(লূক ১৮:১-৮)*।

আমাদের প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন রকম সুস্থতার জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের ধন্যবাদ দিতে হবে। ঈশ্বর মানুষকে সুস্থ করেন কারণ তিনি চান যেন সেই সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে আসে।

"...ঈশ্বরের এই দয়ার উদ্দেশ্য হল তোমাকে পাপ থেকে মন ফেরাবার পথে নিয়ে আসা।" (রোমীয় ২:৪)

যে সমস্ত শহর ও গ্রামে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন, সেই সমস্ত শহর ও গ্রামকেও তিনি ধীক্কার দিয়েছেন। *"যীশু যে সব গ্রামে ও শহরে বেশিরভাগ আশ্চর্য কাজ করেছিলেন সেই সব জায়গার লোকেরা মন ফিরায় নি।" (মথি ১১:২০)*

ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। আমরা যত বেশী আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেখতে পাব তত বেশী প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত হব এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্যও প্রার্থনা করব যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। যেমন – বিভিন্ন সম্পর্ক, বিয়ে, মন্ডলীতে সমস্যা, শহর, দেশ বা জাতি, ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি। ঈশ্বর এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন ও পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারেন। যা আমাদের চাওয়া ও চিন্তারও বাইরে *(ইফিষীয় ৩:২০)*।

আত্ম সাক্ষ্য – যীশু তাকে সম্পূর্নভাবে সুস্থতা দিয়েছিলেন

"একটি পরিবার আমাকে তাদের মায়ের সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছিল যিনি তিন বছর ধরে বিছানা শয্যা ছিলেন এবং সবাই আশা করেছিলেন তিনি খুব শীঘ্রই মারা যাবেন। মহিলাটির বিছানার পাশে গিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এমন কেউ আছে কি-না যাকে তার ক্ষমা করা প্রয়োজন। অনেকজন ছিল! আমি তাঁকে প্রার্থনা করতে সাহায্য করেছিলাম এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন আর যীশুকে তাঁর হৃদয়ে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। তারপর তিনি অন্যরকম অনুভব করেছিলেন। আর আমি তাঁর সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করলাম সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুব ভাল বোধ করেছিলেন এবং আমার সাথে হেঁটে হেঁটে বাইরে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সব লোকেরা পুরোপুরি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা কেউ আশা করেনি যে তিনি বেঁচে থাকবেন আর আবার একটা স্বাস্থ্যকর জীবন উপভোগ করবেন! এই অলৌকিক ঘটনা আমাকে যীশুর বিষয়ে কথা বলার জন্য অনেক সুযোগ দিয়েছে।"

একে অপরের সাথে ও ঈশ্বরের সাথে সঠিক হওয়ার বিষয়ে বাইবেল কি বলে

এই বাইবেল অধ্যায়ন, আপনাকে একে অপরের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে সঠিক হওয়ার বিষয়ে কি শিক্ষা দেয় তা পরীক্ষা করতে সাহায্য করে। আপনি এটি নিজেই বা ছোট দলের সাথে অধ্যায়ন করতে পারেন। সময় নিয়ে বিবেচনা করুন এটি আপনি এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনে এবং পরিচর্যার ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: যে বাইবেলের পদগুলি দেওয়া আছে সেখান থেকে উত্তর খুঁজে পাবেন। আরও বোঝার জন্য, এই পদগুলির আগে ও পরের পদগুলিও পড়ুন।

১. যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রকৃত বার্তা কি?
(লূক ২৪:৪৭; প্রেরিত ২৬:১৮)

২. ক্ষমা পেতে হলে আমাদের কি করা দরকার?
(গীতসংহিতা ৩২:১-৫; ১ যোহন ১:৮-১০)

৩. ক্ষমা পাওয়ার সুবিধাগুলি কি কি?
(রোমীয় ৬:২৩; যাকোব ৫:১৬; প্রেরিত ৩:১৯-২০)

৪. যারা আমাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে বা কষ্ট দেয় তাদেরকে কেন ক্ষমা করা উচিত? *(মথি ৬:১২, ১৪-১৫, ১৮:২২-৩৫; ইব্রীয় ১২:১৪-১৫)*

৫. আপনার বন্ধু/স্বামী/স্ত্রী যদি আপনার বিরুদ্ধে পাপ করতে থাকে তার প্রতি আপনার মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? *(মথি ১৮:২২; কলসীয় ৩:১৩)*

৬. অনুতাপ করা বা মন ফেরানো কি? *(লূক ৩:৮; প্রেরিত ২৬:২০; হিতোপদেশ ২৮:১৩)*

৭. কিভাবে একজন লোক তার আচরণ পরিবর্তন করতে পারে?

(রোমীয় ৭:২৫ (১৮-২৫); ইব্রীয় ১২:২৪)

ছোট দলের মধ্যে প্রশ্ন আলোচনা:

৮. আপনি আপনার বন্ধু/স্বামী/স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করলে বা কষ্ট দিলে তাদের থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য আপনি কিভাবে ক্ষমা চাইবেন?

নিজের জন্য নীরবে ব্যক্তিগত প্রতিফলন:

৯. আপনি ঈশ্বরকে কষ্ট দিলে বা হতাশ করলে নিজে ক্ষমা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে কিভাবে ক্ষমা চাইবেন?

বাইবেল অর্থ বা টাকা - পয়সার ব্যাপারে কি বলে

বাইবেল আপনাকে অর্থ বা টাকা-পয়সার সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয় এই অধ্যয়ন তা বুঝতে সাহায্য করবে। আপনি এটি নিজেই বা ছোট দলের সাথে অধ্যয়ন করতে পারেন। সময় নিয়ে বিবেচনা করুন এটি আপনার ব্যক্তিগত জীবন এবং পরিচর্যার ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উল্লেখিত শাস্ত্রাংশ গুলিতে আপনি উত্তরগুলি পাবেন। বিশদভাবে বুঝতে, বাইবেলের পদগুলি পড়ুন।

১. আমাদের সমস্ত (অর্থ বা টাকা-পয়সা) সমস্যার সমাধান কি? *(মথি ৬:৩৩; লূক ১২:৩৩-৩৪; ১ তীমথিয় ৬:১৭-১৯)*

২. আমরা যখন ঈশ্বরকে খোঁজার থেকে বেশি অর্থ বা টাকা-পয়সার খোঁজ করি তখন কি হয়? *(উপদেশক ৫:১০-১১; ১ তীমথিয় ৬:১০; মথি ৬:২৪; কলসীয় ৩:৫; যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬)*

৩. দশমাংশ কি? আমাদের দশমাংশ কাকে দেওয়া উচিত? *(আদিপুস্তক ২৮:২২; মালাখি ৩:৮-১২; মথি ২২:২১)*

৪. আমাদের ঘুষ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমাদের কর দেওয়া উচিত কেন? *(যাত্রাপুস্তক ২৩:৮; হিতোপদেশ ১৫:২৭; মথি ২২:১৭-২২; রোমীয় ১৩:৬-৭)*

৫. বাইবেল ঋণ সম্পর্কে কি বলে? *(রোমীয় ১৩:৮; হিতোপদেশ ২২:৭)*

৬. বাইবেল দরিদ্রদের ১২৩সাহায্য করার বিষয়ে কি বলে? *(দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১০; হিতোপদেশ ১৯:১৭; লূক ৬:৩৪-৩৬, ১২:৩৩-৩৪; ২ করিন্থীয় ৯:৬-১২; ১ যোহন ৩:১৭)*

৭. বিনিয়োগ করার বিষয়ে বাইবেল আমাদের কি বলে? *(লূক ৮:১-৩; যাকোব ৫:১-৪; ৩ যোহন ৫:৮)*

৮. মন্ডলীর নেতারা এবং পরিচর্যাকারীরা কেন তাদের প্রাপ্ত উপহারের থেকে দশমাংশ প্রদান করবেন? *(গণনা পুস্তক ১৮:২৬-২৯; ১ তীমথিয় ৩:১-৫)*

ধ্যানের বিষয় গীতসংহিতা ২৩:১, ঈশ্বর আপনাকে তাঁর বাক্যের মাধ্যমে যা দেখিয়েছেন সেই বিষয়ে প্রার্থনা করুন ও তাতে সাড়া দিন।